Boighar.com

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

রাজা ও রাজকন্যারা

শফীউদ্দীন সরদার

মদীনা পাবলিকেশান্স

রোকন

বইঘর

রাজ্য ও রাজকন্যারা

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
www.boighar.com www.boighar.com
শাখা ঃ ৫৫বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

রাজ্য ও রাজকন্যারা

শফীউদ্দীন সরদার
www.boighar.com

প্রকাশক

মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
www.boighar.com
মদীনা পাবলিকেশন্স

৩৮/২ বাংলাবাজার
www.boighar.com
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ

জাতীয় গ্রন্থমেলা ২০০২

জানুয়ারী ২০০২
www.boighar.com
পৌষ ১৪০৮ বাংলা

শাওয়াল ১৪২২ হিজরী
www.boighar.com
প্রচ্ছদ

মদীনা গ্রাফিক্স ডিজাইন

৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা মাত্র
www.boighar.com

RAZZA-O-RAZKANNARA written by Shafiuddin Sarder Published by Murtaza Bashiruddin Khan, Madina Publications, 38/2 Banglabazar Dhaka-1100. Price Tk. 60.00

রাজ্য ও রাজকন্যারা

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING
THE ORIGINAL BOOK.

ঃ বলেন কি ভাই সাহেব! ক'দিন পরেই বি.এ পরীক্ষা আপনার?

ঃ তো আর বলছি কি? রাত জাগলে শরীরটা খারাপ হবে না আমার?

ঃ তা বটে, তা বটে। ক'দিন পরেই বি.এ. পরীক্ষা। রাত সাড়ে নটার মধ্যেই ঘুমিয়ে না পড়লে কি চলে?

ঃ তা হলেই বোঝো। দু'দুবার ফেল করেছি। এবার পাস আমাকে করতেই হবে।

ঃ সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

www.boighar.com

ঃ কেন, কেন?

ঃ আসন্ন বি.এ. পরীক্ষার মুখে পড়াশুনা রেখে রাত সাড়ে ন'টার মধ্যেই ঘুমের এই তোড়জোড়–

www.boighar.com

ঃ সেটা তুমি বুঝবে কি? বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছো কি কখনো যে বুঝবে? যদি দিতে তাহলে বুঝতে, কি ভাবে বি.এ. পরীক্ষা দিতে হয়। ঘুম না পারলে মাথাটা ঠাণ্ডা থাকবে কেন?

ঃ তা ঠিক তা ঠিক। তবে বলছিলাম কি, এমনভাবে বি.এ. পরীক্ষা না দিলেই কি নয়?

ঃ না দিলে কি রকম? না দিলে পাস হবে কি করে?

ঃ কি লাভ ঐ পাস হয়ে? ও দিয়ে কি হবে কিছু?

শুয়েছিল ইয়াদ আলী। এবার সে তড়াক করে উঠে বসলো বিছানায়। বুক ফুলিয়ে বললো- হবে কিছু মানে? অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা এই একটা পাস দিয়ে পাওয়া যাবে মিয়া! পাস করতে পারলেই বাজিমাৎ!

চমকে উঠলো সাদিকুল হক। ফের রাজত্ব আর রাজকন্যা!!

রাজত্ব আর রাজকন্যার বিষয়টা সাদিকুল হকের কাছে এখন একটা সেনসিটিভ ব্যাপার। এ ব্যাপারে তার কৌতূহলও আছে যেমনি, শংকাও আছে তেমনি। ঘৃণাও চরম।

ঘৃণাটা তার শুরু হয়েছে মরিয়মকে নিয়ে আর দানা বেঁধেছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে ট্রেন-বাস-স্টীমারযোগে নানা দিকে ছুটেছে। দু'তিন মাস একটানা অনেক জায়গা ঘুরেছে। নগদ পুঁজি ফুরিয়ে যাওয়ায় খবরের কাগজ, বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, মায় চানাচুরের প্যাকেটও সে ফেরি করে বেচেছে। গ্লানি আসেনি তার। এতে বরং কিছুটা আনন্দবোধই করেছে সে। থাকার জায়গার অভাবে কয়েক রাত রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফরমেও কাটিয়েছে। এমনই ধারা বিচরণের কালে হরেক রকম বায়োস্কোপ সে দেখেছে, আজও দেখছে। পূর্ণ হচ্ছে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। তীব্র হচ্ছে ঘৃণা আর অরুচি।

সংযত সংযমী মানুষ বলেই এসব দিকে আগে সে নজর দেয়নি তেমন। দেখেও দেখেনি। এখন তা খেয়াল করে দেখে সে তাজ্জবই হচ্ছে শুধু। পয়লা

বৈশাখ এলেই নানা ঢং- এ সেজেগুজে যারা পান্তা বেচে বটতলায়, হেসে হেসে নানা পুরুষকে পান্তা ভাত খাওয়ায়, গেরুয়া পরে দল বেঁধে কেষ্টলীলায় বেরোয়, ফাংশানে-অনুষ্ঠানে হ্যাংলা ছেলেদের সাথে যারা ঢলাঢলি করে, পপ সঙ্গীতের নামে যারা ছেলেদের সাথে বাঁদর নাচ নাচে, পিকনিকে আউটিংস্-এ ছবি তোলে জোড়া জোড়া-এদের খবর করে সে অবাক হয়ে গেছে এখন। আগে তার ধারণা ছিল, এগুলো সব বখে যাওয়া বেওয়ারিশ মাল। কিন্তু এখন সে খোঁজ নিয়ে দেখে, সাকুল্যে সবাই বাজে ঘরের বেয়াড়া মেয়ে নয়। এদের মধ্যে বেশ কিছু উজীর কন্যা-নাজীর কন্যা, কোটি কোটি অর্থের মালিক ধনকুবেরের কন্যাও আছে। আছে রাজকার্যে নিয়োজিত রাজপুরুষদের কন্যাও। আধুনিককালের রাজা-বাদশাহর মেয়ে এরা। আল্ট্রামডার্ন রাজকন্যা। বিত্ত-বৈভব অঢেল। দাস-দাসী অনেক। করার কিছু না পাওয়ায় আর শাসন বাঁধন না থাকায়, এরা এ সব করে বেড়ায়। এই তো সেবার প্লাটফরমে রাত কাটানোর কালে যা দেখলো, তারই কি তুলনা আছে কিছু? কোন এক হোমরা-চোমরা বিত্তবানের দুলালী কয়েকজন সখী-সাথী নিয়ে কোথায় যেন যাবেন শেষ রাতের ট্রেনে। মাঝরাতের আগেই তাঁরা এসে ঠাঁই নিলেন প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে। তাদের সি-অফ করতে সাথে এলেন একপাল বন্ধু বান্ধব। এরপর রাতভর যে হুল্লোড় আর ফষ্টিনষ্টি ওয়েটিং রুমে চললো, তা না দেখলে এ জীবনে অনেকখানি বাকী থাকতো সাদিকুল হকের দেখার।

বিত্ত আছে পিতার। তাই একটি মাত্র নাগরে চিত্ত পুরে না পুত্রীর। এক একজনের পেছনে থাকে যোগ্য-অযোগ্য এক এক ডজন নাগর। শেষ অবধি কার ভোগে লাগে এরা, সে খবর রাখে কে? প্রগতির আমেজে সিক্ত আর নানা ধান্দায় ব্যাপ্ত থাকা অভিভাবকেরা মেয়েদের এসবে হস্তক্ষেপ করেন না। পরে অবশ্য অনেকেই পস্তান।

উপুড় হয়ে বই পড়ছিল সাদিকুল হক। ইয়াদ আলীর কথায় সে ধড়মড় করে উঠে বসলো সোজা হয়ে। সাগ্রহে প্রশ্ন করলো-কি বললেন? অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা?

ইয়াদ আলী সগর্বে বললো–নির্ঘাত। লাঠির আগায় বাঁধা। শালা, এই পাসটাই যা হচ্ছে না দু' দু'বছর ধরে।

ঃ বলেন কি মিয়া ভাই! এই একটা পাস দিয়েই রাজত্ব আর রাজকন্যা?

ঃ কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

ঃ জীনা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। সেরেফ একটা বি.এ. ডিগ্রি দিয়েই রাজত্ব আর রাজকন্যা পাওয়া যায়, এমন তো শুনিনি। তাছাড়া, কসুর নেবেন না মিয়া ভাই, চেহারাখানাও তো আপনার এমন কিছু আহামরি নয়।

ঃ গুলি মারো চেহারায়। তোমার তো চেহারাখানা খাসাই। পেয়েছো কি কোন রাজকন্যা ও দিয়ে?

ঃ জী না, পাইনি।

ঃ তবে? প্রয়োজন শুধু এই পাসটা। পাস করলেই রাজকন্যা ছুটে এসে আছড়ে পড়বে আমার বুকে।

ঃ বলেন কি! তাহলে আপনার মটরসাইকেল আছে নিশ্চয়ই। টাইট জামা প্যান্ট আর হ্যাট- গগ্‌লস পরেন নির্ঘাত? সেই সাথে মিষ্টি করে হিন্দি গানও গাইতে পারেন জরুর? মানে, তুমনে হাম্‌নে পেয়ার হো গয়া"?

ঃ না-না, ওসব আমার নেই। ওসব আমি পারিনে আর গানটানের ধারও আমি ধারিনে।

ঃ নিশ্চয়ই তাহলে ঐ রাজকন্যাকে নিয়ে মাঝে মাঝেই চাইনিজ খেতে যান আর দুইবেলা ফিল্ডিং মারেন রাজকন্যার চারপাশে?

ঃ কি বাজে বকছেন? আমার দরকার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি। এটা থাকলে ওসবের কোনকিছুর গরজ আমার পড়বে না।

ঃ কি অসম্ভব! আপনারা বুঝি খুবই বড় লোক? আপনার আব্বাও বুঝি একজন রাজাগোজা মানুষ? মানে বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিক?

ঃ আরে দূর! বাপের ধন-সম্পত্তি থাকলে কি আর এই মাছিপড়া মেসে এসে উঠি? পাঁচতারা হোটেল থেকে বি.এ পরীক্ষা দিতাম। নিতান্তই টানাটানির সংসার আমাদের।

ঃ আর পারিনে। মাথা আমার ঘুরছে মিয়াভাই। রাজকন্যা ছুটে এসে আপনার বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়ার কোন সিম্‌টম্‌ই যে দেখতে পাচ্ছিনে আমি।

ঃ দেখতে পাচ্ছেন না?

ঃ জীনা। কম করে হলেও আশেপাশে দশ-বিশটা ইয়ং গ্রাজুয়েট নির্ঘাত আছে। এত গ্রাজুয়েট থাকতে একমাত্র আপনার বুকেই–

হো হো করে হেসে উঠলো ইয়াদ আলী। বললো–আরে মিয়া, আসল খেলটাতো এখানেই। ঐ রাজকন্যার আব্বা আমার আম্মার আপনা খালাতো ভাই। গাঁয়ে থেকে আমরা গরীব হয়ে গেছি। আম্মার ঐ খালাতো ভাই শহরে এসে বিজনেস করতে করতে এখন বিপুল সম্পদের মালিক। অনেক মিল-কারখানা। ব্যাংক ব্যালান্স কয়েক কোটি টাকা। বিশাল বিশাল কয়েকখানা বাড়ি তাঁর শহরে। একদম রাজা মানুষ। কিন্তু কোন পুত্র সন্তান নেই। দুটি মাত্র মেয়ে। একটা খুবই ছোট। বড়টা কলেজে পড়ে। এরা দুইজনই ঐ বিপুল ঐশ্বর্যের ওয়ারিশ। আম্মার ঐ খালাতো ভাই, মানে আমার মামা, আম্মাকে কথা দিয়েছেন, বি.এ.টা পাস করলেই উনি আমাকে নিয়ে নিবেন। প্রথমে আমাকে তাঁর মিল-কারখানার ম্যানেজার বানাবেন আর এরপরে তো বুঝতেই পারছেন, বড়টার সাথে শাদী। অর্থাৎ, রাজত্ব ও রাজকন্যা। বি.এ. টা পাস না হলে তাঁর মুখ থাকবে না বলেই এখন উনি নিতে পারছেন না আমাকে।

ঃ আচ্ছা! এই ঘটনা? আপনার সাথেই তাহলে শাদী দেবেন বড় মেয়েকে?

ঃ এতদিন দিয়েই ফেলতেন। শুধু এই পাসটা। মামাতো একপায়ে খাড়া।

ঃ আর তাঁর সেই মেয়েটা? সে ও কি একপায়ে খাড়া?

ঃ কে, সুইটি? বাপের ইচ্ছেই তার ইচ্ছে। খাড়া না থেকে যাবে কোথায়?

ঃ নামটা বুঝি সুইটি?

ঃ সুইটি-সুইটি। বড্ড সুইট নাম, তাই না মিয়া?

ঃ জী- জী। তা ঐ সুইটি বেগমের নিজেরও তো দু'একটা সুইট ফ্রেন্ড থাকতে পারে। কলেজে যখন পড়ে–

ঃ থাকবে না কেন? কয়েকজনই আছে। আজকাল আর বন্ধু-বান্ধব ছাড়া কোন ছেলে- মেয়ে আছে নাকি?

ঃ তাহলে কমপিটিশান শুরু হবে না তো?

ঃ কমপিটিশান!

ঃ মানে, সুইটিকে পাওয়া নিয়ে তার ঐ সুইট ফ্রেন্ডদের সাথে আপনার কম্পিটিশন?

একটু দমে গেল ইয়াদ আলী। বললো-তা মানে, এ যাবত সে সম্ভাবনা এক বিন্দুও ছিল না। আমার পাস করতে দেরী হওয়ার কারণেই সে সম্ভাবনার সূত্রপাত একটু একটু হয়েছে বটে। মামার তো আবার অনেক বড় বড় লোকের সাথে ভাব। তাঁর ঐ বিশাল সম্পদের লোভে কয়েকজন বড় ঘরের ছেলেও নাকি সুইটির পেছনে ঘুরঘুর করতে শুরু করেছে।

ঃ বলেন কি! তাহলে উপায়?

ঃ পরোয়া নেই। মামা পক্ষে আছেন, ভাগ্নের ভাবনা কি? চাই কেবল এই পাসটা।

ঃ তাই নাকি? তাহলে গতিকটাতো মোটেই সুবিধের নয় মিয়া ভাই।

ঃ সুবিধের নয় মানে?

ঃ মানে, রাজকন্যা চাইলে ঐ ঘুমটা আপনাকে ছাড়তে হবে। ঘুমটা না ছাড়লে রাজকন্যা ফুরুৎ!

ঃ অর্থাৎ?

কোন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার গোল দেবে নির্ঘাত। আপনাকে বসে বসে আঙ্গুল চুষতে হবে।

বললেই হলো? বাপ যখন আমার পক্ষে–

ঃ আরে ব্রাদার, এটা আধুনিককাল-প্রগতির যুগ। বাপের পরোয়া এ যুগে মেয়েরা বড় একটা করে না। আপনার ঐ বি.এ. পাসের আশায় যুগ যুগ ধরে বসে থাকবে না সুইটি।

ঃ থাকতেই হবে। বাপ যেখানে রাজী–

ঃ তবুও কাজীর করার কিছুই থাকবে না।

ঃ আলবত থাকবে। বাপের ওয়াদা বলে কথা! ইয়ার্কি নাকি?

ঃ বটে!

ঃ বকবক না করে আলোটা এবার নেবাও তো দেখি? আমাকে ঘুমাতে দাও।

ঃ ঘুমুবেন? বেশ, ঘুমান। মাত্র আর আটদশ পাতা বাকি। বইটা শেষ করেই আলো নিবিয়ে দিচ্ছি।

ঃ কি বললে? বইটা শেষ করে? এত পড়া কিসের শুনি? তুমিও পরীক্ষা দেবে নাকি?

ঃ জী না ব্রাদার! ও কর্মটি করবো না। বড় ভয় করে।

ঃ ভয়! কিসের ভয়?

ঃ হঠাৎ পাস করে ফেলতে পারি যে।

ঃ আরে বেয়াকুব, তাহলে তো কপালটা খুলে যায় তোমার। ছোটখাটো একটা পাস দিতে পারলে ঐ গামছাওয়ালার গোলামী আর করতে হয় না। যাহোক একটা চাকরি-বাকরি জুটে যায়।

ঃ ওটা আরো বড় গোলামী ভাই সাহেব। এটা তবু যখন ইচ্ছে ছাড়া যায়। অভ্যস্ত হয়ে গেলে ওটা আর ছাড়া যায় না।

ঃ আহম্‌ক। জীবনে তাহলে বড় হবে কি করে।

ঃ বড় হতে তো চাইনে।

ঃ চাও না! তাহলে এম অফ্ লাইফ, মানে, তোমার জীবনের লক্ষ্য কি?

সাদিকুল হক সুর করে বললো–"এ জীবনে যে ক'টা দিন পাবো হেসে-খেলে কাটিয়ে দেবো, দোঁহে,

স্বপ্ন মধুর মোহে"।

ঃ কি রকম-কি রকম? কাটিয়ে দেবে দোঁহে মানে? দোসরও কেউ আছে নাকি তাহলে?

ঃ আলবত আছে।

সে কি! কোথায়?

ঃ এই তো আমার সাথে।

ঃ সাথে মানে?

ঃ এই বই।

ঃ শা–

চাদর মুড়ি দিয়ে ইয়াদ আলী শুয়ে পড়লো সটান।

০০০ ০০০ ০০০

এ শহরের ভাত উঠলো সাদিকুল হকের। হেসে-খেলে দিন কাটিয়ে দেয়া এখানে তার আর হলো না। পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে উঠলো।

একদিন তার দোকানের মালিক দানেশ আলী, ওরফে দীনু বেপারী সাদিকুল হককে বললো–দৌড়ের উপর খেতে যাও আর দৌড়ের উপর আসো। কি খেয়ে আসো?

সাদিকুল হক বললো–সে আর বলবেন না চাচা! ঢেকে রাখা ঠাণ্ডা খাবার তো? দু'গ্রাস খেলেই আর খাওয়ার রুচি থাকে না। কয়েক মিনিটেই শেষ হয়ে যায় খাওয়া।

বেপারী সাহেব বললেন–সেকি! ঠাণ্ডা-খাবার কেন? গরম ভাত খাও না তুমি মেসে?

ঃ খাই। রাতের বেলা খাই। তখনই খাওয়াটা ভালো হয় আমার। ভাত-তরকারী সবই তখন গরম গরম কি না?

তাহলে দুপুরে ঠাণ্ডা কেন? দুপুরে পাক হয় না?

জীনা, দুপুরে পাক হয় না। পাক হয় সকাল ন'টার দিকে। বোর্ডারেরা সবই প্রায় চাকরিজীবী, অফিস-আদালতে চাকরি করছে, চারজন ছাত্রও আছে। তাদের দশটার আগেই খেতে হয় বলে পাকটা ঐ সকালের দিকেই হয়। আমার একার জন্যে আবার রাঁধবে কে, বলুন? ঐ খাবারই আমার জন্যে ঢাকা থাকে, আমি দুপুরে গিয়ে খাই।

তাহলে তো বড়ই কষ্ট হচ্ছে তোমার।

সাদিকুল হক স্মিতহাস্যে বললো–জীনা, কষ্ট আর কি? ওটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে চাচা। রাতের বেলা পেটভরে খাইতো।

ঃ উহু, তা বললে তো চলবে না। ঐ ভাবে চললে পেটে পিত্তি পড়ে যাবে, বেশি দিন বাঁচবে না।

ঃ বাঁচতে হবেই চাচা। কোন ভিন্ন ব্যবস্থা করা যে মোটেই সম্ভব নয়। ওদিকে আবার গরম ভাত খেয়ে আসতে গেলে দোকানে পৌঁছতে আমার দশটা বেজে যাবে। অথচ বেচা- কেনা শুরু হয় সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যেই।

ঃ হ্যাঁ, সে তো ঠিকই।

বেপারী সাহেব নীরব হলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন–তা একটা কাজ করলে হয় না ভাস্তে। দুপুরের খাওয়াটা তুমি আমার বাড়িতেই খাও।

সাদিকুল হক মুখ তুলে বললো-আপনার বাড়িতে!

ঃ হ্যাঁ বাপু। এই তো কাছেই আমার বাড়ি। দুপুরে একসাথে গিয়ে দু'জন খেয়ে আসবো চট করে। আধা ঘণ্টার ব্যাপার। ওটুকু সময় দোকানটা বন্ধ থাকলে এমন কোন ক্ষতি হবে না।

প্রবল আপত্তি তুলে সাদিকুল হক বললো–না না, তা কি করে হয়? তাছাড়া, মেসে আমাকে দুইবেলার মিল চার্জ ঠিকই দিতে হবে। দুপুরে খেলেও দিতে হবে, না খেলেও দিতে হবে। খামাখা আপনার বাড়ির ঝামেলা বাড়াতে যাবো কেন?

ঃ আরে ঝামেলা হবে কেন? তোমার চাচী তো প্রায়ই আমাকে এ কথা বলে।

বলে, ছেলেটা তেতেপুড়ে মেসে গিয়ে খায়, দু'এক বেলা এখানে এনে খাওয়ালেও তো পারেন।

ঃ সে কি! চাচী আম্মাও তা জানেন?

ঃ জানে জানে। তোমার সব কথা আমার মুখে শুনেছে। ইতোপূর্বে যাকেই দোকানে রেখেছি, সে-ই মেরে-কেটে ভেগেছে। সততার একবিন্দু কারো মধ্যে পাওয়া যায়নি। ফাঁকিবাজের হাড্ডি সবাই। তোমার সততা আর কাজের প্রতি আগ্রহের কথা শুনে তোমার চাচী জব্বর খুশি। বলে, এমন সৎভাবে কাজ করে যে ছেলে তার মাইনেপত্র বাড়াতে না পারলে-না পারেন। বাড়িতে এনে দুটো খাওয়াতেও তো পারেন সততার দাম দেবেন না কিছুই? www.boighar.com

সাদিকুল হক হেসে বললো-আলহামদুলিল্লাহ। এই মহৎ অন্তরের জন্যে তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবেন। কিন্তু খেতে যাওয়া সম্ভব নয় চাচা। আমাকে এ অনুরোধ করবেন না।

বেপারী সাহেব সেদিন আর কিছু বললেন না। কিন্তু হালও তিনি ছাড়লেন না। কয়দিন পরেই আবার বললেন–তা বাপু, দৈনিক যেতে না পারো, মাঝে মধ্যে দু'একবার তো যেতে পারো? তোমার সালাম পেয়ে তোমার চাচীকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। আমাকে এখন রীতিমতো তাড়া করতে শুরু করেছে। একেবারেই না যাওয়াটা খুবই খারাপ দেখায়। কাজ করবে আমার এখানে অথচ আমার বাড়িতে দু'একদিনও যাবে না, খাবে না, এটা তো ভদ্রতা নয় বাপু?

খুবই সঙ্গত কথা। বেপারী সাহেবের হাত এড়াতে না পেরে সাদিকুল হক একে একে দু'দুবার তাঁর বাড়িতে গেল আর খাওয়া দাওয়া করে এলো। তৃতীয়বার গিয়েই তার ঘুরে গেল মাথা। বেপারী সাহেব আগেই এসেছিলেন। সাদিকুল হক এলো একটু পরে।

আধাপাকা একতলা এক বাড়ি। তিনদিকে তিন ঘর আর একদিকে প্রাচীর। দুইখানা ঘরের দেয়াল মেঝে পাকা, চালাগুলো টিনের। দক্ষিণ দুয়ারী ঘরটা আগাগোড়াই পাকা এবং একটু পুরানো। হয়তো বেপারী সাহেবের বাপের আমলে তৈরি। এই ঘরটা বেশ বড়। মাঝে পার্টিশান দিয়ে দুই অংশে ভাগ করা। পূবের অংশটা ছোট আর এ অংশকে দহলীজ, অর্থাৎ ড্রইংরুম হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ড্রইংরুমের দরজা খোলা ছিল ভেতরে কেউ ছিল না। সাদিকুল হক এসে ড্রইংরুমে চুপচাপ বসে রইলো। ইতোমধ্যেই পাশের কক্ষে শুরু হলো আলাপ। বেপারী গিন্নী বেপারীকে অভিযোগ করে বললেন– সেকি! আপনি দেখলাম একা

এলেন। এতকরে বলে দিলাম, একটু খাওয়ার আয়োজন করছি, ছেলেটাকে আজ আনবেন। তবু তাকে আনলেন না?

বেপারী সাহেব হেসে বললেন–আসছে আসছে। আমি একটু আগেই বেরিয়ে পড়লাম। সাদিকুল হকও আসছে। দোকানপাট বন্ধ করে আসছে তো তাই একটু দেরী হচ্ছে।

বেপারী গিন্নী খুশি হয়ে বললেন–আসছে? আহা, কি চমৎকার ছেলেগো! কি সুন্দর তার আদব আচরণ? এমন ছেলে আর হয় না।

ঃ শুধুই কি আদব-আচরণ? মনটাও পরিষ্কার। হাজার টাকা ফেলে রাখলেও একটা পয়সা হাত দিয়ে ছোঁয় না। কাজের প্রতিও তার কোন গাফিলতি নেই। মনপ্রাণ দিয়ে খাটে। যেন তার নিজের দোকান।

সেই কথাই তো বলছি। ওদিকে ফের চেহারাখানাও দেখুন। কে বলবে, কোন রাজপুত্র বা নবাবপুত্র নয়? অযত্নে অতদবিরে থাকে বলেই নজরে পড়ে না সবার। আমি তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। আহা, কি গায়ের রং আর কি মুখের গড়ন! ধবধবে ফর্সা মুখে ঐ ঘনকালো কচি দাড়ি মুখটাকে আরো দেখার মতো করেছে। বিলকুল নূরানী চেহারা!

ঃ তা যা বলেছো! এর উপর আবার হিসেব-নিকেশে যে রকম পাকা আর যা জ্ঞানবুদ্ধি, তাতে মনে হয় লেখাপড়াও ভালোই জানে।

ঃ খুব ভালো-খুব ভালো। এই জন্যেই আমি একটা কথা ক'দিন থেকেই ভাবছি। আপনাকে বলবো বলবো করে বলার সাহস পাচ্ছিনে? ছেলেটাকে আমরা রেখে দিলে কেমন হয়? কোন ছেলে নেই আমাদের। থাকলে কি আপনাকে এই বয়সে এভাবে দৈনিক দোকানে বসতে হতো? সে-ই সব সামলাতো। আপনার অভাবে দোকানটাতো সামলানোর লোক চাই? তাই ভাবছিলাম–

বেপারী সাহেব হাসিমুখে বললেন-বলো–

বেপারী গিন্নী একটু থেমে বললেন–লাইলীর বয়স হয়েছে। আর ঘরে রাখা যাবে না। অল্পদিনের মধ্যেই শাদী দিতে হবে। লাইলী আমাদের একটি মাত্র সন্তান। শাদী দিয়ে তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলে বাড়িটাও যেমন ঢনঢন করবে, তেমনি আমাদের দোকানটা সামলানো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করারও আর কোন পথ থাকবে না। তাই ভাবছিলাম, ছেলেটাকে আমরাই রেখে দিই।

বেপারী সাহেব সায় দিয়ে বললেন–হ্যাঁ। সে কথাতো আমিও ভাবছি বেশ কিছুদিন ধরেই। কিন্তু ছেলেটাকে সে কথা বলতে পারছিনে দুইটে কারণে। একদিকে মেয়েটা আমাদের কালো আর হুঁশে খুবই কম। আধ্‌পাগলী। পড়াশুনা তাই হলো না। অন্যদিকে আবার ঐ ছেলেটা ভীষণ স্বাধীনচেতা। এ অবস্থায় সে ঘরজামাই থাকতে রাজী হবে কি না, তা বলা খুবই মুশকিল।

ঃ হবে হবে। কথাটা একবার তুলেই দেখুন না। যখন জানবে, লাইলীকে শাদী করলে এই বাড়িঘর আর ঐ গামছার দোকান সবই তার হবে, তখন রাজী না হয়ে

যাবে না। তিনকুলে কেউ নেই, বাড়িঘরও নাকি কিছু নেই। ভেসে বেড়াবে কতদিন? সবাই তো জীবনে একটা স্থায়ী আস্তানা চায়!

বেপারী সাহেব চিন্তিতকণ্ঠে বললেন–হ্যাঁ, সে কথা অবশ্য ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারলে হয়তো রাজী হতেও পারে।

ঃ সেই চেষ্টাই সময় থাকতে করুন না? নিজে বলতে না পারেন, কাউকে দিয়ে বলান। এমন একটা তোফা ছেলে হঠাৎ আবার কার নজরে পড়ে যায়, কে জানে!

ঃ তা ছেলেটা কি লাইলীকে দেখেছে?

ঃ দেখেছে-দেখেছে, ভালো করেই দেখেছে। খাওয়ার সময় লবণটা, পানিটা ধরিয়ে দিয়ে ছেলেটার সামনে তাকে আমি কয়েকবারই পাঠিয়েছি। কালো হলে কি হবে, লাইলীর মুখের কাটিংটা তো ফেলনা নয়। ছেলেটাও চেয়ে চেয়ে দেখেছে।

ঃ মা'শা আল্লাহ। তা লাইলী তার সাথে কোন কথাবার্তা বলেনি?

ঃ কি যে বলেন! সাতচড়ে যার মুখ থেকে 'রা' শব্দটি বেরোয় না, সে মেয়ে কথা বলবে অন্যের সাথে? সে রকম চালু হলে তো মেয়েটাকে নিয়ে এত সমস্যাই হতো না। আস্ত একটা কলাগাছ হুঁশে এত খাটো যে, পাগলেও পছন্দ করে না, ছাগলেও চেয়ে দেখে না। এর যে ভবিষ্যৎ কি–

নিঃশ্বাস ফেললেন বেপারী গিন্নী। পরে আবার বললেন– একটাই ভরসা যে, সেরেফ মুখটা দেখলে ভালো লাগবে অনেকেরই। ছেলেটারও লেগেছে বলেই মনে হলো।

ঃ ঠিক আছে। কথাটা তাহলে আমি শিগগিরই তুলি। আমাদের বড় পাইকার রহিমুদ্দীন মিয়া মুরুব্বী লোক। বুদ্ধিমান মানুষ। তাকে দিয়েই প্রস্তাবটা দেওয়াই।

ড্রইংরুমে বসে সাদিকুল হক তাদের তামাম কথা শুনলো।

আড়িপেতে শুনাটা ঠিক নয় জেনেও, এঁদের মনোভাবটা বুঝে ওঠার তাকিদেই সে চুপ থেকে শুনতে বাধ্য হলো। আওয়াজ দিয়ে এঁদের আলোচনায় ব্যাঘাত পয়দা করলো না। সব কথা শুনার পর সে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল নীরবে।

পরের দিনই রহিমুদ্দীন মিয়া মাল কিনতে এলেন। কেনাকাটা শেষে সাদিকুল হককে নিয়ে তিনি এক ফাঁকে বসলেন। এরপর এমন চটকদার ভাবে কথাটা পাড়লেন যেন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মতো এত বড় আহম্মকী এ বিশ্বে আর কেউ কোনদিন করেনি। সবশেষে বললেন- আল্লাহ যারে দেয় এমনি করেই তারে ছাপ্পড় ফেড়ে দেয়।

বিলকুল রাজ্য আর রাজকন্যা। এমন নসীব দশ লাখে একজনেরও হয় না।

ফের সেই রাজ্য আর রাজকন্যা! সুতরাং এ শহরের ভাত উঠলো সাদিকুল হকের। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ঐ দোকানে আর চাকরি করা সম্ভব নয়। ছোট শহর এটা। তাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ানোটা বড়ই দৃষ্টিকটু হবে।

সবদিক চিন্তা করে তারপরের দিন সকালেই বেরিয়ে পড়লো সাদিকুল হক। লক্ষ্য তার বড় শহর। ঢাকার মতো না হলেও একটা বিভাগীয় শহর চাই।

বইঘর.কম ও রোকন
চেনাজানাদের নজর থেকে দূরে থাকা চাই। নিজের বিভাগ পড়ে আছে অনেক অনেক পেছনে। বিভাগীয় শহর বরিশাল অনেকটা নিকটে। সাদিকুল হক বেরিয়ে পড়লো বরিশালকে লক্ষ্যে রেখেই।

০০০ ০০০ ০০০

"আমায় ভুইলো না য্যান ওগো প্রাণেশ্বরী,
আমার কথা মনে হইলে প্রিয়ে গো॥
যাইও বরিশাল কাচারী।
আমায় ভুইলো না য্যান ওগো প্রাণেশ্বরী॥"

গুনাই যাত্রার গান। গুনাই বিবির পালা। ছোটকালে শোনা। হেসে ফেললো সাদিকুল হক। ছুটে চলেছে বাস। বাসের লক্ষ্য সামনের গঞ্জ। তার লক্ষ্য বরিশাল। বাসে বসে সাদিকুল হক দুলছে। তার মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে একটার পর একটা গুনাই বিবির গানের কলি। গুনগুন করে গাইলোও সে দু'একবার। এরপরেই হেসে উঠলো আপন মনে। সে গুনাই বিবির স্বামী তোতা মিয়াও নয়, তোতা মিয়ার মতো খুনের আসামীও নয় সে। বরিশালের কাচারীর সাথে কোন সম্পর্কই নেই তার। বরিশালে সে যাচ্ছে আপন খেয়ালে। অবশ্য, ফেরারী আসামীবোধে পুলিশ যদি তাকে পাকড়াও করে কখনো, তাহলে সে সম্পর্কটা হতেও পারে নির্ঘাত।

সাদিকুল হক মনে মনে কিছুক্ষণ হাসলো। অতঃপর ধীরে ধীরে নীরব হয় গেল আবার। ধীরে ধীরে নানা কথা মনে আসতে লাগলো তার। নানা কথা মাথার মধ্যে কিলবিল করতে লাগলো। মায়ের কথা, বাড়ির কথা, খান সাহেবের কথা, মরিয়মের কথা এবং সবশেষে ইয়াদ আলী ও বেপারীদের কথা। একটার পর একটা, এসব কথা মনে আসায় ভারী হয়ে উঠলো তার মন। উদাস হয়ে ভাবতে লাগলো, কেনই বা সে পাস করে বেরুলো আর কোন্ পাপে জীবনটা তার পাল্টে গেল এভাবে? এখন ভালো লাগে না কিছুই। সাধ জাগে না কোন কিছুরই। কোন বড় দায়িত্ব ঘাড়ে নেয়ার সাহসটাও সে হারিয়ে ফেলেছে বিলকুল। যেমন-তেমনভাবে দিন কাটাতে গেলেও পদে পদে বিপত্তি। কি যে সমস্যা!

পরক্ষণেই শক্ত হলো সাদিকুল হক। জীবনটাই তো সমস্যায় ভরা। জড় পদার্থের মতো নিষ্কণ্টক নয়। ছোট-বড় সবার জীবনই নানা সমস্যায় আক্রান্ত। যে খেয়ে থাকে তার সমস্যা আহার্য আহরণের।

যে না খেয়ে থাকে, তার সমস্যা পেটের। যে কোটিপতি, কোটি সমস্যা মাথায় তার। যে গরীব, তার সমস্যা অনটনের। নিরঙ্কুশ সুখী বলতে কেউ নেই এ দুনিয়ায়। অবস্থা যেখানে এই, সেখানে কোটি চিন্তা মাথায় যার নেই, তুলনামূলকভাবে সে-ই বেশি সুখী। কোটিপতির চেয়ে যে দিন আনে দিন খায়, তার ঝামেলা অনেক কম। রাজপ্রাসাদের বদলে যে গাছতলায় ঘুমায়, আরো বেশি

সুখী সে। হক মওলা! তার এই জীবনই এ জগতে ঢের ঢের সুখের! এইভাবে আত্মতৃপ্তি সঞ্চয় করলো সাদিকুল হক। বরিশালগামী ডাইরেক্ট সড়ক অন্যদিক দিয়ে গেছে। অনেক দূর দিয়ে, অনেক ঘুরে বেঁকে। খরচও অনেক বেশি। এখান থেকে বরিশাল যাওয়ার সহজ ও বিকল্প পথ প্রথমে বাস, তারপরে লঞ্চ। লঞ্চের পর স্কুটার-টেম্পোযোগে এক জেলা শহর আর সেখান থেকেই বরিশালের ডাইরেক্ট বাস। সময় একটু বেশি লাগে, কিন্তু খরচ অনেক কম।

টেম্পো থেকে নামার পর সামনে বাধলো নদী। টেম্পোওয়ালা সাদিকুল হককে বললো-খেয়া নায়ে পার হয়ে ওপাড়ে যান। ওপাড়েও টেম্পো পাবেন। ঐ টেম্পোই আপনাকে সামনের শহরে নিয়ে যাবে। শহর থেকে ডাইরেক্ট বাস বরিশালের।

"ম্যান প্রোপোজেজ, গড ডিসপোজেজ" মানুষ ভাবে এক, আল্লাহ ঘটায় আর এক। টেম্পো থেকে নেমে সাদিকুল হক নদীর ঘাটে চলে এলো। খেয়া তখন ওপারে। খেয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। নদীটা বড় নয়, ছোট। কিন্তু গভীর ও খরস্রোতা। শহরের একেবারেই মফস্বল দিক এটা। তাই লোক চলাচল কম। স্বল্প পরিসর খেয়া নায়েই চলে যায়। www.boighar.com

ফিরে এলো খেয়াতরী। ভদ্রশূদ্র যে কয়জন চড়নদার এপাড়ে জমায়েত হয়েছিল, সে কয়জনের অনায়াসেই ঠাঁই হওয়ার কথা। হলোও তাই। সকলের ওঠা শেষ হলে ঘাটমাঝি নাও ছাড়তে গেল। ঠিক এই মুহূর্তেই ঘটে গেল বিপর্যয়। অকস্মাৎ কোথা থেকে মাস্তানী করে এসে একপাল রাজনৈতিক পান্ডা হাজির হলো ঘাটে। বিশ-পঁচিশজন বলিষ্ঠ পেশীশক্তি।

দু'চারজন ছাড়া সবাইকে এ ক্ষেপে নায়ে নেয়া যাবে না বলে মাঝির শত অনুরোধ সত্ত্বেও দশ বারোজন এক সাথে লাফিয়ে উঠলো নায়ে। অন্যদেরও উঠতে উদ্যত দেখেই আতঙ্কিত মাঝি তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলো নৌকা। এর উপর আর দু'তিনজন উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটা তলিয়ে যাবে দেখে, নৌকা ছাড়া ব্যতীত আর কোন পথ রইলো না মাঝির। এতে করে, কিছু কিছু আতঙ্কিত যাত্রী নৌকা থেকে নেমে যেতে চেয়েও নেমে যেতে পারলো না।

নৌকার অবস্থা তখন অতিশয় সঙ্গীন। কানায় কানায় পানি। মাঝি খুব সাবধানে নাও-চালাতে লাগলো আর "একটুও নড়াচড়া কেউ করবেন না" বলে সবাইকে বার বার হুঁশিয়ার করে দিতে লাগলো। কিন্তু কে শোনে কার কথা। রাজনীতির ঐ বেপরোয়া পাণ্ডারা তার হুঁশিয়ারিতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে তাদের লম্পঝম্পের মহড়া সমানে চালাতে লাগলো নৌকার উপর। তবু হয়তো সইতো। কিন্তু নৌকা যখন মাঝ দরিয়ায়, পাণ্ডারা ঠিক সেই মুহূর্তে উল্লাস আত্মস্থ করতে না পেরে, একদল আহ্লাদে গড়িয়ে পড়লো আর একদলের উপর। আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গেই একদিকে কাত হলো নৌকা আর সশব্দে তলিয়ে গেল মাঝ নদীতে।

ভাগ্যিস সাঁতার জানতো সবাই। সাঁতরিয়ে সবাই এপাড়-ওপাড় যে যেদিকে, পারলো, উঠে পড়তে লাগলো। সাইড ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে সাঁতরাতে লাগলো

বইঘর.কম ও রোকন

সাদিকুল হকও। অপর পাড়ের দিকে কিছুটা এগিয়ে আসার পর হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো, ঘটনাস্থল থেকে খানিকটা ভাটিতে কার যেন দুটি হাত অল্প একটু আকাশের দিকে উঠেই আবার তলিয়ে গেল। একটু পরেই আবার। সাদিকুল হক বুঝতে পারলো, কোন ফাঁকে একটা লোক ভেসে গেছে ওদিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভাটির দিকে সাঁতার দিলো সে। প্রাণপণে সাঁতরিয়ে গিয়ে খুঁজতে লাগলো লোকটাকে। নিকটেই এবার একটুখানি জেগে উঠলো কয়েকটা আঙ্গুল। দেখামাত্রই সাদিকুল হক ধরে ফেললো লোকটাকে। সাইড্ ব্যাগের ফিতেটা গলার মধ্যে গলিয়ে দিয়ে দুই হাতে লোকটাকে জাগিয়ে ধরলো উপরের দিকে। অতঃপর লোকটিসহ পুনঃ পুনঃ ডুবতে ডুবতে আর পুনঃ পুনঃ জাগতে জাগতে সাদিকুল হক চলে এলো নদীর অপর পাড়ে। পায়ে মাটি পেতেই সে লোকটার মুখ মাথা তুলে ধরলো উপরে। কিন্তু লোকটা তখন সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন। জীবিত না মৃত তা বুঝে ওঠার বাইরে।

দ্রুতবেগে লোকটাকে ডাঙ্গায় টেনে তুললো সাদিকুল হক। লোকটার পেট তখন ঢোল। পেটভর্তি পানি। চিৎ করে শোয়ায়ে লোকটার পেটের উপর পরপর কয়েকটা চাপ দিল সে। চাপ পড়তেই নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে গেল পানি। এরপর একবার শোয়াতে আর একবার তুলে বসাতে লাগলে ফস করে নিঃশ্বাস ফেললো লোকটা আর নড়তে লাগলো একটু একটু।

সাদিকুল হক হাঁফ ছাড়লো এতক্ষণে। খেয়াঘাট দূরে নয়। নদীর এপাড়-ওপাড় দুই দিকেই খেয়াঘাটের উপর ছোট-বড় বেশ কিছু দোকানপাট। বাজারের মতো জায়গা। লোকজন থাকে সব সময়। এদিকে এতক্ষণ খেয়াল করেনি কেউ। খেয়াল করেই ছুটে এলো অনেক লোক। বুকের সাথে হেলান দিয়ে বসিয়ে রেখে সাদিকুল হক এক্ষণে রুমাল চিপে চিপে লোকটার চোখ-মুখ ও মাথার পানি মুছে দিচ্ছিল। লোকটা বসে বসে মৃদু মৃদু ধুঁকছিল। লোকজন এসে জড়ো হতেই তাদের মধ্যে থেকে দুই তিনজন চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো—ওরে এইতো আমাদের হুজুর! আমাদের হুজুর এইখানে! একি অবস্থা! হায়-হায়!

হুজুর! এতক্ষণে লোকটার দিকে খেয়াল করলো সাদিকুল হক। দেখলো, পরণে তাঁর উঁচুমানের পায়জামা ও পাঞ্জাবী। মূল্যবান হাতঘড়ি হাতে। দুই পায়ে দামী মোজা, এক পায়ে একটা চকচকে পাম্প সু। অন্য পা খালি। মাথার চুল সবই প্রায় পাকা। ধবধবে উজ্জ্বল চেহারা। ক্লীন শেভ্ড মুখ।

ইতোমধ্যে আরো লোক জুটে গেল। শুরু হলো নানাভাবে পরিচর্যা। কেউ ছুটে গিয়ে ঘাট থেকে কিছু শুকনো জামা কাপড় নিয়ে এলো। কেউ আনলো গরম দুধ, কেউ আনলো পাটি, ছোটখাটো একজন ডাক্তারও কেউ নিয়ে এলো ঘাট থেকে।

ভিজে পোশাক পাল্টিয়ে পাটিতে বসানো হলো হুজুরকে। দুধ-ওষুধ খাওয়ানো হলো। রৌদ্র ঝলমল দিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রলোক সতেজ হয়ে উঠলেন। জ্ঞানটা ফিরে এলো পুরোপুরি। সুস্থ হওয়ার পর কিভাবে তিনি বাঁচলেন তা জানতে

বইঘর.কম ও রোকন
চাইলেন। কয়েকজন সাদিকুল হককে দেখিয়ে দিয়ে বললো- এই যে এই লোক, মানে এই ছেলে আপনাকে বাঁচিয়েছে। আপনি ডুবে গিয়েছিলেন, এই ছেলে আপনাকে তুলে এনেছে।

ভদ্রলোক আবেগভরে বললেন- কিভাবে কিভাবে? এই, শোনো– সাদিকুল হককে ভদ্রলোক হাত ইশারায় ডাকলেন। একখানা আধময়লা লুঙ্গি ও গামছা সাদিকুল হককে কে একজন এনে দিয়েছিল। লুঙ্গি পরে গামছা গায়ে একপাশে দাঁড়িয়ে সে তার সম্পদ সামলাচ্ছিল। সম্পদ বলতে, সাইড্ ব্যাগে ভরে আনা পরণের জামা কাপড়, পলিথিন প্যাকেটে বাঁধা সার্টিফিকেটের বান্ডিল ও কয়েকখানা বই। সার্টিফিকেটগুলো একটা কাগজের খামে পুরা ছিল এবং সে খামটা ফের একটা পুরু পলিথিন খামে ভরে মুখটা শক্ত করে বাঁধা ছিল। ফলে, সার্টিফিকেটের খামটা অক্ষতই ছিল, পলিথিনের খাম ভেদ করে পানি সেখানে ঢুকেনি। কিন্তু কাপড় জামা, বই সবই ভিজে জবজবে। ব্যাগ থেকে বের করে সাদিকুল হক সেগুলো রোদে দিয়েছিল আর একপাশে দাঁড়িয়ে সেগুলো আগলাচ্ছিল। ভদ্রলোকের ইশারায় সাদিকুল কাছে এলো। ভদ্রলোক কম্পিতকণ্ঠে বললেন–কিভাবে আমাকে বাঁচালে, বলোতো শুনি?

সংক্ষেপে হলেও সাদিকুল হক আগাগোড়া তামাম কথা বর্ণনা করে শুনালো। আবেগে আপ্লুত হয়ে ভদ্রলোক তাকে কাছে টেনে নিলেন এবং পাশে বসিয়ে পরম স্নেহে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন।

বিরাট এক মানুষ এই ভদ্রলোক। শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী তিনি। নাম- এ.এইচ.চৌধুরী। অর্থাৎ মোজাফফর হোসেন চৌধুরী। মস্তবড় এক জমিদারের সন্তান। জমিদারী এক্ষণে না থাকলেও অনেক ভূসম্পত্তি ও ধন সম্পদ এখনও আছে। পেশায় তিনি একজন রিটায়ার্ড জজ।

এ পাড়ে গাড়ি রেখে জজ সাহেব ওপাড়ে গিয়েছিলেন ভূসম্পতিঘটিত কি এক জরুরী কাজে। ঘাটের উপরই কাজ আর অতি অল্পক্ষণের ব্যাপার। তাই ড্রাইভার - চাকর সবাইকে এ পাড়েই রেখেছিলেন। মাছ-তরকারী টাটকা পাওয়া যায় এখানে। চাকরেরা সেই সন্ধানে ছিল।

জজ সাহেব ছিলেন সাঁতারে অপটু। ফিরে আসার সময় পাওারা নৌকাতে উঠে পড়লে তিনি তড়িঘড়ি নৌকা থেকে নেমে যেতে চাইলেন। কিন্তু নায়ের মাঝি সেই সময় নাও ভাসিয়ে দেয়ায় নামতে আর পারলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবলই কাঁপতে লাগলেন। তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল পাতলা ও মূল্যবান এক চাদর, হাতে ছিল লাঠি। নৌকাটা ডুবে যেতেই লাঠি-চাদরে জড়িয়ে তিনি পড়ে গেলেন নৌকার একদম তলে আর সেখান থেকে বেরুতেই তাঁর দম প্রায় শেষ হয়ে গেল। খরস্রোতে সেখান থেকে দূরে সরে আসায় কয়েকবার তিনি ভেসে উঠলেন উপরে। লাঠি-চাদর যদিও বা ভেসে গেল স্রোতে, তবু সাঁতরিয়ে কূলে আসার সাধ্য তাঁর আর ছিল না। বেধড়ক পানি খাওয়ার সাথে হাত দুটো বার কয়েক উপরে তুলে ক্রমেই তলিয়ে যেতে লাগলেন। এই মুহূর্তে তাঁকে তুলে ধরলো সাদিকুল হক।

গড়িয়ে গেল বেলা। জজ সাহেব অনেকটা সবল হয়ে উঠলেন। চাকরদের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এবার তার ঘরে ফেরার পালা। উঠে দাঁড়িয়ে সাদিকুল হককে প্রশ্ন করলেন–তোমার নাম কি বাপজান?

সাদিকুল হক নাম বললে ফের তিনি প্রশ্ন করলেন–কোথায় যাবে তুমি?

সাদিকুল হক বললো-আপাতত এই শহরে। আজকের রাতটা সেখানে থেকে আগামীকাল বরিশাল যাবো।

ঃ আচ্ছা। তা এই শহরে গিয়ে কোথায় উঠবে?

ঃ নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। আপাতত কোন একটা হোটেলে গিয়ে উঠবো।

জজ সাহেব সবিস্ময়ে বললেন–হোটেলে? কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি নেই?

ঃ জীনা। আগে আমি এ শহরে আসিওনি কখনো। দেখে শুনে একটা হোটেলে–

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন– না না, সে কি কথা? এ অবস্থায় হোটেলে গিয়ে উঠবে কেন? তাহলে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলো। দু'একদিন আরাম-বিরাম নিয়ে তারপর বরিশাল যাও, যেখানে যাও যেয়ো।

ঃ কিন্তু

ঃ কিন্তুর ফাঁক কোথায়? কাপড়চোপড় সব ভিজে আর নোংরা হয়ে গেছে। এই অবস্থায় তোমার কি হোটেলে যাওয়া চলে, না তা যেতে দিতে পারি আমি? কোন নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে যদি যেতে, সে কথা আলাদা ছিল।

কথাটা অযৌক্তিক নয়। সাদিকুল হক তবু ইতস্ততঃ করে বললো–না না, সেটা কেমন হয়? আপনারা যান, আমি বরং–

মৃদু ধমক দিয়ে জজ সাহেব বললেন–থামো! আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করছো কেন? প্রাণ বাঁচিয়েছো তুমি আমার। এইভাবে কি তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি? তোমার প্রতি কি আমার কোন কর্তব্যই নেই? চলো চলো–

জোর খাটালেন জজ সাহেব। অগত্যা রাজী হয়ে সাদিকুল হক তাঁদের সাথে গাড়ির কাছে চলে এলো। গাড়ি ছাড়ার আগে উপস্থিত লোকজনদের উদ্দেশ্য করে চাকরেরা বললো–আপনারা কোন চিন্তা করবেন না। আপনাদের কাপড়চোপড় শিগগিরই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অতঃপর ছেড়ে দিল গাড়ি। অল্পক্ষণেই গাড়ি এসে বাড়িতে পৌঁছলো।

বাড়ি তো নয়, আস্ত একটা প্রাসাদ। বিশাল তার আয়তন। চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভেতরে মস্তবড় লন। ফুল বাগিচা, বসার জায়গা খেলার স্থান। একপাশে কারশেড ও চাকরবাকরদের ঘর। মাঝখানে তিনতলা বিশাল এক অট্টালিকা। প্রতিটি তলার তিনদিকে বারান্দা আর বারান্দাগুলো ফুলের টবে ভর্তি। বেলা তখনও ডোবেনি। ফটক পেরিয়ে গাড়ি ভেতরে ঢুকতেই ক্ষিপ্রনজর দিয়ে সাদিকুল হক

দেখে নিলো চারদিক। দেখে তার আক্কেলগুড়ুম! এ আবার কোন্ রাজা-বাদশার পাল্লায় পড়লো সে।

গাড়ি এসে গাড়িবারান্দায় থামতেই জজ সাহেবের চাকরটা ছুটে গেল উপরে আর সবার কাছে পৌঁছে দিল দুর্ঘটনার খবরটা। নিচের তলার সামনের কক্ষই ড্রইংরুম বা বসার ঘর। সাদিকুল হককে নিয়ে জজ সাহেব নেমে এলেন গাড়ি থেকে এবং নেমে এসে নিচতলায় বসার ঘরেই আপাতত বসলেন। একটু পরেই উপর থেকে সশব্দে নেমে এলো ছেলে- মেয়ে, নারী-পুরুষ, দাস-দাসী, অনেক লোক। জজ সাহেবকে ঘিরে সবাই হায় হায় করতে লাগলেন। হাত ইশারায় সবাইকে থামিয়ে দিলেন জজ সাহেব। কোলাহল করতে নিষেধ করলেন। কোলাহল থেমে গেল বটে, কিন্তু শুরু হলো প্রশ্নের পর প্রশ্ন। জজ সাহেব নীরব হয়ে রইলেন। জবাব দিতে লাগলো তাঁর খাস চাকর রফিকুল ইসলাম রফিক। জজ সাহেব কিভাবে বাঁচলেন–এ প্রসঙ্গ এলে সাদিকুল হককে দেখিয়ে দিয়ে রফিক বললো–হুজুর অনেক দূরে ভেসে এসে ডুবেই প্রায় গিয়েছিলেন। মুহূর্তকাল দেরী হলে মারাই যেতেন হুজুর। এই লোকটাও নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছিল। হুজুরকে ডুবতে দেখেই সে প্রাণপণ সাঁতরিয়ে গেল সেখানে। হুজুরকে আঁকড়ে ধরে মরতে মরতে হুজুরকে তুলে আনলো ডাঙ্গায়।

এতক্ষণে সকলের নজর পড়লো একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা সাদিকুল হকের উপর। পরণে এক অতি সাধারণ লুঙ্গি, গায়ে জড়ানো আধময়লা এক গামছা, কোলের উপর কাদামাটিতে লেপটানো কাপড়ের এক সাইড্ব্যাগ। মাথাভর্তি এলোমেলো চুল আর মুখভর্তি অবিন্যস্ত দাড়ি। সেগুলোতে ধুলোবালি কিছুটা লেগেই আছে এখনও। এই সম্ভ্রান্ত ড্রইংরুমে এমন একজন অগ্রাহ্য লোকের অবস্থান অনেকেই হৃষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারলেন না। কিন্তু এই লোকই যেহেতু জজ সাহেবের প্রাণ রক্ষাকারী, তাই কোন মন্তব্যে না গিয়ে নীরবে তাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন সকলে। www.boighar.com

এবার কথা বললেন জজ সাহেব। বাড়ির পুরানো ও প্রধান চাকর আকরাম শেখকে ডেকে বললেন–আকরাম মিয়া, এই ছেলেটাকে এই পাশের কক্ষে নিয়ে যাও আর সেখানে তার থাকার ব্যবস্থা করো। কাপড়-জামা সব ভিজে গেছে, সেগুলো এখনই লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দাও। একসেট পরিষ্কার জামাকাপড় এনে বাথরুমে রাখো। সাবান টাবান ঠিকমতো আছে কি না দেখো। আমি আর খোঁজ নিতে পারবো না। তার খাওয়াদাওয়া আর তয়তদবিরে কোন ত্রুটি হয় না যেন? অতঃপর সাদিকুল হককে বললেন-যাও বাপজান, পাশের কক্ষে চলে যাও। এটাস্ড বাথরুম। গোসল খাওয়া করে বিশ্রাম নেবে, যাও–

আকরাম শেখ সাদিকুল হককে নিয়ে পাশের কক্ষে চলে গেল। জজ সাহেবের কথার উপর কারো কথা বলার সাধ্য নেই এ বাড়িতে। তাই নির্দেশ শুনে সবাই চুপ করে রইলেন। কিন্তু মনে তাঁদের অনেক ক্ষোভ। পাশের কক্ষটি আর একটি

বইঘর.কম ও রোকন

সম্ভ্রান্ত কক্ষ। বিশিষ্ট মেহমানদের থাকার ঘর ওটা, হলোই না হয় প্রাণ রক্ষাকারী, তাই বলে এমন একজন ফালতু লোককে ঐ ঘরেই স্থান দেয়াটা নেহাতই বাড়াবাড়ি। বাইরে তো চাকরবাকরদের অনেক কক্ষ খালি পড়ে আছে। সেখানে কি স্থান দেয়া যেতো না? সেগুলোও পাকা আর পরিচ্ছন্ন ঘর! স্থান সংকুলান না হলে কত্ বিশিষ্টজনও ওসব ঘরে থাকে। ওদিকে আবার থাকতে দিতেই বা হবে কেন? উপকার করেছে, কিছু টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করলেই তো চলতো?

এমন নির্দেশ দিতে দেখে উপস্থিত কেউই তুষ্ট হতে পারলেন না। ক্ষুব্ধমনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন সবাই। এবার তাঁদের লক্ষ্য করে জজ সাহেব বললেন- দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছো সবাই? শরীর আমার এখনও কাঁপছে। আমাকে ধরো আর ধরে উপরে নিয়ে চলো। এই অবস্থায় আমি কি বসে থাকবো সারাক্ষণ? আমাকেও কি পরিষ্কার হতে হবে না?

চমকে উঠলেন সবাই। সম্বিতে ফিরে এসেই পড়িমরি জজ সাহেবকে ধরে তারা উপরে নিয়ে গেলেন।

পরেরদিন দুপুরের আগে সাদিকুল হককে উপরতলায় ডেকে নিলেন জজ সাহেব। তাকে সামনে বসিয়ে বললেন- শরীর আমার এখনো খুব দুর্বল। রাতে গায়ে একটু জ্বরই উঠেছিল। নইলে নিজেই আমি তোমার ঘরে যেতাম। তোমার কথা সকাল থেকেই ভাবছি। বরিশালে গিয়ে কি করবে তুমি? কে আছেন সেখানে তোমার?

সাদিকুল স্মিতকণ্ঠে বললো- জী না, কেউ নেই।

ঃ তাহলে কি কাজে যাচ্ছো?

ঠেকে গেল সাদিকুল হক। ইতস্তত করে বললো-জী না, নির্দিষ্ট কোন কাজ নেই। দেখে-শুনে পরে কাজ একটা যোগাড় করে নেবো।

জজ সাহেব ধাঁধায় পড়ে গেলেন। বললেন- পরে কাজ একটা যোগাড় করে নেবে মানে?

ঃ মানে, থাকতে হলে তো একটা কিছু করে খেতে হবে?

ঃ বরিশালে গিয়ে থাকবে তুমি?

ঃ জী জী। সেই এরাদা নিয়েই বেরিয়েছি।

ঃ বরিশালে গিয়ে থাকবে কেন?

ঃ বড় শহর, কাজ একটা সহজেই পাওয়া যাবে, তাই।

ঃ তোমার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?

ঃ জী না স্যার, কেউ আমার নেই।

ঃ বাড়িঘর?

ঃ না, তাও কিছু নেই।

ঃ তাহলে থাকো কোথায়?

সাদিকুল হক মাথা নিচু করলো। বললো- তা পথে পথেই বলতে পারেন স্যার। ভবঘুরে মানুষ আমি, যখন যেখানে মন চায়, সেখানে গিয়ে থাকি।

ঃ তাজ্জব! তা কি কাজ পাওয়ার আশায় বরিশালে যাচ্ছো? অফিস আদালতে কোন চাকরি-বাকরি?

সাদিকুল হক প্রবলবেগে বাধা দিয়ে বললো- না না, ওসব কিছু নয়। ওসব আমি পারবো না। আমি চাই সাদামাটা কোন কাজ।

ঃ সাদামাটা কাজ! কি কাজ করেছো এর আগে?

ঃ অনেক কিছুই করেছি। এই শেষবারে একটা গামছার দোকানে গামছা বেচতাম।

জজ সাহেবের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। বললেন- গামছা বেচতে?

ঃ জী জী। খুব সহজ কাজ। মালিক সাথে থাকতেন। ফলে কাজ শেষ হলেই দায়িত্ব শেষ। কোন জবাবদিহিতা নেই, দুশ্চিন্তা নেই। একদম ফ্রি।

ঃ বলো কি! গামছা বেচতে দোকানে বসে?

ঃ জী স্যার। এই শেষবারে সেই কাজই করেছি।

ঃ কিন্তু সাথে তোমার কিছু বই পুস্তক দেখেছি। লেখাপড়া জানো নিশ্চয়ই কিছু কিছু?

সাদিকুল হক স্মিতহাস্যে বললো, জী, তা জানি।

ঃ বাংলাটা বুঝি ভালোভাবেই পড়তে পারো?

ঃ জী খুব ভালোভাবেই পড়তে পারি।

ঃ ইংরেজি, মানে বড় বড় হেডিং, বইপত্রের নাম, প্রকাশকের নাম, কারো নাম, ঠিকানা, সাইনবোর্ড এসব পড়তে পারো?

ঃ তা পারবো না কেন? অনায়াসেই পারি।

ঃ অনায়াসেই পারো? কতদূর পর্যন্ত পড়াশুনা করেছো?

আবার ঠেকে গেল সাদিকুল হক। মিথ্যা বলাটা তারপক্ষে সম্ভব নয়। অথচ সে কথাটা প্রকাশ করতেও সে অনিচ্ছুক। সেটা প্রকাশ পেলে সাদামটা কাজ করে নিরিবিলিতে জীবন যাপন অসম্ভব। তাই, কি জবাব দেবে সে, নতমস্তকে কেবলই ভাবতে লাগলো। নতমস্তকে চুপ করে থাকতে দেখে তাকে রেহাই দিলেন জজ সাহেব নিজেই। তিনি বললেন- থাক থাক, এতে শরম পাওয়ার কি আছে। উচ্চশিক্ষার নসীব তো আর সবার হয় না। যা জানো, ঐ তো ঢের। পঁচিশ পারসেন্ট শিক্ষিতের দেশে এই লেখাপড়াই ক'জন জানে! তা বলছিলাম কি, লেখাপড়া জানো যখন, গামছা বেচা, চাদর বেচা এসব কাজ করো কেন? কোন উন্নতমানের কাজ করলেও তো পারো?

ঃ তা তো পারি, কিন্তু হালকা-পাতলা উন্নতমানের কাজ পাচ্ছি আর কোথায়?

ঃ বরিশালে গেলেই তা কি পাবে বলে মনে করো?

ঃ জী না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। চেষ্টা করে দেখি, যদি হলো ভালো, না হলে আর কি করা যাবে। যা হাতের কাছে আসবে তাই করতে হবে।

ঃ ঐ হালকা-পাতলা উন্নতমানের কাজটা যদি অন্য কোথাও পাওয়া যায়, তবুও কি তোমার বরিশাল যাওয়া চাই-ই?

ঃ জী না তা যাবো কেন স্যার? তেমন কাজ যেখানে পাবো সেখানে গিয়েই থাকবো। থাকা-খাওয়াটা চলে গেলেই আর চিন্তা নেই।

ঃ সে কাজটা যদি এখানে পাও?

ঃ এখানে!

সাদিকুল হক চকিতে চোখ তুলে তাকালো। জজ সাহেব বললেন- হ্যাঁ, এখানে। কোন পাঠাগারে কি কাজ করতে চাও? মানে কোন পাবলিক লাইব্রেরিতে।

ঃ লাইব্রেরিতে!

সাদিকুল হক উৎসাহিত হয়ে উঠলো। এমনটি হলে তো সবচেয়ে ভালো হয়। অন্তত সুযোগ থাকে পড়াশুনা করে দিন কেটে যায় তার। একদৃষ্টে চেয়ে রইলো সাদিকুল হক। জজ সাহেব বললেন- হ্যাঁ, লাইব্রেরিতে। একবেলার খুবই হালকা পাতলা কাজ। লইব্রেরিয়ান আছেন, পিওন, দপ্তরী আছে, তোমার কাজ হবে, কেউ কোন বই চাইলে সেল্‌ফ থেকে তা খুঁজে এনে দেয়া। খাতাপত্রের কাজ ফেলে লাইব্রেরিয়ান উঠতে পারেন না সব সময়। দপ্তরী, পিয়ন দ্বারা সব কাজ হয় না। তাই এক্সট্রা লোক প্রয়োজন। বাংলা বই নিয়ে তো কথাই নেই। ইংরেজিও জানো যখন, তোমার তো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ঃ হবে না স্যার, কোন অসুবিধেই হবে না। তবে-

ঃ দায় দায়িত্বও থাকবে না কিছু। কাগজ ও পত্র- পত্রিকা গুছিয়ে তুলে রাখার কাজ দপ্তরী, পিয়নদের। তোমার কাজ শুধু বইগুলো নিয়ে। বইগুলো জায়গামতো তুলে রেখে দিবে। বই কেউ বাড়িতে নিতে চাইলে খাতায় তা ইস্যু করতে হবে আর ফেরত দিতে এলে খাতায় এন্ট্রি করে জায়গামতো রাখতে হবে। পারবে না এসব?

সাদিকুল হক উৎসাহভরে বললো- পারবো স্যার, খুব পারবো। কিন্তু জজ সাহেব ফের বললেন- আগে লাইব্রেরিয়ান সাহেবই এ কাজ করতেন। কিন্তু দিন দিন এখন কাজ এত বেড়ে যাচ্ছে যে, একা তিনি সামাল দিতে পারছেন না। খুব বড় লাইব্রেরি কি না? তার একজন সহকারী দরকার।

ঃ জী জী, তা বুঝলাম, তবে-

ঃ ফের তবে কেন?

ঃ মাত্র একবেলার কাজ স্যার! ও দিয়ে কি পেট চলবে আমার?

হো হো করে হেসে উঠলেন জজ সাহেব। বললেন- পেট চলবে না মানে? যা বেতন ধার্য করা হয়েছে, তাতে ছোটখাট একটা সংসার চলে যাবে। বেলা দুটো থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত কাজ। যে লোক এ কাজ নেবে তার অন্যকিছু করার সুযোগ তো তেমন থাকছে না। সংসার চালানোর জন্যে আগের বেলাটুকুতে সে আর কোন কাজে যাবে বলো? দুটোর আগেই তাকে খেয়ে দেয়ে তৈয়ার হতে হবে। এ কথা বিবেচনা করেই বেতন ধার্য করা হয়েছে।

ঃ বলেন কি স্যার!

ঃ তুমি তো একা মানুষ। খেয়ে-পরে বেচেই যাবে তোমার।

ঃ তাহলে তো খুবই ভালো হয় স্যার। কিন্তু কাজটা কি কর্তৃপক্ষ আমাকে দেবে?

জজ সাহেব ফের হাসলেন। বললেন- কে দেবে? দেবো তো আমি।

সাদিকুল হক সানন্দে বললো- স্যার!

ঃ রিটায়ার করে আসার পর থেকেই আমি ঐ লাইব্রেরির প্রেসিডেন্ট মানে, সভাপতি। গত মিটিংয়েই এই কাজের জন্যে একজন লোক নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে আর সে দায়িত্ব আমার উপরই আছে। মনে মনে তাই আমি একজন যোগ্য লোকের সন্ধান করছি সেই থেকে।

ঃ যোগ্য লোক স্যার, নিঃসন্দেহে আমাকে একজন যোগ্য লোক ভাবতে পারেন। লেখাপড়া যা জানি তাতে অবশ্যই আপনার মুখ রাখতে পারবো স্যার।

জজ সাহেব খোশকণ্ঠে বললেন- পারবে? ফাইন! তা পারলে তো বড়ই আনন্দ হবে আমার।

ঃ পারবো স্যার। সন্দেহ থাকলে, সপ্তাহ দু'য়েকের জন্যে আমাকে কাজে লাগিয়ে দেখুন।

ঃ ভেরিগুড্। তোমার মনোবল দেখে আই এ্যাম রিয়ালি ভেরি গ্ল্যাড্।

ঃ স্যার!

ঃ নিজের প্রাণ বিপন্ন করে যে পরের প্রাণ বাঁচায়, সে একজন ফালতু লোক হবে না- এ ধারণা তখনই আমার হয়েছিল। ঠিক আছে, আজকের দিনটা অপেক্ষা করো। আগামীকালই নিয়োগপত্র দিয়ে দেবো আর আগামীকালই জয়েন করবে তুমি।

ঃ থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই এ্যাম ডিপ্লি গ্রেটফুল টু ইউ।

ঃ আই সি, ইংরেজিটা তো ভালোই জানো দেখছি। তাহলে আর কোন অসুবিধেই হবে না।

ঃ জী না স্যার, আশা করি হবে না। তাহলে আমি এখন উঠি স্যার। আজকের মধ্যে গিয়ে একটা মেস্‌টেস্ খুঁজে নিই। কালকের জয়েন করতে তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকবে না

ঃ এ্যা, কি বললে? মেস্?

ঃ জী স্যার। আমার থাকার জায়গা তো করতে হবে একটা।

ঃ থাকার জায়গা করবে মানে? তুমি আমার এখানে থাকবে।

ঃ আপনার এখানে! তা কি করে হয় স্যার। এই যে একটা উপকার করতে চাচ্ছেন, এইতো ঢের। এর উপর কি আর কিছু আছে?

জজ সাহেব বললেন- জরুর আছে। এটা আমার উপকার করা হলো কি করে? একজনকে তো এ কাজটা দিতেই হতো আমাদের। তোমার এতবড় উপকারের বিনিময়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি করলাম কি?

ঃ আর কিছুই করতে হবে না স্যার। যা করেছেন, এই যথেষ্ট।

ঃ না, যথেষ্ট নয়। একটা প্রাণের দাম শুধু এতটুকু দিয়েই শোধ করা যায় না। যে উপকার করেছো তুমি আমার, বিনিময়ে আমার সম্পত্তিটার অর্ধেকটা তোমাকে দিয়ে দিলেও সে ঋণ শোধ হয় না। তুমি আমার এখানেই থাকবে আর এখানেই খাবে।

ঃ না না, তা হয় না স্যার, এটা খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

ঃ বাড়াবাড়ি তুমিই করছো ইয়ংম্যান। আমাকে কেবলই খাটো করতে চাইছো তুমি।

ঃ স্যার!

ঃ কত অকর্মণ্য ফালতু লোক আমার ঘাড়ে বসে সারাবছর খায়- থাকে আর তোমার মতো এতবড় উপকারী লোক মেসে গিয়ে খাবে, মেসে গিয়ে থাকবে এটা ভাবতে পারছো কি করে?

ঃ তা কথা হলো-

ঃ ভুলে যেও না, আমি একজন বিচারক। মাপে খুব বড়ই। জ্ঞাতসারে কোন অবিচার আমি কখনো করিনি। তোমার বেলাতেই বা তা করবো কেন? ঋণটা আমার কিছুটাও যদি শোধ করতে না পারি, বিবেকের দংশন থেকে রেহাইটা কোথায় আমার?

ঃ স্যার!

ঃ কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তোমার যোগ্যতা-অযোগ্যতার হিসেবে না গিয়েই তোমার ব্যাপারে আগেই আমি অনেক কথা ভেবেছি। এক্ষণে ভাবা আমার শেষ। তুমি আমার এখানেই থাকবে আর খাবে। আমার ফটকের ডানপাশে ছিমছাম একটা ঘর আছে। ছোট হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘর। সাথেই কিচেন আর বাথরুম। বিশেষ এক উদ্দেশ্যে ঘরটা বানিয়েছিলাম। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হয়নি। এখন বাড়তি মেহমান এলে ঐ ঘরে থাকে। তাদের জন্য বিকল্প চিন্তা করা হবে। এখন থেকে তুমি থাকবে ঐ ঘরে।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ফটকের বামপাশেই থাকে দারোয়ান, ড্রাইভার আর অন্যান্য চাকরেরা। প্রয়োজনে সবসময় হাতের কাছেই লোক পাবে। খাবার আমার ঘর থেকেই যাবে। বিশ্বস্ত আকরাম শেখই সে ব্যবস্থা করবে। ব্যস্! কথা শেষ।

ঃ স্যার, বলছিলাম কি- www.boighar.com

ঃ আবার কি কথা?

ঃ কসুর নেবেন না স্যার। কারো উপর বসে থেকে খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। ওটা আমি পারবো না স্যার।

ঃ আই সি!

ঃ ওতে আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করি। মোটেই স্বস্তি পাবো না স্যার।

ঃ আচ্ছা!

ঃ হালাল রুজীর হালাল খানা ছাড়া কিছুই আমার গলা দিয়ে নামে না। মেহমান হিসেবে বা অনুরোধে দু'একদিন চলে। তারপর আর চলে না। স্বস্তির সাথে দিন কাটানোর জন্যেই আমার এই পথে নামা স্যার। নিরিবিলি থাকার জায়গা খুবই আমার পছন্দ। ওতে আপত্তি নেই। কিন্তু খাওয়াটা নয় স্যার। প্লিজ!

নিমেষ কয়েক সাদিকুল হকের মুখের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন জজ সাহেব। এরপর স্বগতোক্তি করলেন- ওয়ান্ডারফুল!

ঃ স্যার।

ঃ তাহলে ঐ মেহমান হিসেবেই আপাতত কিছুদিন খাও। পরে সুবিধেমতো পৃথক ব্যবস্থা করে নিও। নাকি এতেও আপত্তি আছে?

ঃ জী না স্যার- জী না স্যার। ইউ আর রিয়ালী গ্রেট্।

ঃ এন্ড গ্রেট্ ইউ টুউ!

ঃ স্যার!

ঃ যাও, বেলা অনেক হয়ে গেছে। নাওয়া-খাওয়া করে আরাম নাওগে যাও।

বন্ধ হলো সাদিকুল হকের বরিশাল যাওয়া।

দুই

রফিক- এই রফিক, এতক্ষণ এখানে কি ক...

মুখের কথা আটকে গেল মুখে। সাদিকুল হক আজ সকালে পার হয়েছে ফটকের কাছে ঐ বিশেষ ঘরটিতে। সেই ঘরের দুয়ারে এসে সাদিকুল হকের একদম মুখোমুখি হয়ে গেল এক তরুণী আর তার মুখের কথা আটকে গেল মুখে। সাদিকুল হক হকচকিয়ে গেল। এরপর তরুণীটির মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে চোখ আর সে নামিয়ে নিতে পারলো না। নিমেষখানেক চেয়ে থাকার পর স্বগতোক্তি করলো- অপরূপ! অপরূপ!

তরুণীটি রুষ্টকণ্ঠে বললো- হোয়াট! কি অপরূপ?

সাদিকুল হক বললো, জী? মানে, আপনার চেহারা। সত্যিই অপূর্ব। ছবি তুলে রাখার মতো।

ঃ শাট্আপ!

সাদিকুল হক থমকে গিয়ে বললো- এ্যাঁ? আপনি নারাজ হলেন?

ঃ বেয়াদব কাঁহাকার!

ঃ সে কি! বেয়াদবীর কি করলাম? যা সত্যি তাইতো বললাম!

ঃ ইউ স্টপ!

ঃ ও, আপনি বেজায় নাখোশ হয়েছেন। আচ্ছা থাক এসব। বলুন, কি বলছেন?

ঃ রাবিশ! রফিক কোথায়, রফিক? সে তো এখানেই ছিল?

ঃ জী ছিল। এইমাত্র বাইরে গেল, এখনই ফিরে আসবে।

ঃ ফিরে এলেই তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে ভুল যেন না হয়?

ঃ জী আচ্ছা।

ঃ যত্তোসব আনকাল্চারড সঙের আমদানি এই বাড়িতে!

স্বগতোক্তি করতে করতে ঘুরে দাঁড়ালো তরুণী। সাদিকুল হক শশব্যস্তে বললো- ওহো শুনুন শুনুন। আপনি কে? কোথায় পাঠাবো তাকে? আপনাকে তো চিনি না বা দেখিনি?

ঘুরে দাঁড়িয়ে তরুণী ফের রুষ্টকণ্ঠে বললো- ন্যাকামী ? দেখোনি আমাকে?

ঃ জী না।

ঃ জী না? গত পরশু ভিজে চুপসে এ বাড়িতে এলে যখন, তখন তো ঐ ড্রইংরুমে আমিও ছিলাম। তারপরেও তো আরো কতবার তোমার সামনে দিয়েই যাতায়াত করলাম। তবুও দেখোনি?

ঃ জী না। কোন মেয়েছেলের মুখের দিকে আমি অকারণে তাকাইনে।

ঃ সাধুপুরুষ! তা তাকাও না আর চিনোই না যদি, তাহলে এমন ফস্ করে আমার চেহারার প্রশংসা গাইতে বসলে কোন সাহসে?

ঃ সাহস? জী না, কোন ভালো কিছুর প্রশংসা করতে সাহস লাগে না। লাগে সাফ অন্তর। পথ বেয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা সুন্দর ফুল নজরে পড়লে সবাই তা চেয়ে চেয়ে দেখে আর প্রশংসা করে। এখানে সাহস লাগবে কেন? লাগে ভালোর কদর দেয়ার মতো মনটা।

এবার তরুণীটি একটুখানি হক্‌চকিয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো- বটে! আমাকে জ্ঞান দিচ্ছো?

ঃ জী না- জী না। আপনার পরিচয়টা দিন রফিক মিয়া ফিরে এলেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

এইসময় সেখানে এসে হাজির হলো পুরানো চাকর আকরাম শেখ। তাকে দেখেই তরুণীটি ফের উষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো- এই আকরাম মিয়া, কোথায় থাকো তোমরা সব? রফিকটা কোথায় গেল দেখোতো? তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

হুকুম করেই তরুণীটি চলে গেল সেখান থেকে। সাদিকুল হক আকরাম শেখকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো- মেয়েটা কে চাচা?

আকরাম শেখ বললো- চেনো না বুঝি?

উনি জজ সাহেবের মেয়ে। এই বাড়িতে দুর্দান্ত তার দাপট।

সাদিকুল হক উদাস কণ্ঠে বললো- ও।

আকরাম শেখ বললো- খুব চোট্‌পাট করলো নিশ্চয়ই?

ঃ এ্যা? না না- ওসব কিছু নয়।

ঃ নয় বললেই কি শুনছি বাপু। উনার ঐ গরম ভাব দেখেই তা বুঝেছি।

ঃ চাচা।

ঃ এঁরা এই রকমই বাপজান। রাজাগোজা মানুষের একমাত্র মেয়ে। আদরই পেয়েছেন কেবল। শাসন-বাঁধন নেই। এদের রুখে কে?

ঃ তা বটে।

ঃ আমাদের সয়ে গেছে। হুজুর, মানে জজ সাহেব খুবই ভালো মানুষ। তাই এগুলো আমরা গায়ে মাখিনে। আপনিও মাখবেন না।

ঃ উনার নাম কি চাচা?

ঃ বিল্‌কিস আরা বিউটি। বিউটি নামেই উনি সবার কাছে পরিচিত।

ঃ তা নামটা মিথ্যা নয়। মেয়েটা খুবই সুন্দরী।

ঃ তা ঠিক। সেই সাথে মেজাজ আর চালচলনটা সুন্দর হলে-

ঃ চাচা!

ঃ থাক বাপজান, আমরা চাকর। মুনিব পক্ষের সমালোচনা আমাদের করতে নেই। সেটা বেআদবী। তা রফিকটা গেল কোন্‌দিকে?

ঃ 'আসি' বলে একটু আগে বাইরে গেল। কাছে-কোলেই আছে হয়তো।

ঃ দেখি তাহলে খুঁজে। দেরী হলে মেম সাহেব ফের বিগড়ে যাবেন।

পরেরদিনই আবার ফুঁসে উঠলেন মিস্ বিউটি। সাদিকুল হকের ঘর সোজা ফটকের উপর পড়েছিল কয়েক টুকরো ইট। ফটক দিয়ে গাড়ি ঢোকাতে গিয়ে

গাড়টা লাফিয়ে উঠলো কয়েকবার। চড়নদার বিলকিস আরা বিউটি। এতে সে বিরক্ত হলো। তাকে দেখেই জ্বলে উঠলো মিস্ বিউটি। ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বললো- এই রোখো রোখো।

গাড়ি থামতেই গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে এলো বিল্কিস্ আরা। সাদিকুল হকের কাছে এসে বললো-এখানে দাঁড়িয়ে আছো আর এই ইটগুলো দেখেও সরাওনি? এতটাই লেজি?

সাদিকুল হক স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো- আমি খেয়াল করিনি আদৌ।

ঃ হোপলেস্। তোমার ঘরের সামনে আবর্জনা আর খেয়াল করোনি তুমি। সো মাচ্ কেয়ারলেস্। এটা কোন বনমানুষের ডেরা নয়, ভদ্রলোকের বাড়ি। কোন নোংরামী এখানে চলবে না।

ঃ সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু এর জন্যে আমি দায়ী নই। এগুলো কে আনলো বা কিভাবে এলো তা আমি জানিনে আর আমার নজরেও এতক্ষণ পড়েনি। এইমাত্র এদিকে আসছি আমি।

ঃ আগে না পড়ুক। এবার তো নজরে পড়েছে। এখন এগুলো-সরানোর ব্যবস্থা করো। নিজে পারলে ভালো, না হয় চাকর-বাকর ডাকো। এগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিক।

ঃ আমি নিজেই ফেলে দিচ্ছি। এটা এমন কোন কঠিন কাজ নয়।

ঃ গুড্। উচ্চ পরিবেশে থাকতে হলে পরিচ্ছন্নতার দিকে সবসময়ই নজর রাখতে হয়।

আর কোন কথা না বলে ফিরে এলো বিউটি। গাড়িতে চড়ে বসে ড্রাইভারকে বললো চালাও-

ooo ooo ooo

আট দশদিন হলো কাজে যোগ দিয়েছে সাদিকুল হক। এরই মধ্যে লাইব্রেরিয়ান সাহেব কাজে তার এত খুশি হয়েছেন যে, প্রশংসায় তিনি মুখর হয়ে উঠেছেন আর জজ সাহেবের কাছেও সাদিকুল হকের প্রশংসা বার বার গাইতে শুরু করেছেন। জজ সাহেব শুনে নিঃশ্বাস ফেলেছেন তৃপ্তির।

দিন কেটে যাচ্ছে। সর্বমহলে বৃদ্ধি পাচ্ছে সাদিকুল হকের সুখ্যাতি। কাজের, আদবের ও চেহারার সুখ্যাতি। যাদের চোখ আছে, চেহারার দিকটাও তারা চেপে যেতে পারছেন না। নানাভাবে সাদিকুল হকের কদর অনেকের কাছে বাড়লেও বিউটি বিবির কাছে তা একফোঁটাও বাড়েনি। কলেজে পড়া সুন্দরী মেয়ে সে। ডাকসেটে এক জজ সাহেবের কন্যা। এসব অর্ধশিক্ষিত গেঁয়ো লোককে পরোয়া কি তার। অবজ্ঞার মাত্রা তার বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কমেনি একবিন্দুও।

শুক্রবারে বন্ধ থাকে লাইব্রেরি। সপ্তাহে এই একটা দিন সাদিকুল হকের ছুটি। এমনই একটি ছুটির দিনে আছরের নামাজ আদায় করার জন্যে জায়নামাজে দাঁড়াতেই সাদিকুল হক দেখতে পেলো, জনাতিনেক নওজোয়ান হল্লা করে ফটক

বইঘর.কম ও রোকন
দিয়ে জজ সাহেবের বাড়িতে প্রবেশ করছে। কেউ টানছে সিগারেট, কারো মুখে টপ্পা গানের কলি, শিশ্ দিয়ে আঙ্গুলে কেউ দিচ্ছে তাল। পরণে সকলের অতি আধুনিক পোশাক। মাঝে মাঝেই তারা হেসে উঠছে হো হো করে।

ফটক পেরিয়ে আসতেই জায়নামাজে দাঁড়ানো সাদিকুল হকের উপর নজর পড়লো তাদের। তাকে দেখেই আবার হেসে উঠলো তারা। একজন মন্তব্য করলো- যাঃ ব্বাবা! জজ সাহেবের বাড়িতে পীর বাবার ভর!

অন্যজন কপট খেদে বললো- কলি, কলি, ঘোর কলি।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সবার হাসি।

চলে গেল তারা। সাদিকুল হক সবিস্ময়ে এদিক-ওদিক চাইতেই দারোয়ান এসে বললো- এরা সবাই বিউটি আম্মার বন্ধু। এক সাথে কলেজে পড়ে। বিউটি আম্মার সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছে।

সাদিকুল হক বললো- এই রকম বন্ধু? একি সব বন্ধুদের ছিরি?

দারোয়ান ঈষৎ হেসে বললো- এ আর কি, আছেন তো এখানে আরো অনেক দেখতে পাবেন।

এদের আসার আগে থেকেই বিলকিস্ আরা বিউটি ড্রইংরুমে বসে খবরের কাগজ নাড়াচাড়া করছিল। খাসবান্দা রফিকসহ জজ সাহেব গাড়ি নিয়ে বাইরে গেছেন কি এক জরুরি কাজে। বিউটির আজ তাই বাইরে যাওয়া বন্ধ। সাদামাটা পোশাকে সে ড্রইংরুমে বসে খবরের কাগজের হেডিংগুলোতে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় একটুকরা কাগজ হাতে আবু হাফিজ এসে তাকে বললো- আন্টি, নানীজান বললেন, এই ওষুধ ক'টা আজকেই আনতে হবে। তাঁর পিঠের ব্যথা আবার দেখা দিয়েছে। সাঁঝওয়াক্তে এই ওষুধগুলো না খেলে রাতে তিনি ঘুমুতে পারবেন না।

আবু হাফিজ জজ সাহেবের ভাগ্নীর ছেলে। আবু হাফিজের আম্মা অকস্মাৎ মারা যাবার পর সৎমা ঘরে আসায় আবু হাফিজ ছোটকালেই চলে আসে এই বাড়িতে। তার নিজের নানার বাড়িতেও তেমন একটা শান্তি পায়নি সে। এদিকে পুত্র সন্তান না থাকায়। জজ সাহেবও তাকে গ্রহণ করেন সাদরে। এক্ষণে যারপর নেই স্নেহ করেন জজ সাহেব ও জজ গিন্নী। সৎ স্বভাবের জন্যে তাকে স্নেহ আদর করে এ বাড়ির দাস-দাসী সকলেই। মাতৃহারা আবু হাফিজকে লেখাপড়া শিখিয়ে একটা মানুষের মতো মানুষ করে তোলার দিকে দারুণ লক্ষ্য জজ সাহেবের। নিজের নাতী না থাকায় তিনি নাতীর অভাব পূরণ করেছেন এই বোনের নাতীকে দিয়ে। তাই আধিপত্যের দিক দিয়ে এ বাড়িতে বিলকিস্ আরার পাশাপাশি আবু হাফিজের স্থান। বিলকিস্ আরাও আবু হাফিজকে স্নেহ করেন অন্তর দিয়ে। দুইয়ের মধ্যে খুবই মিল। হাসি-ঠাট্টা আলাপ-মস্করা স্বাচ্ছন্দ্যে দুইয়ের মধ্যে চলে। আড়িও চলে সময় সময়। কিন্তু তা একেবারেই ক্ষণিকের। আবু হাফিজ এ বছর ক্লাস টেনে উঠেছে। সে মেধাবী ও বুদ্ধিমান।

বইঘর.কম ও রোকন

কাগজের টুকরো অর্থাৎ প্রেসক্রিপশানটা হাতে নিয়ে বিলকিস আরা বিউটি বললো- এ যে কয়েক রকম ওষুধ! প্রেস্‌ক্রিপশান মিলিয়ে মিলিয়ে কিনতে হবে সবার দ্বারা তো এ কাজ সম্ভব হবে না। গাড়ি নেই, রফিক নেই, কাকে পাঠাই বলতো। তার মধ্যে আজ আবার শুক্রবার। সব দোকান খোলা পাওয়া যাবে না।

আবু হাফিজ বললো- কেউ না পারলে আমি যাবো আন্টি। ওষুধগুলো যে আনতেই হবে সাঁঝের আগে।

www.boighar.com

ঃ তুই যাবি? কিন্তু গাড়িতো নেই। রিকশা নিয়ে যেতে হবে। বড় দোকানে না গেলে এসব ওষুধ পাওয়াও মুশকিল। বড় দোকান সব রানী বাজারে। অনেক দূরে।

ঃ হোক দূরে, রিকশা নিয়েই যাবো।

ঃ তাই যাবি? আচ্ছা, তাহলে এক কাজ কর। ওষুধ তো এখনই লাগছে না, কিছুক্ষণ দেরী কর। গাড়ি যদি ইতোমধ্যেই এসে পড়ে। তাহলে গাড়ি নিয়েই যাস্। না এলে অগত্যা-

মুখের কথা শেষ না হতেই কলরবে ড্রইংরুমে ঢুকে পড়লো মিস্ বিউটির সেই বন্ধুত্রয়। তাদের দেখে মিস্ বিউটি সোল্লাসে বলে উঠলো- আরে আপনারা! আসুন আসুন। একা একা বড্ড লোন্‌লী ফিল্ করছি। এই সময় মিঃ বিজয়, বিপ্লব, বিদ্যুৎ সব বন্ধুকে এক সাথে পাবো, এটা যে আশাও করতে পারিনে।

এরা তিনজই মুসলিম পরিবারের সন্তান। পিতৃদত্ত নাম এদের যা-ই হোক, বিজয়, বিপ্লব, বিদ্যুৎ- এই নামেই এরা তিনজন পরিচিত। বিল্‌কিস আরার কথার জবাবে বিপ্লব মিয়া বললো- সেই জন্যেই তো এলাম। দুই তিনদিন কলেজেও যাননি। আসবো আসবো করে বেশ কিছুদিন আসাও হয়নি আপনার এখানে। তাই তিন বন্ধু বেরিয়ে পড়লাম একসাথে।

হাসতে লাগলো বিপ্লব মিয়া। সে হাসিতে যোগ দিয়ে বিলকিস্ আরা বললো- বেশ করেছেন।

বিলকিস্ আরা অতঃপর আবু হাফিজকে বললো- একটু উপরে যা তো হাফিজ, চট করে নাশতার কথা বলে আয়। নাশতা এখানে পাঠিয়ে দিক।

আবু হাফিজ চলে গেল। বিদ্যুৎ মিয়া বললো- আরে নাশতার কি দরকার। আপনার সঙ্গটাই হাজার নাশতার বাড়া।

এদিকে কান না দিয়ে বিজয় মিয়া বললো- কিন্তু আপনি এভাবে কেন মিস্ বিউটি? বিরোহিনীর মতো বিলকুল সাদামাটা পোশাকে যে? এ করুণ সাজ কেন?

সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব মিয়া কথা ধরে বললো- আরে হোক না বিরোহিনীর বেশ। মিস্ বিউটিকে এই বেশে আরো মারাত্মক দেখাচ্ছে। তোফা লাগছে, মনে হচ্ছে ঠিক যেন বিরোহিনী রাই। মানে কৃষ্ণহারা শ্রী রাধিকা।

বিদ্যুৎ মিয়া সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললো- এক্‌জ্যাক্‌টলি-একজ্যাক্‌টলি। মিস্ বিউটির বিউটি এতে যা খুলেছে না, মনে হচ্ছে ঠিক যেন ধ্যানমগ্ন দেবী।

তোয়াজে পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে বিজয় মিয়া বললো- রাইট রাইট! এমন দেবীর চরণ বক্ষে ধারণ করাতেও অনন্ত সুখ।

কথা কেড়ে বিপ্লব মিয়া বললো- আরে বক্ষে ধারণ করা কি? এ চরণে আত্মাহুতি দিলেও জীবনটা সার্থক। রিয়ালি এ সৌভাগ্য কার যে হবে!

আবু হাফিজ ইতোমধ্যে ফিরে এসেছিল। শুনতে শুনতে সে ফস্ করে প্রশ্ন করলো- আত্মাহুতি মানে কি আঙ্কেল?

বিপ্লব মিয়া বললো- আত্মাহুতি মানে প্রাণ বিসর্জন দেয়া, মৃত্যুবরণ করা।

আবু হাফিজ বললো- সর্বনাশ! আন্টিকে তো তাহলে জেলে যেতে হবে। আন্টির চরণে মৃত্যুবরণ করলে পুলিশ তো আন্টিকে ছেড়ে কথা বলবে না?

বাধা পড়লো বিপ্লব মিয়ার উল্লাসে। খিলখিল করে হেসে উঠে বিল্কিস্ আরা বিউটি বললো- আপনারা কি কেবল আমার বন্দনাই গাইবেন, না বসবেন? বসুন আপনারা দাঁড়িয়ে কেন?

খেয়াল হতেই সকলে সরবে বসে পড়লো। বসতে বসতে বিজয় মিয়া বললো- তা যা বলেছেন মিস্ বিউটি। আপনার বন্দনা হাজার মুখে গাইলেও প্রাণের পিয়াস মেটে না।

মিস্ বিউটি কপট রোষে বললো- ফের?

ঃ আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তা শুনলাম, আপনারা নাকি কোথা থেকে এক আজব মাল ইমপোর্ট করেছেন? মালটা কোথায়? দেখা যাবে কি?

বিল্কিস্ বললো- আজব মাল!

বিদ্যুৎ মিয়া বললো- হ্যাঁ হ্যাঁ, আজব চিড়িয়া। কোন্ এক গেঁয়ো ভূতকে এনে নাকি আপনার এ বাড়িতে ঢুকিয়েছেন? আহার- আবাস ফ্রি করে দিয়েছেন? জংলীটা দেখতে কেমন? বাড়িঘর নোংরা করে ফেলছে না তো?

বিলকিস আরা প্রশ্ন করলো- জংলী মানে! কার কথা বলছেন?

আমার আব্বার প্রাণটা বাঁচিয়েছিল তার কথা?

ঃ আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রাণ বাঁচানো না ছাই। আমরা ওখানে থাকলে অমন প্রাণ বাঁচাতে সবাই আমরা পারতাম॥ না কি বলিসরে বিজয়?

বিজয়, বিদ্যুৎ একসাথে সায় দিয়ে বললো, রাইট রাইট। এ আর এমন কি কঠিন কাজ? এর জন্যেই একজন অশিক্ষিত ক্ষেতমজুরকে আপনারা প্রাসাদে তুলে নিয়েছেন?

বিল্কিস আরা উদাস কণ্ঠে বললো- ওসব আব্বার ব্যাপার! তাঁর খেয়ালের উপর কারো কোন কথা চলে না।

ঃ একটু ডাকুন না তাকে? দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে যাই।

ঃ তা কথা হলো-

বইঘর.কম ও রোকন

বিল্‌কিস্ আরা ইতস্ততঃ করতে লাগলো। বিপ্লব মিয়া চাপ দিয়ে বললো- আরে ঘাবড়াচ্ছেন কেন, আমরা তো তাকে খেয়ে ফেলবো না। আপনাদের আবিষ্কারটা চোখ দিয়ে একটু দেখবো, এই আর কি?

এই সময় আকরাম শেখ এই ঘরে এলো। বিলকিস্ আরা বলল- আকরাম মিয়া, সাদিকুল হক নামের ঐ লোকটাকে একটু আসতে বলো তো? বলো, আমি ডাকছি।

www.boighar.com

'জী আচ্ছা' বলে আকরাম শেখ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একনজর চাইলো এবং এরপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। নাম শুনে বিজয় মিয়া সবিস্ময়ে বললো- কি নাম বললেন? সাদিকুল হক?

বিপ্লব মিয়া অবজ্ঞার সাথে বললো- আরে সাদেকুল্যা সাদেকুল্যা। শহরে এসে হক হয়েছে।

বিদ্যুৎ মিয়া ফোঁড়ন কেটে বললো- হক নয়, তাহলে বলো হগ্ হয়েছে। সশব্দে হেসে উঠলো তিনজনই। এই সময় সাদিকুল হক এসে ড্রইংরুমে ঢুকলো। নামাজ থেকে উঠেই সে এসেছিল। মাথায় টুপি আর মুখে দাড়ি দেখে বিউটির বন্ধুরা অবজ্ঞার হাসি হেসে বললো- এ আবার কোন পদার্থ? একে কে এখানে ডাকলে?

বিউটি বললো- এই তো সেই লোক, যে আমার আব্বাকে নদী থেকে তুলেছিল।

চোখ কপালে তুলে বিপ্লব মিয়া বলল- এ্যা বলেন কি? এই পীর বাবাই সেই লোক?

ঃ পীর বাবা!

ঃ হ্যাঁ, একেই তো দেখে এলাম ফটকের কাছে। একেই আপনারা ঠাঁই দিয়েছেন বাড়িতে?

ঃ আমরা নই আব্বা দিয়েছেন। এখানে কারো কিছু বলার নেই। কারণ, বাড়িটা আব্বার।

বিপ্লব মিয়া নাখোশ কণ্ঠে বললো- আপনার আব্বার এটা মোটেই ঠিক হয়নি। এসব মোল্লা-মৌলভীদের বাড়িতে রাখা মানে নিজেদের ইমেজটা নষ্ট করা।

আবু হাফিজ ফের ফস্ করে বললো- ইমেজ মানে কি আঙ্কেল?

বিপ্লব মিয়া বললো- ইমেজ মানে ভাবমূর্তি। যারা মুক্ত চিন্তার অগ্রসর মানুষ, তারা এদের সংস্পর্শে এলে পিছিয়ে পড়বে। অগ্রসর সমাজ আর তাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখবে না।

ঃ এদের দোষ?

বিদ্যুৎ মিয়া বিরক্তির সাথে বললো- তুমি ছেলে মানুষ। তুমি এসব বুঝবে কি? এই সব মোল্লা-মৌলভী মানে মৌলবাদীরা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে সমাজকে দূষিত করছে। মানুষে মানুষে বিভেদ পয়দা করছে।

মুখ এবার খুলতেই হলো সাদিকুল হককে। বললো আপনারা কি মুসলমান, না অমুসলমান ঘরের ছেলে, সেটা কি একটু দয়া করে বলবেন?

রুষ্টনেত্রে চেয়ে বিদ্যুৎ মিয়া বললো- তাতে তোমার কি দরকার?

সাদিকুল হক নম্রকণ্ঠে বললো- না মানে জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে তাই। যদি দয়া করে একটু বলতেন-

ঃ হ্যাঁ, মুসলমান ঘরেরই, আর সেইটেই আমাদের দুর্ভাগ্য।

সাদিকুল হক বিস্মিত কণ্ঠে বললো- মুসলমান ঘরে জন্ম হওয়াটা দুর্ভাগ্য আপনাদের, কি বলছেন ভাই সাব্‌রা?

ঃ নয়তো কি? সে পরিচয় দেয়া মানেই মৌলবাদীদের দলে পড়া।

ঃ সেটা দোষের কি?

ঃ দোষের নয়? মৌলবাদী পরিচয় দোষের নয়? সবাই যেখানে ছিঃ ছিঃ করে-

ঃ সবাই নয়, কিছু কিছু লোক না বুঝেই করে।

ঃ না বুঝে মানে?

ঃ মৌলবাদী শব্দটার অর্থটা কি জানেন? নিজ ধর্মের মূলনীতি, আদর্শ যারা সঠিকভাবে মেনে চলে, তাদেরই মৌলবাদী বলে। তাই, মৌলবাদী পরিচয় কোন দোষের নয় বরং গৌরবের। সেরেফ এই বাংলাদেশেই নয়, সবদেশেই আর সব ধর্মেই অসংখ্য মৌলবাদী আছেন। নিজ ধর্মের মূলনীতি, আদর্শ সঠিকভাবে মেনে চলার জন্যে তাঁরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা-সম্মান পান। আমাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলামের মৌলিক দিক মেনে চলাটা দোষের হলো কি করে?

ঃ আরে রাখো ওসব সাম্প্রদায়িক কথা। এটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে ইসলামের নীতি আদর্শের জীগির মানেই সাম্প্রদায়িক ফ্যাসাদ পয়দা করা আর মুক্ত জীবনের বিরোধিতা করা।

ঃ মুক্তজীবন কাকে বলছেন? বাধা বন্ধনহীন জীবন, উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে মুক্তজীবন বলছেন? থার্টিফাস্ট নাইট আর-

বিপ্লব মিয়া লাফিয়ে উঠে কথার মাঝেই বললো- আরে থামো। এইটেই তো সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা শুরু করেছো। প্রগতির যুগ এটা। ইসলামের ধুয়া তুলে প্রগতির অন্তরায় হতে চায় যারা, তাদের আর ভাত নেই এ দেশে। এসব আর চলতে দেয়া হবে না।

ঃ তাজ্জব। শতকরা প্রায় নব্বই জন মুসলমানের দেশ এটা। প্রগতির নামে অধঃগতিতে ব্যাঘাত ঘটবে বলে মুসলমানেরা এখানে নিজ ধর্মের নীতি-আদর্শ তুলে ধরতে বা নিজ ধর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না?

ঃ না, পারবে না। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি চলবে না।

ঃ তাহলে যারা অমুসলমান তারাও তো তা পারবে না, না কি বলেন? তাদের ধর্মের নীতি আদর্শ তুলে ধরতে আর তাদের ধর্ম যথাযথ পালন করতে তারাও পারবে না- এই কি আপনার কথা?

ঃ তা পারবে না কেন? এটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে অন্য সব ধর্ম সাড়ম্বরে চলবে। তাতে কেউ ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না।

ঃ চলবে না কেবল ইসলাম। ইসলামে ব্যাঘাত ঘটলে নব্বইভাগ মুসলমানের দেশে সে কথাটা বলাও চলবে না- এইটেই বলতে চাইছেন কি?

ঃ স্যার্টেনলি। সেটা সাম্প্রদায়িকতা।

ঃ সাব্বাস! বলিহারী যাই আর কি?

ঃ তার অর্থ?

ঃ আর অর্থ জেনে কাজ নেই। ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান কোন জাতি অন্য ধর্মকে সাড়ম্বরে চলতে দিয়ে নিজ ধর্মের টুঁটি টিপে ধরে কি না, সেটা আগে খোঁজ নিয়ে দেখুন। অর্থটা তাহলে ভালো করে বুঝতে পারবেন। ধর্ম নিরপেক্ষতার আর এক নাম ধর্মহীনতা। ইসলামে এর বিধান নেই আর ইসলাম প্রগতির অন্তরায়ও নয়। অন্তরায় অধঃগতির।

সক্রোধে টেবিলে একটা চাপড় মেরে বিপ্লব মিয়া বললো-

ইউ স্টপ! কাঠমোল্লা কাঁহাকার। কি বোঝাতে চাচ্ছো আমাদের?

সাদিকুল হক দীপ্তকণ্ঠে বললো- কিছুই বোঝাতে চাইনে। নিজ ধর্মের গলাটিপে ধরে যারা পরধর্মকে মাথায় নিয়ে নাচে, পর ধর্মের নীতি, আদর্শ, কৃষ্টিকালচার অনুযায়ী চলতে গর্ববোধ করে, তাদের আমার কিছুই বুঝাবার বা বলার নেই।

ঃ বটে! এতদুর।

ঃ সে জন্যে আমি আসিওনি। মেম সাহেব আমাকে ডেকেছেন, তাই আমি এসেছি।

বলেই বিল্‌কিস আরা বিউটিকে উদ্দেশ্য করে সাদিকুল হক বললো- বলুন মেম সাহেব, আমাকে তলব দিয়েছেন কেন, তা বলুন!

বিলকিস্ আরা বিউটি তাজ্জব হয়ে এতক্ষণ সাদিকুল হকের তেজদীপ্ত কথাবার্তা শুনছিল। এবার খেয়ালে এসেই থতমত করে বললো- তোমাকে? তোমাকে ডেকেছি মানে- ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ওষুধগুলো এনে দাও। খুব তাড়াতাড়ি।

প্রেসক্রিপশানটা সাদিকুল হকের হাতে দিয়ে ফের বললো- প্রেস্‌ক্রিপশানটা মিলিয়ে মিলিয়ে কিনবে। কাছে-কোলে পাবে না। রানী বাজারে যাও। দেরী হয় না যেন?

ঃ জী না, হবে না।

ঃ কত লাগবে জানিনে। শ' তিনেক নিয়ে যাও। যা বাচে বাচবে। বলেই সে হাফিজকে বললো- হাফিজ ঘর থেকে পার্স্‌টা নিয়ে আয় তো-

হাফিজ দৌড়ের উপর গিয়ে পার্স্ এনে দিলো। মিস্ বিউটি একশো টাকার তিনখানা নোট বের করে সাদিকুল হকের হাতে দিলেন, আর কারো দিকে না তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল সাদিকুল হক।

বইঘর.কম ও রোকন

মিস্ বিউটির বন্ধুত্রয় বসে বসে গোস্বায় ফুঁসছিল। সাদিকুল হক বেরিয়ে গেলে সখেদে বললো- চিড়িয়াটা এভাবে অপমান করলো আমাদের, আপনি তবু একটা কথাও বললেন না?

বিলকিস্ আরা বিউটি আমতা আমতা করে বললো- কি বলবো, বলুন? ওর তো স্বভাবটাই ঐ রকম। কথা বলতে লাগলে কোনদিকে তাকিয়ে বলে না।

ঃ এতবড় বেয়াদব?

ঃ বেয়াদব তো বটেই। আমাকেও কি কথা শুনাতে কম করে কিছু? কিন্তু করার কিছু নেই।

ঃ কিছু নেই মানে? ঘাড় ধরে এখনই ওকে এ বাড়ি থেকে বের করে দিন। পথের জঞ্জাল পথে নেমে যাক।

আবু হাফিজ বললো- তাহলে কি আর রক্ষে আছে আঙ্কেল? ওর ঘাড়ে যে হাত দেবে, নানাজানের হাত তখনই এসে তার ঘাড়ে পড়বে। সে তখন বুঝতে পারবে, কত ধানে কত চাল।

আবু হাফিজ মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। বিদ্যুৎ মিয়া বললো- অর্থাৎ?

বিল্কিস আরা বললো- অবস্থাটা ঐ রকমই। ওর ব্যাপারে আমরা বড়ই অসহায়।

ঃ তাজ্জব ব্যাপার!

এরই মধ্যে নাস্তা চলে এলো। বিউটি বিবির হুকুম তাই তিন জনের জায়গায় নাশতা এলো পাঁচজনের আর ঝি- চাকরেরাই পরিবেশন করে খাওয়ালো। বিলকিস্ আরা বসে রইলো চুপচাপ। নিজে সে কিছুই মুখে দিলো না। তা দেখে বিদ্যুৎ মিয়া বললো- ওহো, আপনাকে তো দিলো না! ঠিক আছে, আমিই আপনাকে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছি।

বলেই সে ট্রে থেকে একটা রেকাবী এনে বিলকিস আরার সামনে ধরলো। বিল্কিস্ আরা তা প্রত্যাখ্যান করে হাসিমুখে বললো- থাক থাক্, নাশতার পাট আগেই আমি চুকিয়েছি। আর কিছু খাওয়ার উপায় নেই।

হতাশ হয়ে ফিরে এলো বিদ্যুৎ মিয়া। থপ্ করে বসে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো- নাঃ! আনন্দটা বিলকুলই মাটি করে দিলেন। কোথায় আপনি পরিবেশন করে আমাদের খাওয়াবেন, আমাদের পাশে বসে নিজে আপনি খাবেন, তা নয় একদম ফাঁকে সরে রইলেন। ঝি-চাকরেরা খাওয়ালে মনে হয় ঠিক যেন হোটেলে বা রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি।

www.boighar.com

আবু হাফিজ বললো- এ বাড়িতে এইটেই নিয়ম আঙ্কেল। আগেও তো দেখেছেন, এ বাড়িতে মেহমানদের ঝি- চাকরেরাই খাওয়ায়। মালিকেরা বড়জোড় পাশে বসে থাকেন। আন্টিতো সাথেই আছেন আপনাদের। আর আফসোস কি?

বিপ্লব মিয়া নারাজ কণ্ঠে বললো- তোমার কথাগুলো ঐ লোকটার মতোই খানিকটা সূচালো ভাগ্নে। গায়ে যেন কেমন ফুটে।

আবু হাফিজ হেসে বললো- সঙ্গদোষ আঙ্কেল। ঐ লোকটা এ বাড়িতে আরো কিছুদিন থাকলে কি যে দশা হবে আমার। হয়তো আপনাদের সমাজ থেকে খারিজ হয়েই যাবো।

ঃ সাবধান, সাবধান। ওর ধারে কাছেও যেও না। গেলে কিন্তু পিছিয়ে পড়বে বিস্তর।

নাশতার পর আরো কিছুক্ষণ গুলতানি মেরে বিদায় হলো মিস্ বিউটির বন্ধুরা। এরপর আবু হাফিজের সাথে দু'চারটে কথা বলতেই ফিরে এল সাদিকুল হক। তা দেখে বিলকিস্ আরা বিস্মিতকণ্ঠে বললো- সে কি! এত শিগগির ফিরে এলে যে? সবকিছু ঠিকঠাক এনেছো তো?

সাদিকুল হক বললো- জী জী। দৌড়ের উপর গিয়ে দৌড়ের উপর এলাম কি না?

বলেই ফর্দ মিলিয়ে মিলিয়ে ওষুধগুলো টেবিলের উপর রাখলো। এরপর টাকা পয়সা বের করে বললো- ওষুধের দাম সাড়ে তিরানব্বই টাকা আর যাতায়াত তিন টাকা, মোট সাড়ে ছিয়ানব্বই টাকা। বাঁচে এই দু'শো সাড়ে তিন টাকা।

এক শো টাকার দুইখানা নোট ও খুচরা সাড়ে তিন টাকা বাড়িয়ে ধরলো সাদিকুল হক। বিলকিস্ আরা সবিস্ময়ে বললো- কি বললে? যাতায়াত তিনটাকা মানে? চার টাকার কমে তো কোন রিকশাই রানী বাজার যাবে না। যেতে চার, আসতে চার। এই আট টাকা তো ফেলে ছেড়ে লাগবে। দাও বুঝে পাঁচটাকা ভাড়াও হাঁকতে পারে রিকশাওয়ালা। তিন টাকা বলছো কেন?

ঃ জী মানে একটি রেডি রিকশা হাতের কাছে পেলাম। একজন আছে, আর একজন চাই। উঠে পড়লাম সে রিকশায় আর দু' টাকাতেই হয়ে গেল। ফেরার সময় একটা বাস পেলাম এদিকের। এদিক হয়েই বাসস্ট্যাণ্ডে যায়। ভাড়া লাগলো এক টাকা। এই মোট তিন টাকা। বাস থেকে নেমে এটুকু পথ দৌড়ের উপর এসেছি। তাড়াতাড়ির ব্যাপার তো?

ঃ তাজ্জব! এত পেরেশানীতে যাওয়ার কি দরকার ছিল!

একশো টাকার নোট দুটো হাত থেকে নিয়ে বিলকিস্ আরা ফের বললো- খুচরা ঐ সাড়ে তিন টাকা আর দিতে হবে না। ওটা তুমি রেখে দাও।

বিস্মিতনেত্রে চেয়ে সাদিকুল হক বললো॥ কেন, আমি রাখবো কেন? এ পয়সা তো আমার নয়।

ঃ অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছো, তার দাম হিসাবেই রাখো।

ঃ জী না আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। দাম নিয়ে কেউ কর্তব্য পালন করে না আর দাম নিলে তো আর তা কর্তব্য থাকে না।

ঃ বটে। তাহলে বকশিস হিসেবেই রাখো ওগুলো।

ঃ মাফ করবেন, আমি কোন বকশিস নেইনে।

ঃ নাও, নিলে আমি খুশি হবো। অন্ততঃ আমাকে খুশি করার জন্যেই ওটা রাখো।

ঃ কিন্তু আমি তো তাতে খুশি হতে পারবো না মেম সাহেব। বকশিস নেয় কুলি- মজুর, চাকরেরা । আমি কি তাই যে বকশিস নেবো?

খুচরা ঐ সাড়ে তিন টাকা টেবিলের উপর রেখে দিলো সাদিকুল হক। তা দেখে বিল্‌কিস আরা রুষ্টকণ্ঠে বললো- বটে? কিন্তু সামান্য পয়সা না হয়ে ওটা যদি বেশি পয়সা হতো? সাড়ে তিন টাকার জায়গায় যদি সাড়ে তিনশো টাকা বকশিস দিতে চাইতো কেউ, তখন কি করতে? এসব নীতির বুলি আসতো কি মুখে?

সাদিকুল হকের মুখমণ্ডল কঠিন হলো। বললো- সাড়ে তিন লাখ হলেও আমি হাত দিয়ে ছুঁইতাম না। কোন কৃতিত্বের পুরস্কার বা নকরীর বেতন ছাড়া কারো কোন দয়ার দান গ্রহণ করিনে আমি। দাতা এতে নাখোশ হলেও আমি নিরুপায়।

ঃ তার মানে? আমাকে অপমান করছো তুমি?

ঃ কসুর মাফ করবেন মেম সাহেব। একজনের নীতি-আদর্শ আর রুচির উপর এইভাবে কি জোর খাটানো ঠিক? কলেজে পড়েন আপনি, একজন বিবেকসম্পন্ন মহিলা, অনেক আপনার জ্ঞান। এটুকু বিবেচনা কি আপনার কাছে আশা করতে পারিনে আমি?

সাদিকুল হকের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো বিলকিস আরা বিউটি। সাদিকুল হক ফের সবিনয়ে বললো– এখনই মাগরিবের আযান শুরু হবে। অপরাধ নেবেন না মেম সাহেব, আমি যাই–

সাদিকুল হক কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলো বিলকিস আরা। সেদিকে কটাক্ষ করে আবু হাফিজ হাসিমুখে বললো– সত্যিই আন্টি, লোকটাতো আসলেই এক আজব চিড়িয়া! জজ সাহেবের কন্যাকে খুশি করার জন্য কেঁচো গিলতেও রাজী থাকে সবাই, আর এ বুদ্দু এই পয়সা কয়টা নিলো না? মিয়াসাহেব তো ভাবিয়ে তুললো বড্ড!

মিস বিউটি তখনও নির্বাক।

ooo ooo ooo

সেদিন ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছিল সাদিকুল হক। বই পুস্তকের ব্যাগ হাতে আবু হাফিজকে বাড়ি ফিরতে দেখে প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার হাফিজ সাহেব? এত সকাল সকাল কোথা থেকে? স্কুলে যাননি আজ?

থমকে দাঁড়িয়ে গেল আবু হাফিজ। ম্লান কণ্ঠে বললো– দেখুন আঙ্কেল, আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আমার স্যারদের বয়সী। আপনি আমাকে "আপনি আপনি" করলে কেমন লাগে, বলুন? "তুমি" বলবেন আমাকে।

সাদিকুল হক খুশি হয়ে বললো– তুমি বলবো?

বইঘর.কম ও রোকন

আবু হাফিজ বললো–তাই কি ঠিক নয় আঙ্কেল? সেইটেই তো স্বাভাবিক। তাতে সম্পর্কটা আমাদের সহজ সরল হয়। আমাকে শরমে পড়তে হয় না।

ঃ বহুত আচ্ছা। হ্যাঁ, আমি তোমাকে "তুমি" বলতে পারি, তবে শর্ত আছে একটা।

ঃ শর্ত!

ঃ আমার বেলায় তোমাকে ঐ আঙ্কেল ডাক ছাড়তে হবে। আমাকে চাচা বলবে, চাচা।

ঃ চাচা বলবো? খুব ভালো, খুব ভালো। ডাকটা প্রায় ভুলেই যেতে বসেছি।

ঃ ভুলেই যেতে বসেছো?

ঃ জী-জী। আমাদের পরিবেশে আঙ্কেল ছাড়া চাচা বললে সবাই নাখোশ হন। ব্যাকডেটেড বলে টিপ্পনী কাটেন। আর আমাদের কথাই বা বলি কেন? বাজারের মুসলমান কুলি- মজুর আর দোকানদারেরাও কম তো যায় না। তাদেরও অনেককে দেখি, মুরুব্বীদের হয় আঙ্কেল, নয় কাকা বলছে। চাচা বলতে শুনিইনে বড় একটা।

ঃ অথচ ঐ আঙ্কেল বা কাকা– কোনটাই আমাদের পরিভাষা নয়। বিজাতীয় পরিভাষা। অন্য জাতির সম্বোধন।

ঃ জী চাচা, তা তো বুঝি। কিন্তু কেন যে এমন হলো–

ঃ ঐ যে সবাই প্রগতি-প্রগতি করে, ঐ প্রগতিই প্রসব করেছে এটা। প্রগতির পাল্লায় পড়ে আমাদের স্বকীয়তাই আমরা হারিয়ে ফেলতে বসেছি। তা যাক, বই পুস্তক নিয়ে কোথা থেকে ফিরছো?

ঃ স্কুল থেকে চাচা। স্কুলটা আজ সকাল সকাল বন্ধ হয়ে গেল কি না?

ঃ সকাল সকাল বন্ধ হলো? www.boighar.com

ঃ জী। আমাদের এ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার সাহেব ট্রান্সফার হয়ে গেলেন। ফাস্ট পিরিয়ডের পরেই তাঁর ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠান হলো। তারপরে আর ক্লাস হলো না। স্যারেরা মিটিং-এ বসে গেলেন।

ঃ আচ্ছা। তা তুমি কোন স্কুলে পড়ো?

ঃ এখানকার সরকারী স্কুলে চাচা।

ঃ ক্লাস টেনে পড়ো, না?

ঃ জী- জী।

ঃ তোমার আন্টি কোন কলেজে পড়েন?

ঃ আন্টিও এখানকার সরকারী কলেজে পড়েন।

ঃ কোন ইয়ারে পড়েন তিনি?

ঃ অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে।

ঃ অনার্স নিয়েছেন? বাহ্! কোন সাবজেক্টে?

ঃ ইসলামের ইতিহাসে।

অলক্ষ্যে চমকে উঠলো সাদিকুল হক। তার নিজের সাবজেক্টও এই ইসলামের ইতিহাস। হাই মাদ্রাসা পাস করে সে জেনারেল লাইনে আসে আর ইসলামের ইতিহাসেই অনার্স ও এম.এ করে। দুটোতেই সে ফাস্ট ক্লাস পায়। প্রথম স্থান অধিকার করে দুটোতেই। কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে চেয়ে থাকার পর সাদিকুল হক বললো– কি বললে? ইসলামের ইতিহাসে?

ঃ জী চাচা। এবার তাঁর সেকেন্ড ইয়ার যাচ্ছে।

ঃ কি বিচিত্র ব্যাপার। ইসলামের আদর্শ- অতীত, এসবের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ আছে বলে তো মনে হয় না? তিনি হঠাৎ এ সাবজেক্টে অনার্স নিলেন মানে?

ঃ আর কোন সাবজেক্টে যে চান্স পাননি। ইন্টারমেডিয়েটে এই সাবজেক্টেই একটু বেশি নম্বর ছিল বলে এখানে চান্স পেয়েছেন। আন্টির উদ্দেশ্য অনার্স পড়া। ইসলামের প্রতি কোন আকর্ষণের জন্যে নয়।

ঃ তাই বলো। তা, ইসলামী চালচলন কিছুই বুঝি এ বাড়িতে নেই?

ঃ মানে?

ঃ মানে, নামাজ, রোজা কেউ বুঝি করেন না?

ঃ জী না- জী না। এ বাড়িতে ওসব কিছু নেই বললেই চলে। আগে তো ছিলই না। নানীজানই একটু আধটু করতেন। অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনিও আর পারেন না।

ঃ আর তোমার নানাজান?

ঃ অবসর নেয়ার আগে কি করেছেন জানিনে। শুনেছি, নানা জাতির হাই হাই সোসাইটিতে ঘুরে বেড়াতেন সে সময়। অবসর কাটাতেন ক্লাব, টেনিস এসব নিয়ে। কাজেই–

ঃ বলো কি! মদ-টদও খেতেন নাকি?

ঃ জী না- জী না। ঐ দোষটা তার কোন দিনই ছিল না। এ নিয়ে শুনেছি তাঁর বন্ধু- বান্ধবেরা ঠাট্টা করতেন প্রায়ই।

ঃ তা করুক। এও একটা মস্ত বড় ভালো দিক তাঁর।

ঃ অবসর নেয়ার পর থেকে জুমআর নামাজটাও ধরেছেন তিনি।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ। আর ওয়াক্তিয়া নামাজ?

ঃ জী না, এতদিন সেসব দেখিনি। এই অল্পদিন হলো আবার দেখছি, সকাল-সন্ধ্যার নামাজটাও পড়তে শুরু করেছেন। হয়তো বা আপনারই দেখাদেখি।

আবু হাফিজ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। সাদিকুল হক অনুচ্চ কণ্ঠে বললো– আল্লাহতায়ালা তাঁকে সুমতি দান করুন।

ঃ জী?

ঃ কত ভালো মানুষ তিনি। উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞজন। একজন আদর্শ বিচারক। অথচ এ দিকটা না থাকায়, সবকিছুই মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

এই সময় দারোয়ান এসে আবু হাফিজকে উদ্দেশ্য করে বললো– ছোট সাব্। আপনার আন্টি আপনাকে ডাকছেন।

আবু হাফিজ বললো– আন্টি? কোথায় আন্টি?

ঃ ঐ যে গাড়িবারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে।

সেদিকে চেয়েই আবু হাফিজ বললো– ও তাই তো!

সাদিকুল হককে বললো– আচ্ছা চাচা, আমি এখন যাই–

ooo ooo ooo

হার মেনেছেন জজ সাহেব। সাদিকুল হকের স্বাধীনচেতা মানসিকতার কাছে তিনি নতীস্বীকার করেছেন। পৃথক অন্নে খাওয়ার অনুমতিটা শেষ পর্যন্ত দিতেই হয়েছে তাঁকে।

সাদিকুল হক এখন পৃথক অন্নে খায়। ঘরের সাথেই পাকঘর।

একজন ঠিকা ঝি এসে পাক করে দুইবেলা। লাইব্রেরি থেকে সাদিকুল হকের ফিরতে দেরী হয় বলে পাকঘরের চাবিটা দারোয়ানের কাছে থাকে। কাজের ঝি সাঁঝের পরে এসে রাতের রান্না রাঁধে।

হরতালের জন্য বাজার আজ বন্ধ। সাদিকুল হকের লাইব্রেরিও বন্ধ। লাইব্রেরিতে আজ তার যাওয়া নেই। সকাল সাড়ে ন'টার দিকেই কাজের ঝি-টা আসে। আজ এগারটা প্রায় পার হয়ে যাচ্ছে, তবু পাত্তা নেই, ঝিয়ের ঘটনা কি ভাবতেই ছুটে এলো ঝি-টার ছোট্ট এক মেয়ে। বয়সটা আট-ন' বছর হবে। সে এসে বললো– হুজুর, আম্মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার ওঠার সাধ্য নেই। তাই আমাকে পাঠালো পাক করার জন্যে।

সাদিকুল হক বিস্মিত কণ্ঠে বললো– সে কি! এত ছোট মানুষ তুমি, তুমি পাক করবে কি?

মেয়েটি বললো– জী, আমি পারবো। ভাত রাঁধতে পারবো। আম্মা বললো– মাংসের তরকারীটা পাক করাই আছে। একটু গরম করলেই চলবে। তরকারী রাঁধা লাগবে না। আমি ভাত রাঁধতে পারি।

মেয়েটির দিকে চেয়ে মায়া হলো সাদিকুল হকের। বললো– আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে রাঁধতে হবে না। আজ আমার ছুটি আছে। সেরেফ ভাত রাঁধা তো? ওটা আমিই রেঁধে নেবো। তুমি যাও–

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে বললো– জী না, আম্মা তাহলে আমাকে বকবে।

সাদিকুল হক হেসে বললো-না, বকবে না গিয়ে বলো, আমি তোমাকে রাঁধতে দেইনি। কিন্তু সাঁঝের আগে তোমাকে আবার আসতে হবে তোমার আম্মা

সাঁঝের পর আসতে পারবে কি না, সেটা জানিয়ে যাবে। যদি না আসতে পারে, কোন চিন্তা নেই। রাতের খাওয়াটা আমি হোটেলে গিয়েই খেয়ে নেবো। তুমি শুধু এসে জানিয়ে যাবে, কেমন?

ঃ জী আচ্ছা !

মেয়েটা খুশি হয়ে চলে গেল। কাপড়জামা খাটো করে নিয়ে সাদিকুল হক ঢুকে পড়লো পাকঘরে। হাঁড়ি-পাতিল ধুয়ে নিয়ে চাউল ধুতে শুরু করতেই দারোয়ান এসে বললো– সাহেব, মেম সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

সাদিকুল হক মুখ তুলে বললো– মেম সাহেব!

ঃ মানে, বিউটি আম্মা॥ জজ সাহেবের মেয়ে।

ঃ সে কি! কোথায় তিনি?

ঃ এই তো এই ফটকের কাছে।

ঃ কি ব্যাপার! তিনি আমাকে ডাকছেন কেন?

ঃ তাঁর সাথে একটু বাইরে যেতে হবে। গাড়ি রেডি। আপনাকে তিনি এক্ষুণি বেরিয়ে আসতে বললেন।

ঃ কি মুশকিল! এ অবস্থায় আমি– মানে তাঁকে গিয়ে বলো, খানিক পরে হলে যেতে পারবো। এখন আমি খুবই ব্যস্ত আছি।

এক পা দু'পা করে বিলকিস আরা বিউটি এদিকে এগিয়ে এসেছিল। সাদিকুল হকের কথা শুনে দূর থেকেই বললো– এমন কি ব্যস্ততা?

যাবো আর আসবো। যা করার আছে, তা ফিরে এসেও করা যাবে। চলে এসো–

চাউল ধোয়া রেখে সাদিকুল হক বেরিয়ে এসে বললো–

বাইরে কি কাজ মেম সাহেব?

ঃ একটু বইয়ের দোকানে যাবো। ইতিহাসের কয়েকখানা বই কেনা দরকার। দোকানে কি বই পাবো, তা তো জানিনে। তবে যে বই তোমাদের পাবলিক লাইব্রেরিতে আছে, সেগুলো বাদ দিয়ে কিনবো। তুমি শুধু একটু বলে দেবে মাত্র।

সাদিকুল হক বিস্মিত কণ্ঠে বললো– সে কি মেম সাহেব! আজ যাবেন বই কিনতে? আজ যে বাজার বন্ধ। বইয়ের দোকানও সব বন্ধ। এ ছাড়া, আজ গাড়ি নিয়ে বাইরে বেরোনোও ঠিক নয়।

খেয়াল হতেই মিস্ বিউটি কামড় খেলো জীহ্বায়। বললো– ও মাই গড্! তাই তো! ভুলেই গেছি বিলকুল। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। যা করছো করো–

ঘুরে দাঁড়াতেই দারোয়ান বললো– উনি ভাত রাঁধছেন আম্মা। ভাত রাঁধার জন্যে চাউল ধুতে লেগেছেন।

ফের ফিরে দাঁড়ালো বিউটি। সবিস্ময়ে বললো– কি বললে? ভাত রাঁধছে?

এরপর সাদিকুল হককে প্রশ্ন করলো– সে কি! তুমি ভাত রাঁধছো মানে?

মাথা নিচু করে সাদিকুল হক স্মিতহাস্যে বললো– কাজের মেয়েটা আজ আসেনি, তাই।

ঃ তাই বলে তোমাকে ভাত রাঁধতে হবে! কত ঝি-চাকর এ বাড়িতে আছে, তাদের কাউকে বললেইতো পারতে।

ঃ জী না, তার দরকার হয়নি। তরকারীটা রাঁধাই আছে, ভাতটা ফুটিয়ে নেবো শুধু। এর জন্যে আবার–

ঃ সেই ভাতটাই তুমি ফুটিয়ে নেবে কেন? এসব ঝি-চাকরের কাজ। নিজের ইজ্জত জ্ঞানটাও কিছুমাত্র নেই দেখছি।

ঃ মেম সাহেব!

ঃ জজ সাহেবের বাড়িতে জজ সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়ে তুমি আছো। জজ সাহেবের প্রিয়পাত্র যে লোক, তার কিছুটা ওজন জ্ঞান থাকা উচিত। নইলে জজ সাহেবের মান থাকে কি করে? এত ছোট কাজে হাত দিতে লজ্জা হলো না তোমার?

ঃ মেম সাহেব, কাজটা যতো ছোটই হোক, কাজটা আমার নিজের, নিজের কাজ নিজে করতে লজ্জা হবে কেন, বলুন?

ঃ বটে!

ঃ আর কাজটাও এমন কঠিন কাজ নয়। নিতান্তই ছোটখাটো কাজ।

ঃ ছোটখাটো হলেও, কোন এ্যারিস্টোক্র্যাটিক ফ্যামিলীর কেউ এসব কাজ করে না। ভদ্র-শূদ্রের পার্থক্যটা এখানেই।

ঃ তা হতে পারে, কিন্তু আদর্শের কথা এটা নয় মেম সাহেব।

ঃ আদর্শের কথা!

ঃ জী। নিজের ছোটখাটো কাজগুলো নিজে করাই উচিত। নইলে আলস্যও বাড়ে, অহংকারও বাড়ে।

সাদিকুল হক নিজের কাজে চলে গেল। হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো বিলকিস আর বিউটি।

কলেজে ক্লাস চলছে পুরোদমে। এক পিরিয়ড় শেষ হলে ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে যাচ্ছে। ফাঁকে আর বিরতিতে লন-পার্ক-ওয়েটিং রুমে বসে গল্প-গুজব করছে। এমনই এক ফাঁকে বিলকিস আরা বিউটিকে নিকটে পেয়েই জোবেদা আক্তার আবেগভরে বলে উঠলো– আরে এই বিউটি, কি ব্যাপার? এতবড় একটা কথা বিলকুল চেপে বসে আছিস্ যে? আজও আমাকে বলিস্নি?

জোবেদা আক্তার বিলকিস আরা বিউটির ক্লাস ফ্রেন্ড। দুজনই অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। অনার্সের সাবজেক্টটা পৃথক হলেও, সাবসিডিয়ারী সাবজেকটগুলো এক আর একই সাথে ক্লাস করে তারা। অবশ্য স্বভাবে দুইজন দুই মেরুর।

বইঘর.কম ও রোকন
বিলকিস আরা একজন উৎকট আধুনিকা। অপরদিকে জোবেদা আক্তার একজন সংযত, বিনম্র, পরহেজগার ও সদাচারী মেয়ে। উড়নার দ্বারা যথাসম্ভব আব্রু করে সে চলাফেরা করে। এতদসত্ত্বেও দুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আছে বেশ। এর অন্য একটা কারণও আছে। বিউটির আব্বা মিঃ মোজাফফর হোসেন চৌধুরী ও জোবেদার আব্বা আলহাজ আব্দুল মতিন সাহেবও পরস্পর পরস্পরের ক্লাস ফ্রেণ্ড ছিলেন। এই শহরেই বাড়ি তাঁদের আর স্কুল-কলেজে ও ভার্সিটিতে একই সাথে পড়েছেন। বিউটির আব্বা এম.এ.বি.এল করে শেষ পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট জাজ হয়ে রিটায়ার করেছেন। জোবেদা আক্তারের আব্বা এম.এ.বি.টি করে ডি.আই (অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেকটার অফ স্কুলস) হয়ে রিটায়ার করেছেন। ছাত্রাবস্থায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল গভীর। পরবর্তীতে দুজনের জীবনস্রোত দুইদিকে বেঁকে যায়। জজ সাহেব উগ্র আধুনিক হয়ে যান। অন্যদিকে ডি. আই. সাহেব পরহেজগারীতে মন দেন। এতে করে পূর্বের দোস্তিতে কিছুটা ভাটা পড়ে গেলেও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। উভয়ের যাতায়াত আছে উভয়ের বাড়িতে। আচারে অনুষ্ঠানে উভয়েই দাওয়াত পান উভয়ের।

এ কারণেই জোবেদা ও বিউটির ফ্রেন্ডশীপ আরো পুষ্ট হয়ে উঠেছে। জোবেদা আক্তারের কথা শুনে বিলকিস আরা বিউটি বললো– কি বললি? কি কথা চেপে গেলাম বিলকুল?

www.boighar.com

জোবেদা আক্তার বললো– ঐ যে ঐ লোকটার কথা। মানে পাবলিক লাইব্রেরিতে যে একজন নতুন সহকারী এসেছেন, সেই লোকটার কথা। উনি নাকি তোদের বাড়িতেই থাকেন?

ঃ হ্যাঁ, থাকেন। এটা আবার এমন কি বড় কথা হলো?

ঃ ওমা, বড় কথা হলো না? কি চমৎকার লোকটার চেহারা আর কি জ্ঞানগম্মি! নম্র, ভদ্র আর বড়ই মার্জিত তার আচরণ। নির্মল চরিত্রের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। এ লোক তোদের ওখানে আছেন, তোর আব্বার প্রাণ বাঁচিয়েছেন এই লোক– এগুলো বড় কথা হলো না?

ঃ হ্যাঁ, আব্বার প্রাণ বাঁচানোটা অবশ্যই একটা বড় কথা। কিন্তু ওটুকু ছাড়া আর বড় কথা কি?

ঃ কেন, তাঁর ঐ সুন্দর স্বভাব আর সেই সাথে তাঁর ঐ মারাত্মক চেহারাটা? নাকি তাকে তুই দেখিস নি আদৌ?

ঃ দেখবো না কেন? প্রতিদিনই দেখি।

ঃ তাহলে? ঐ রকম সুদর্শন সুপুরুষ ক'টা আছে এই শহরে?

বিলকিস আরা বিউটি উদাস কণ্ঠে বললো– হ্যাঁ, যদি সেরেফ চেহারার কথা বলিস, তাহলে অবশ্যই স্বীকার করবো, হাই ফ্যামিলির শিক্ষিত ছেলে হলে তাকে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। কিন্তু তাতো নয়।

ঃ আর স্বভাবটা?

ঃ সেটাও ভালো। কিন্তু তা হলে কি হবে, ও যে আসলেই একটা রংচংগে পুতুল বা পুঁতির মালা। "রাতের শাহজাহান বাদশাহ রিকশা চালায় সকালে"– ব্যাপারটা এই রকম আর কি। ওকি কোন দামি লোক? চেহারাটাই যা মাকাল ফলের মতো। ওর মধ্যে জ্ঞানগম্মি তুই দেখলি কি?

ঃ কি রকম?

ঃ বাহ্ ! ফের রকম? আরে বুদ্দু ও একজন নগণ্য গেঁয়ো লোক। নিম্নতম কোন একটা সার্টিফিকেট নেই বিদ্যার। পেশায় ও একজন নগণ্য লাইব্রেরি সহকারী। এর ওপর ফের কূপমণ্ডুক। একদম সেকেলে আর অনগ্রসর গেঁয়ো লোক। আধুনিকতার হাওয়া একবিন্দুও গায়ে ওর লাগেনি। আধুনিক যুগের ছেলে যদি আধুনিক না হয়, তাহলে আর তাকে মানুষ বলবো কি?

ঃ আধুনিক ছেলে বলতে তুই কি বোঝাতে চাচ্ছিস? তোদের বিপ্লব, বিজয়, বিদ্যুৎ মিয়াদের মতো ছেলেদের?

ঃ অফকোর্স ! তারা রিয়ালি মডার্ন। হাই সোসাইটির চালচলন। হাইলি কালচারড্ও। নিখুঁতভাবে আধুনিক তারা।

ঃ রক্ষে কর ভাই, ঐ নিখুঁতভাবে আধুনিকদের কাহিনী থেকে রক্ষে কর আমাকে। ওদের দেখলেও গা জ্বলে যায় আমার।

ঃ কেন, এ কথা বলছিস কেন?

ঃ কেন বলবো না? আধুনিকতার নামে ঐ নিছক উচ্ছৃঙ্খলতা কোন রুচিবানের কাছে নয়নাভিরাম নয়। অনুশীলনযোগ্য তো নয়ই।

ঃ জোবেদা!

ঃ আরে ভাই, আধুনিক যদি বলিস্, তাহলে সত্যিকারের আধুনিক মানুষ তারাই, যারা সর্বত্রই গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছিত। সংযত, বিনম্র, ধর্মপ্রাণ, সদাচারী আর সৎস্বভাবের মানুষেরাই আসলে আধুনিক মানুষ। বৃহত্তর সামাজে তাদেরই গ্রহণযোগ্যতা অধিক। সমাজের অধিকাংশ লোকই তাদের পছন্দ করে, শ্রদ্ধা করে, কদর দেয়। তোদের বিজয়- বিপ্লবদের দেখ, বৃহত্তর সমাজে ওদের কি আদৌ গ্রহণযোগ্যতা আছে, না ওদের কদর আছে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে?

ঃ বটে।

ঃ ওদের কদর কেবল ওদের মতোই বাধা-বন্ধননীতি, আদর্শহীন আর একদল উচ্ছৃঙ্খল মানুষের কাছে, যারা জাহান্নামের পথ প্রশস্ত করে দেয়। খতিয়ান নিয়ে দেখিস, সমাজের সিংহভাগ মানুষই ওদের নিয়ে হাসাহাসি করে আর মনে মনে ঘৃণা করে ওদের।

ঃ তুই কি বলতে চাস্? বিজয়-বিপ্লব মিয়ারা তাহলে আধুনিক ছেলে নয়?

ঃ না, ওরা আধুনিকও নয় পৌরাণিকও নয়। শস্য ক্ষেতের আগাছার মতো সমাজের ওরা আগাছা। যা দিয়ে ক্ষতি ছাড়া সমাজের কোন কল্যাণ আসে না,

শৃঙ্খলা রক্ষ হয় না, তোদের কাছে তা গর্বের বস্তু হলেও আমাদের কাছে নয়। টি.ভি-ডিশ এ্যান্টেনার মতোই ওরা সমাজের অভিশাপ।

ঃ তা তুই যা-ই বলিস, সামাজে কিন্তু ওদেরই প্রতিপত্তি বেশি।

ঃ সমাজ এখন একটা অস্থিরতার মধ্যে আছে। গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতদের যে প্রতিপত্তি, এই অস্থির সমাজে ওদের প্রতিপত্তিটাও অনেকটা ঐ রকম। ওটা আন্তরিক কিছু নয়।

ঃ তর্কে তোকে হারায় কে? তাহলে তোদের, মানে তোর কাছে গর্ব করার মতো মানুষ ঐ একজন লাইব্রেরি সহকারী, না কি বলিস?

ঃ জরুর। সেরেফ আমার কাছে নয়। এ রকম সৎ সুন্দর মানুষদের নিয়ে সবারই গর্ব করা উচিত। মানুষের বড় পরিচয় পোশাক-আশাক— পদ-পদবী নয়। বড় পরিচয় চরিত্র।

ঃ সাব্বাস। তা ঐ লোকটা সম্বন্ধে তোর এত বড় ধারণা পয়দা হলো কি করে? কোথায় দেখলি ওকে?

ঃ ঐ লাইব্রেরিতে। মাঝে মাঝেই আমি নোট করতে লাইব্রেরিতে যেতাম। তার সাহায্য নিতে হয়। আহা, কি মনোরম তার চেহারা আর কি মিষ্টি তার স্বভাব-চরিত্র-আচরণ! এমনটি আর হয় না।

আড়চোখে চেয়ে বিলকিস আরা কটাক্ষ্য করে বললো–খাইছেরে। এরই মধ্যে তুই কি তাহলে বিলকুলই ডুবেছিস?

ঃ না, ডুবিনি। যদি কখনো নিতান্তই ডুবি, আল্লাহ তায়ালা যেন এই রকম কোন একজনের কাছেই আমাকে ডোবায়।

ঃ জোবেদা।

ঃ তাতে আর যা-ই হোক, দায়িত্বহীন উচ্ছৃঙ্খলদের মতো যখন তখন এরা কাউকে ভাসিয়ে দেবে না

ক্লাসের ঘন্টা পড়ায় দ্রুত পদে চলে গেল জোবেদা আক্তার। সম্বিতহীনের মতো তখনও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো বিলকিস্ আরা বিউটি।

কয়েকটা দিন গেল। এরপর আর এক শুক্রবারে সাদিকুল হকের ওপর আবার চড়াও হলো বিলকিস্ আরা বিউটি। বিকেলের শুরুতেই সাদিকুল হককে ডেকে নিয়ে বিলকিস্ আরা বললো– তোমাকে আজ একটু কষ্ট দেবো মিয়া। আমার একটু উপকার করতে হবে।

সাদিকুল হক বললো– কি বলুন? www.boighar.com

ঃ পাবলিক লাইব্রেরির চাবি কি তোমার কাছে আছে?

ঃ জীনা মেম সাহেব, সব চাবি নেই। শুধু মেন কক্ষের, মানে যে হল রুমে সবাই পড়াশোনা করে, সেই কক্ষের চাবিটা আছে। আমিই আগে গিয়ে হল রুম খুলি কিনা?

ঃ সেখানে কি সব বই পাওয়া যাবে?

ঃ জী-জী। বই পুস্তক সব ওখানে।

ঃ তাহলে এখনই তোমাকে আমার সাথে ঐ পাঠাগারে যেতে হবে। খুবই জরুরি।

ঃ কি ব্যাপার মেম সাহেব?

ঃ আর বলো না। পরপর দুদিন কলেজে যাইনি। শরীরটা খারাপ ছিল। গতকাল কলেজে গিয়ে শুনি, আগামীকালই আমাদের টিউটোরিয়াল পরীক্ষা। টিউটোরিয়ালের মার্কগুলো সবই নাকি ভার্সিটিতে পাঠানো হয়। এই মার্কের ওপর ক্লাস পাওয়াটা অনেকখানি নির্ভর করে। গত টিউটোরিয়ালগুলোতে ভালোই করেছি। কিন্তু এবারের জন্যে মোটেই আমি প্রস্তুত নই। তিনটে প্রশ্ন দিয়েছেন স্যারেরা। এর যে কোন একটা পরীক্ষায় পড়বে। দুটা প্রশ্ন মোটে তৈরি করা আছে। তৃতীয়টা, মানে মোস্ট ইমপর্টেন্টটার নোট এখনো তৈরি করাই হয়নি।

ঃ মেম সাহেব!

ঃ আজকেই সেটা তৈরি করতে হবে। আর রাতের মধ্যে তৈরি হলে আগামীকাল পরীক্ষায় বসতে হবে। পাবলিক লাইব্রেরির মতো আমাদের কলেজ লাইব্রেরিটা তেমন রীচ নয় আর সেটাও আজ বন্ধ। কাজেই নোট তৈরি করার জন্যে পাবলিক লাইব্রেরিতে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। ড্রাইভার ডেকেছি, এখনই বেরোতে হবে।

ঃ ঠিক আছে মেম সাহেব। আপনি তৈয়ার হয়ে নিন, চাবি নিয়ে এখনই আমি আসছি।

একটু পরেই ছেড়ে দিল গাড়ি আর গাড়ি এসে লাইব্রেরির বারান্দার নিচে থামলো। গাড়ি থামতেই সাদিকুল হক নেমে গিয়ে লাইব্রেরি খুলতে লাগলো। বিলকিস আরা একটু পরে নামতে নামতে ড্রাইভারকে বললো– তুমিও নেমে এসো মিয়া আমার সাথে থাকতে হবে। দপ্তরী-পিয়ন কেউ নেই। একা আমি লাইব্রেরি কক্ষে–

কথা শেষ করতে না দিয়েই ড্রাইভার বললো– একা হবেন কেন মেম সাহেব? সাদিক সাহেব তো সঙ্গেই থাকবে আপনার।

বিলকিস আরা ইতস্তত করে বললো– সেজন্যই তো বলছি। তার সাথে একা আমি–

বুঝতে পেরে ড্রাইভার হেসে উঠে বললো– ভয় নেই মেম সাহেব। এ লোক সম্পূর্ণ আলাদা লোক। আপনার কলেজের বন্ধুদের মতো নয়। এর সাথে কোন মেয়ে জনহীন তেপান্তরে গেলেও সে নিরাপদ। আর তাছাড়া আমি তো এখানে এই বারান্দার নিচেই আছি। গাড়ি থেকে নেমে কোথাও যাচ্ছিনে। তাহলে কোন দুষ্ট ছেলেপুলে গাড়ির কাচটাচ ভেঙে ফেলতেও পারে।

ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে।

সাহস সঞ্চয় করে লাইব্রেরি কক্ষে প্রবেশ করলো বিলকিস আরা। বিশাল কক্ষ। লোকজন অভাবে ঢন ঢন করছে কক্ষটা। কক্ষে ঢুকে বিলকিস আরা ইতিহাসের সেলফ থেকে নিজেই কয়েকখানা বই বেছে এনে সেগুলোর পাতা উল্টাতে লাগলো। সাদিকুল হকও অন্য এক সেলফ থেকে শেখ (শায়খ) সাদীর গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ নিয়ে এসে দূরে এক টেবিলে বসে নীরবে পড়তে শুরু করলো। কাজ করতে করতে বিলকিস আরা মাঝে মাঝেই সাদিকুল হককে লক্ষ্য করতে লাগলো। লক্ষ্য করে করে সে যেমন আশ্বস্ত হলো, তেমনি তাজ্জবও হলো যারপর নাই। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তবু লোকটা একবারও তার দিকে ফিরেও চাইলো না। অথচ তার মতো সুন্দরীকে যারাই দৃষ্টির মধ্যে পায়, তারা প্রায় সবাই তাকে গিলে খেতে চায়।

আরো কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। বইগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে হতাশ হলো বিলকিস। প্রশ্নটার উত্তর সে কোনটাতেই মন মতো পাচ্ছে না। সেগুলো এক পাশে সরিয়ে রেখে সে সাদিকুল হককে বললো– এই শোনো, মুইরের "দি হিস্ট্রি অব দি এ্যারাবস্" বইখানা কোথায়, খুঁজে এনে দাওতো, আমি তো খুঁজে পেলাম না।

ঃ জী আচ্ছা মেম সাহেব।

সাদিকুল হক সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে বইখানা এনে দিল। যে প্রশ্নের ওপর নোট করছিল বিলকিস আরা, সে প্রশ্নটা তার নোট করা কাগজের উপরেই লেখা ছিল। চকিতে তা দেখে সাদিকুল হক আবার সেলফে গিয়ে আর একখানা বই এনে বললো– এই বইটা ফলো করতে পারেন মেম সাহেব। এটা বেশ সহজ আর আপনার খুব কাজে লাগবে।

বইখানা সে বিলকিস আরার টেবিলের উপর রাখলো। বইটা না দেখেই বিলকিস আরা নাখোশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, কি বই ওটা?

ঃ সৈয়দ আমীর আলীর " এ সর্ট হিস্ট্রি অব দি সারা সিনস্"।

বিলকিস আরা অবজ্ঞার সাথে বললো- কেন, ওটা ফলো করবো কেন? স্যারেরা বলেছেন মুইরের বই ফলো করতে। তুমি কি স্যারদের চেয়েও বড়?

ঃ না- মানে, বলছিলাম–

ঃ থাক, তোমাকে আর কিছুই বলতে হবে না। নিজে আগে লেখাপড়া শেখো, তারপরে সাজেশান দিতে এসো। সরাও এটা–

বিলকিস আরা বইটা এক পাশে ঠেলে দিলো। ক্ষুণ্ন মনে বইটা যথাস্থানে রেখে এসে সাদিকুল হক আবার গুলিস্তাঁ পড়ায় মনোনিবেশ করলো।

সময় বসে রইলো না। গড়িয়ে চললো বেলা। আসরের আযান অনেক আগেই হয়ে গেছে। সেটা খেয়াল করেও গুলিস্তাঁর মধ্যে মগ্ন থাকায় সাদিকুল হক সেটা ভুলে গিয়েছিল। খেয়াল যখন হলো তখন আসরের আর বেশি সময় বাকি নেই। ধড়মড় করে উঠে সে বিলকিস আরাকে বললো– মেম সাহেব, আপনার কি কাজ সারতে দেরী হবে?

বিলকিস আরা বললো–দেরী হবে মানে? তোমাকে তো বলেছিই, রাত সাতটা সাড়ে-সাতটাও বাজতে পারে। সাড়ে সাতটার আগে তো শেষ করতে পারবোই না মনে হচ্ছে।

ঃ ও আচ্ছা। তাহলে আপনি কাজ করুন মেম সাহেব। আমি চট করে আসরের নামাজটা আদায় করে আসি। ড্রাইভার বারান্দার নিচেই আছে, কোন ভয় নেই।

সাদিকুল হক বেরিয়ে এসে আসরের নামাজ আদায় করলো। তার ক্ষুধা পেয়েছিল। এই ফাঁকে সে পাশের দোকানে গিয়ে বেশ কয়েকখানা ডালপুরী চটপট খেয়ে নিলো।

সে ফিরে আসতেই বিলকিস আরা বললো– কি ব্যাপার নামাজ পড়তে এত সময় লাগলো? এসো, এদিকে এসো–

পানিটানি আগেই আনা ছিল। সাদিকুল হক ফিরে এসে দেখলো, মেম সাহেব ভিন্ন এক টেবিলে বসে টিফিন বক্স খুলে লুচি, পরোটা, তরকারি, মিঠাই প্রভৃতি অনেক পরিমাণ নাশতা বের করে নিয়ে বসে আছে। তার খানিকটা টিফিন বকসের ঢাকনাটাতে তুলে সাদিকুল হকের দিকে বাড়িয়ে ধরলো বিলকিস আরা। বললো–খাও।

সাদিকুল হক থতমত করে বললো– জী?

ঃ জী আবার কি? বেলাটা শেষ হয়ে এলো, নাশতা করতে হবে না? ক্ষুধায় পেট আমার জ্বলে যাচ্ছে। তোমার ক্ষুধা পায়নি?

ঃ জী মেম সাহেব, পেয়েছিল। নামাজ পড়তে গিয়ে নাশতাটা দোকান থেকে সেরে এসেছি আমি। আর আমার খাওয়া কিছু লাগবে না।

তড়াক করে মাথা তুলে বিলকিস আরা বললো– তার মানে!

ঃ মানে, বেশ কয়েকখানা ডালপুরী খেয়ে এসেছি আর খাওয়া লাগবে না।

ঃ কি রকম? আমাকে না বলে হঠাৎ গিয়ে ওসব রাবিশ খাবার খেয়ে এলে কেন? তোমার জন্যও যে নাশতা এনেছি আমি, তা জানো না?

ঃ মেম সাহেব।

ঃ এত নাশতা আমি কি একার জন্য এনেছি? ড্রাইভার তার নাশতা সাথেই বেঁধে এনেছে। তুমি আমি দুজনে খাবো বলে বেশি করে এনেছি। তুমি হঠাৎ বাইরে গিয়ে খেলে কেন? একি অভদ্র আচরণ তোমার!

ঃ তা মেম সাহেব, আমি তো জানিনে আমার জন্য নাশতা এনেছেন আপনি।

ঃ জানো না মানে? টিফিন বক্স হাতে নিয়েই গাড়িতে উঠলাম। তোমাকে সেটা সামাল করে রাখতে বললাম। তবু বলছো জানো না?

ঃ তাতেই কি সব জানা যায় মেম সাহেব?

ঃ কেন জানা যায় না? আমার কাজে রাত পর্যন্ত তোমাকে লাইব্রেরিতে থাকতে হবে, আর তোমার জন্য নাশতা আমি আনবো না? আমাকে এতটা অকৃতজ্ঞ তুমি কি করে ভাবলে?

ঃ দেখুন মেম সাহেব, আমার প্রতি আপনাদের কিছু করুণা আছে তা জানি। কিন্তু তাই বলে কি আমি এতটা আশা করতে পারি, না তা পারা আমার উচিত?

বিলকিস আরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। টেবিলে আঘাত করে বললো– কেন উচিত নয়? উচিত নয় কেন? ইউ টেল্ মি, হোয়াই নট?

সাদিকুল হক গম্ভীর কণ্ঠে বললো– আপনি অনর্থক রাগ করছেন মেম সাহেব। না বুঝেই রাগ করছেন। এটা আপনার ঠিক নয়।

বিলকিস আরা থমকে গিয়ে বললো– ঠিক নয়?

ঃ মেম সাহেব, আমি একজন অজ্ঞাত অখ্যাত পথের মানুষ। আপনাদের অনেকে, বিশেষ করে আপনার বন্ধু-বান্ধবরা তো দূর দূরই করেন আমাকে। এমতাবস্থায় আপনার কাছে আমার এমন কি সুকৃতি আছে, আর এমন কি ভরসা আমি আপনার কাছে এযাবৎ পেয়েছি যে, তারই বলে আশা করবো, আমার জন্য নিজে আপনি নাশতা বেঁধে আনবেন?

বিলকিস আরা অস্ফুট কণ্ঠে বললো– সাদিক!

সাদিকুল হক ফের বললো– বলুন, নিজের মনকে প্রশ্ন করে উত্তর দিন, এমন আশা কি করতে পারি আমি?

বিলকিস আরা বিউটি কোন জবাব দিতে পারলো না। তাকে নীরব দেখে সাদিকুল হক এবার হাসিমুখে বললো– দিন, আপনার সম্মান রক্ষার্থে একটু মুখে দিই।

ooo ooo ooo

ব্যর্থ হলো বিলকিস আরা বিউটির লাইব্রেরির এই খাটুনিটাও। কয়েকদিন পরেই ফল বেরোলো টিউটোরিয়াল পরীক্ষার। যাচ্ছে তাই খারাপ করেছে বিউটি। পরীক্ষায় যে নম্বর সে পেয়েছে তা কাউকেই বলার মতো নয়। তাই মনের দুঃখে আজ সে কলেজেই যায়নি। গুম হয়ে বসে আছে বাড়িতে।

কলেজে না পেয়ে বিউটিদের বাড়িতেই চলে এলো জোবেদা আক্তার। বিউটি তখন ড্রইংরুমে চুপচাপ বসেছিল। অন্যদিকে বসে আবু হাফিজ পুস্তকের মলাট ঠিক করছিল। এ সময় সেখানে এলো জোবেদা আক্তার। বিউটিকে সামনে পেয়েই প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার বিউটি! এবার টিউটোরিয়ালে এমন বিশ্রী রেজাল্ট করলি মানে? এ নিয়ে তোর ক্লাস ফ্রেন্ডরা দেখলাম যারপর নাই হাসাহাসি করছে?

বিলকিস আরা ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– হাসির ব্যাপার হলে তো তারা হাসবেই।

এমনটি হলো কি করে? শুনলাম, "সি-মাইনাস" পেয়েছিস? 'সি -মাইনাস' মানে তো থার্ড ক্লাসেরও নীচের নম্বর।

ঃ জিরোই পেতাম, স্যার দয়া করে ওটুকু দিয়েছেন।

ঃ তাজ্জব! শুনলাম, অনেকেই এবার অনেক বেশি নম্বর পেয়েছে। তোর এ রকম হলো কি করে?

ঃ ওরা মেনলি যে বই ফলো করেছে, তা আমি করিনি বলে।

ঃ তুই তাহলে কোন বই ফলো করেছিস, মানে মেনলি?

মুইরের "দি এরাবস্"। এক দায়িত্বহীন তরুণ অধ্যাপক না জেনেই বললেন– মুইরের বই ফলো করলেই বেশি নম্বর পাওয়া যায়। তাই আমি করলাম। পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে আঁকড়ে ধরলাম মুইরকে। কিন্তু বইটাতে সুস্পষ্ট উত্তরটা পেলাম না। ছিটেফোঁটা ছাইভস্ম যা পেলাম, তাই এনে পরীক্ষার খাতায় ঢাললাম। ফলাফল ঐ সি-মাইনাস্।

ঃ বলিস কি!

www.boighar.com

ঃ তোর সাবজেক্ট ইসলামিক স্টাডিজ। এসব তুই এত বুঝবিনে।

ঃ না বোঝার কি আছে। রিলেটেড্ ব্যাপার। তা অন্যরা মেনলি কোন বই ফলো করেছিল?

ঃ মেনলি সৈয়দ আমীর আলীর "এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দি সারাসিন্স"। ঐ বইতেই প্রশ্নটার যথাযথ উত্তর ছিল।

ঃ সে কি! তাহলে সে বইটার কথা কেউ তোকে বলেনি?

ঃ বলেছিল।

ঃ কে?

ঃ সাদিকুল হক।

ঃ সাদিকুল হক! বলিস্ কি?

ঃ বইটা এনে আমার টেবিলেও দিয়েছিল।

ঃ তারপর?

ঃ আমি ঠেলা দিয়ে ওটা সরিয়ে দিয়েছিলাম।

ঃ সে কি! কেন?

ঃ একজন অর্ধশিক্ষিত লোক আমার ওপর পণ্ডিতি করুক, এটা আমি পছন্দ করিনি।

ঃ সাব্বাস! এই হলো তোদের মতো এ্যারিস্টোক্র্যাটদের আসল গলদ।

ঃ জোবেদা!

ঃ আভিজাত্য বোধ তোদের ফাঁপিয়েই তুলেছে কেবল, গভীরতা দেয়নি। মানুষ চিনতে শিখিস্নি তোরা।

ঝুঁকে পড়লো মিস বিউটির মাথা। আবু হাফিজের নজর তখন তাদের দিকে স্থির।

০০০ ০০০ ০০০

বেশ কিছুদিন থেকেই সাদিকুল হক লক্ষ্য করছে, বিশেষ এক তরুণের এ বাড়িতে যাতায়াত। আজও তিনি এলেন। মাথায় ফেল্ট হ্যাট, চোখে গগল্‌স্, পরনে কোট-প্যান্ট, গলায় টাই, হাতে ছড়ি। মাথার চুলগুলো ফি ছাবি লিল্লাহ বলে ছেড়ে দেয়। ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে আজও তিনি সাদিকুল হকের একান্ত পাশ দিয়েই গেলেন। কিন্তু সাদিকুল হককে দেখেও দেখলেন না। সাদিকুল হকও তা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেল না। এ বাড়িতে প্রায়দিনই কত যোগী আসে, কত যোগী যায়, এত হদিস করে কে? কামিনী কাঞ্চন সবই আছে এ বাড়িতে। যোগীর তাই অভাব কি?

সাদিকুল হক ঘরে গিয়ে নিজের কাজে মন দিলো। খানিক পরেই খবর এলো, জজ সাহেব তাকে ডাকছেন। জজ সাহেব তার ড্রইং রুমেই আছেন।

খোদ জজ সাহেবের তলব। তড়িঘড়ি সাদিকুল হক চলে এলো ড্রইং রুমে। এসে দেখলো, পৃথক পৃথক তিনটি বিশিষ্ট আসনে তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট। একজন ঐ আগন্তুক, অন্যজন জজ সাহেব স্বয়ং এবং তৃতীয় জন বিলকিস আরা বিউটি। ড্রইং রুমের অন্দরমুখী দুয়ারের পাশে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে পুরাতন ভৃত্য আকরাম শেখ। সাদিকুল হক ড্রইংরুমে প্রবেশ করতেই জজ সাহেব সহাস্যে বললেন– এসো এসো সাদিকুল হক, বসো। আমি তোমাকে ডেকেছি।

জজ সাহেব অন্য একটি আসন দেখিয়ে দিলেন। বসতে বসতে সাদিকুল হক বললো– জী স্যার, বলুন?

আগন্তুককে দেখিয়ে দিয়ে জজ সাহেব বললেন– এই বাপজান তোমাকে দেখতে বড়ই আগ্রহী। বিকেলে তুমি থাকো না, অথচ প্রায়দিনই এসে বলে, যে লোক আপনার প্রাণ বাঁচালো, সে লোকটা কে? একদিনও তো দেখলাম না?

অতঃপর আগন্তুককে লক্ষ্য করে আবার তিনি বললেন– এই সেই লোক বাপজান। বড্ড ভালো ছেলে।

আলতোভাবে এক নজর দেখে নিয়েই আগন্তুক সাহেব বললেন– ও, আই সি। তা নামটা যেন কি বললেন?

জজ সাহেব বললেন– নাম সাদিকুল হক।

ঃ লেখাপড়া কতদূর?

ঃ খুব বেশি নয়। তবে যেটুকু জানে তা খুব ভালোভাবেই জানে।

ঃ কি কাজ করে এখানে?

ঃ এখানে কাজ করে না। কাজ করে আমাদের পাবলিক লাইব্রেরিতে।

ঃ থাকা-খাওয়া?

ঃ থাকে এখানেই, তবে নিজ পাকে খায়।

ঃ ও।

নিরাসক্তভাবে 'ও' বলেই ক্ষান্ত হলেন আগন্তুক। আপনভাবে ঠ্যাং দোলাতে লাগলেন। এবার সাদিকুল হক জজ সাহেবকে বললো– তা ইনি কে স্যার? ইনার পরিচয়টা তো পেলাম না।

বইঘর.কম ও রোকন

জজ সাহেব উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন– ওহো, বলিনি বুঝি? এই ইয়ং ম্যানের নাম পরভেজ আহমদ পিটার। দ্য অনলি সান অফ এ রীচ ফাদার। ধনী লোকের একমাত্র সন্তান। এর ফাদার সরাফতুল্লাহ মিয়া একজন মস্তবড় বিজনেস্ ম্যান। বিরাট এক কারখানার মালিক। মাসিক আয় লাখ-দেড় লাখ টাকা।

ঃ স্যার।

ঃ এছাড়া পিটার বাবাজীও একজন হাইলি এডুকেটেড্ ইয়াং ম্যান। এম.এ ফাইনাল ইয়ারে পড়ে এখন।

সাদিকুল হক খোশকণ্ঠে বললো– এ্যাঁ, তাই নাকি? আস্সালামু আলাইকুম।

হাত তুলে মিঃ পিটারকে সালাম দিলো সাদিকুল হক। মিঃ পিটার এতে প্রীত হতে পারলেন না। অনিচ্ছা সহকারে একটুখানি হাত তুললেন মাত্র। মুখে কিছু বললেন না। জজ সাহেব বলেই চললেন– ঐটুকুই শেষ নয় সাদিক, আরো খবর আছে, আর সেইটেই আসল খবর। এই বাপজান আমার উড্ বি সন-ইন ল। অর্থাৎ আমার হবু জামাই। সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে আছে। বাবাজীর এম.এ পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই আমার বিউটি আম্মার সাথে, মানে বুঝতেই পারছো।

হাসতে লাগলেন জজ সাহেব। পিটার সাহেবের ঠ্যাং দোলানী আরো খানিক বেড়ে গেল। সাদিকুল হক অলক্ষ্যে বিলকিস আরার মুখের দিকে তাকালো। দেখলো, যেমন স্বাচ্ছন্দ্যে বসেছিল, বিলকিস্ আরা, তেমনই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই বসে রইলো। এ কথায় তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই পরিলক্ষিত হলো না।

মিঃ পিটারের আরো কিছু গুণাবলী হাইলাইট করার পর জজ সাহেব দুয়ারের দিকে তাকালেন। সেখানে আকরাম শেখকে না দেখে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন– কি ব্যাপার। এখনও নাশতাপানি আসছে না কেন? তোমরা একটু বসো। আমি এক্ষুণি আসছি–

জজ সাহেব ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন। অনুমতি নেয়া না থাকায় সাদিকুল হক উঠে যেতে পারলো না। সে চুপচাপ বসে রইলো। ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে মিঃ পিটার হাসি মুখে বললো– তা মিস বিউটি, আমাদের পিকনিকটার কি হলো? ওটা কি হবে না?

মিস বিউটি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো– হবে না কেন? আপনি উদ্যোগ নিলেই হবে।

ঃ আরে উদ্যোগ নেয়ার জন্য আমি তো একপায়ে খাড়া। আপনি দিন দিলেই কোমর বেঁধে লেগে যাই। বলুন, অল্পদিনের মধ্যেই কি পারছেন।

মিস বিউটি বাধা দিয়ে বললো– নানা, অল্প দিনের মধ্যে নয়। কিছু দিন দেরী করতে হবে।

ঃ দেরী! দেরী কেন।

www.boighar.com

ঃ পরপর আবার দুই দুইটে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা আমার একদম সামনে। তাই আমি এখন খুবই ব্যস্তআছি। পরীক্ষা দুটো হয়ে যাক, তার পরে দিন ধার্য করা যাবে

এই সময় হাজির হলো আবু হাফিজ। ব্যস্তকণ্ঠে বললো– এই যে আন্টি, আপনাকে ঠিক মতো ধরতেই পারছিনে। আজ-কালের মধ্যেই আমাকে একটা 'এসে' লিখে দিতে হবে। মানে, বাংলা রচনা।

বিলকিস আরা নারাজ কণ্ঠে বললো– বাংলা রচনা?

আবু হাফিজ বললো– জী-জী। জেলা সাংস্কৃতিক সংস্থায় এ বছরও রচনা প্রতিযোগিতা হচ্ছে। খুবই আকর্ষণীয় পুরস্কার ঘোষণা করেছে। প্রথমস্থান অধিকারকারী ছাড়াও পঞ্চম স্থান অধিকারকারী পর্যন্ত পুরস্কার আছে এবার। প্রতিযোগীদের দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। 'এ' গ্রুপে থাকছে কলেজের ছাত্রছাত্রী; 'বি' গ্রুপে থাকছে স্কুলের ছাত্রছাত্রী। তিন চারদিন পরেই রচনা জমা দিতে হবে। আমি 'বি' গ্রুপে অংশ নিতে চাই আন্টি।

ঃ অংশ নিবি? তা বি গ্রুপে রচনার বিষয় কি?

ঃ দুই গ্রুপে একই বিষয়, "বর্তমান সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধান"।

শুনেই মিঃ পিটার সরবে বলে উঠলো– বাঃ! সহজ বিষয়, বড়ই সহজ বিষয়। ধর্মের ধ্বজাধারী আনকালচারড অনগ্রসর মানুষরাই বর্তমান সমাজের মূল সমস্যা। এদের রুখলেই সহজ সমাধান।

আবু হাফিজ বললো– সেটা যা-ই হোক, দেড় হাজার শব্দের মধ্যে রচনাটা লিখতে হবে। হাতে সময় মাত্র তিনচার দিন। বলুন আন্টি কখন লিখে দেবেন?

বিলকিস আরা চমকে উঠে বললো– আমি? অসম্ভব! সামনে আমার টিউটোরিয়াল পরীক্ষা। আমার মরার সময়ও নেই।

আবু হাফিজ হতাশ কণ্ঠে বললো– তাহলে? কাকে দিয়ে লিখিয়ে নেবো? এবার আমার অংশ নেয়ার বড়ই সখ হয়েছে আন্টি। প্লিজ–

এবার সাদিকুল হক বললো– সে কি! প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে তুমি আর লিখে দেবে আর একজন, এ আবার কেমন কথা?

আবু হাফিজ বললো– কথাটা এই রকমই চাচা। পরীক্ষার মতো ওখানেই বসে লেখা তো নয়। বাড়ি থেকে তৈরি করে নিয়ে গিয়ে জমা দেয়া। হাতের লেখাটা অবশ্য প্রতিযোগিতায় যে অংশ নেবে তার হাতেরই হতে হবে।

ঃ তাহলে তুমিই বসে বসে লেখো।

ঃ তাহলে কি সেটা কোন শক্ত রচনা হবে? প্রতিযোগিতায় স্থানই পাবে না। জ্ঞানীগুণী শক্ত মানুষকে দিয়ে লিখে নিলে, তবেই প্রতিযোগিতার উপযোগী হবে।

ঃ বলো কি!

ঃ ব্যাপারটা তো এই চাচা। এসব রচনা কি কোন প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রী নিজে লেখে? হয় গার্জেনকে দিয়ে, নয় কোন শিক্ষককে দিয়ে লিখে নেয়।

ঃ তা অবশ্য ঠিকই। বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে গেলে এমনটিই স্বাভাবিক।

ঃ সেই জন্যেই তো আন্টিকে বলছি। প্লিজ আন্টি, একটু সময় করে লিখে দিন, প্লিজ। নইলে আর কার কাছে যাবো আমি?

বইঘর.কম ও রোকন

পুনরায় আপত্তি তুলে বিলকিস আরা বললো– না- না, বলছিই তো, আমার সময় নেই। তাহলে এক কাজ কর। এই সাদিক সাহেবকে দিয়েই লিখেনে। উনার চিন্তাভাবনা-জ্ঞানবুদ্ধি খুবই উন্নত। উনিই রচনাটা ভালো লিখতে পারবেন। কি পারবেন না?

বিলকিস আরা সাদিকুল হককে প্রশ্ন করলো। "তুমি" থেকে হঠাৎ "আপনিতে" উঠে আসায় সাদিকুল হক থমকে গেলো খানিকটা। থমমত করে বললো– তা লেখার যদি কেউ না–ই থাকে, তাহলে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি।

হো- হো করে হেসে উঠলেন মিঃ পিটার। বিলকিস আরা প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার, হঠাৎ হেসে উঠলেন যে?

মিঃ পিটার বললেন– হাসবো না? সোনারের কাজ কামারকে দিয়ে করাতে চান আপনি। এটা শুনলে না হেসে উপায় আছে?

এরপর সাদিকুল হকের প্রতি ইংগিত করে বললেন– এ রকম একটা রচনা লেখা কি এর মতো একজন হাফ এডুকেটেড মামুলি লোকের কাজ? না, লিখলে তা কোন রচনা হবে? এ জন্য পেটে যথেষ্ট বিদ্যা থাকা চাই। হয় আপনি লিখে দেন, নয় আমি লিখে দেবো। আশা যখন করেছে সে, একটা পুরস্কার তাকে পাইয়ে দিতেই হবে।

বিলকিস আরা খুশি হয়ে বললো– তাহলে আপনিই ওটা লিখে দিন কাইন্ডলি। ছুটিতে বাড়িতে আছেন, এখন আপনার অনন্ত অবসর।

ঃ হ্যাঁ, তা যদি বলেন, তাহলে আমিই লিখে দেবো। যাকে তাকে দিয়ে লিখিয়ে ওর আশাটা মাটি করা যাবে না।

ঃ গুড্। তাহলে আর চিন্তা নেই হাফিজ। উনিই লিখে দেবেন। তোর সমস্যা সলভড।

মিঃ পিটারকে উদ্দেশ্য করে আবু হাফিজ বললো– কবে নাগাদ দেবেন আঙ্কেল।

ঃ কবে? ওটা তৈরি করে দু'একদিনের মধ্যেই আমি তোমাকে দিয়ে যাবো। তুমি নিজের হাতে কপি করে সাবমিট করবে।

ঃ তা খেয়াল রাখবেন আঙ্কেল। হাতে কিন্তু সময় মাত্র চার দিন। পাঁচদিনের দিন ওটা দাখিল করতে হবে।

ঃ আরে নো চিন্তা। জেন্টলম্যান'স ওয়ার্ড ইজ'ল। একি কোন ফালতু লোকের কথা?

এই সময় চা-নাশতা নিয়ে হাজির হলো আকরাম শেখ ও কাজের ঝি। কাজের ঝি নাশতার ট্রেটা বিলকিস আরার সামনে নিয়ে রাখলো। আকরাম শেখ পেয়ালায় চা তৈরি করতে লাগলো। তা দেখে সাদিকুল হক উঠে পড়তেই বিলকিস আরা বললো– আরে সেকি! নাশতা এসে গেছে, আপনিও আমাদের সাথে শরিক হোন।

সাদিকুল হক আপত্তি করে বললো–নাশতা? না- না, এখন আর নাশতা করতে পারবো না। দুপুর হয়ে গেছে। গোসল করে ভাত খাবো এখন। এরপরই ছুটতে হবে লাইব্রেরিতে।

ঃ তাহলে অন্তত চা খান এক পেয়ালো।

ঃ চা?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, চা। একেবারে কিছুই খাবেন না, তা কি করে হয়। নিন, ধরুন-

বিলকিস আরা চায়ের কাপ বাড়িয়ে ধরলো। সাদিকুল হক বাধা দিয়ে বললো- জীনা, জীনা। চাও খেতে পারবো না। এখন চা খেলে ভাতের ক্ষুধা একদম নষ্ট হয়ে যাবে। আপনারা খান। স্যার তো ফিরলেন না, অনেক দেরী হয়ে গেল। আমি যাই–

www.boighar.com

দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল সাদিকুল হক। তা দেখে মিঃ পিটার বিস্মিত কণ্ঠে বললো– তাজ্জব! মিস্ বিউটির হাতের চা প্রত্যাখ্যান করে চলে যায়, এ আবার কোন বুদ্দু! দিন দিন, আমার্কে দিন ওসব।

ooo ooo ooo

জেন্টলম্যানের ওয়ার্ড 'ল' আর হলো না। দু'একদিন তো দূরের কথা, চারদিনের দিনও মিঃ পিটারের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। সামনে আর একটা মাত্র বেলা। আগামীকাল বেলা বারোটার আগেই রচনা সাবমিট করার শেষ সময়।

সাদিকুল হক গোসল করতে যাচ্ছিল। এই সময় আবু হাফিজ এসে কাতর কণ্ঠে বললো– চাচা, আমার আশা-ভরসা সব শেষ হয়ে গেল। লোকটা আমাকে শেষ পর্যন্ত ডুবিয়েই ছাড়লো। দু'একদিনের মধ্যেই রচনাটা লিখে এনে দিয়ে যাবে, ওয়াদা করে গেল। অথচ আর তার পাত্তা নেই।

সাদিকুল হক বিস্মিত কণ্ঠে বললো– কেন, উনি কি লেখাটা দিয়ে যান নি?

ঃ জী না চাচা। আজকের এই বেলাটুকুই বাকি। অথচ এখনও তার পাত্তা নেই।

ঃ তার মানে! বড় গলায় বললেন– জেন্টলম্যানস ওয়ার্ড ইজ 'ল'। কি রকম জেন্টলম্যান উনি?

ঃ জেন্টলম্যান না ছাই। আস্ত একটা চিট। ভদ্রতাই যে শেখেনি, সে আবার জেন্টলম্যান। জ্ঞানের পরিমাণও খুবই কম চাচা। ও আর লিখবে কি? তা সে যাক, এরার আপনি আমাকে উদ্ধার করুন চাচা। আজ লাইব্রেরিতে না গিয়ে কাইন্ডলি আমার রচনাটা লিখে দিন।

ঃ বলো কি! লাইব্রেরিতে না গিয়ে?

ঃ কোন অসুবিধে হবে না চাচা। আন্টিকে দিয়ে আমি লাইব্রেরিয়ান সাহেবকে টেলিফোন করাচ্ছি। চাবিটা রফিক গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমার এ কাজটা আপনাকে করতেই হবে চাচা। দোহাই।

সাদিকুল হক চিন্তায় পড়ে গেল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো– আচ্ছা ঠিক আছে। টেলিফোন করানোর দরকার নেই। সকাল সকাল লাইব্রেরিতে গিয়েই আমি লেখাটা শুরু করি। খারাপ আবহাওয়ার জন্য লাইব্রেরিতে ভিড় খুব কমে গেছে। কাজ তেমন নেই। টুকটাক যা আছে তার ফাঁকে ফাঁকে লাইব্রেরিতে বসেই রচনাটা লিখে ফেলতে পারবো।

আশান্বিত কণ্ঠে আবু হাফিজ বললো–চাচা!

ঃ লাইব্রেরি থেকে ফিরতে অবশ্য রাত আটটা সাড়ে আটটা হবে। তুমি তখনই কপি করা শুরু করবে। বাকিটুকু সকালে শেষ করে আমাকে দেখাবে আর তারপর ওটা নিয়ে গিয়ে জমা দেবে। ঠিক আছে?

উল্লসিত হয়ে উঠে আবু হাফিজ বললো– বিলকুল-বিলকুল। চাচা, ইউ আর রিয়ালি মাই চাচা।

কথামতোই কাজ হলো। সাদিকুল হক লেখাটা এনে দিলে আবু হাফিজ সেটা কপি করে সাদিকুল হককে দেখালো এবং যথাসময়ে সেটা যথাস্থানে জমা দিয়ে এলো। মিঃ পিটার এর মধ্যেও ফিরলেন না, ফেরার দরকারও আর ছিল না।

দিন দুইয়েক পরে লাইব্রেরির উদ্দেশে বেরুতেই সাদিকুল হক বিলকিস আরা বিউটির সামনে পড়ে গেল। সাদিকুল হককে দেখেই বিলকিস আরা প্রশ্ন করলো– সেকি! এত সকাল সকাল যাচ্ছেন কোথায়? লাইব্রেরিতে বুঝি?

সাদিকুল হক বললো– জী হ্যাঁ, ঐদিকেই যাচ্ছি।

ঃ কিন্ত আপনার লাইব্রেরির টাইম তো দুটো থেকে। লোকজন আসে আড়াইটা-তিনটায়। এখনও একটাই পুরোপুরি বাজেনি। এত সকালে আপনি–

সাদিকুল হক বাধা দিয়ে বললো– দাঁড়ান দাঁড়ান। ব্যাপারটা কি বলুনতো? হঠাৎ যে বড় "আপনি আপনি" শুরু করেছেন? "তুমি" বলাতে কি নাখোশ ছিলাম আমি?

মাথা নিচু করে বিলকিস আরা ঈষৎ হাস্যে বললো– কেন আপনি নাখোশ ছিলেন না, সেটা আপনিই জানেন। আসলে তো নাখোশ থাকাই আপনার উচিত ছিল।

ঃ কেন বলুন তো?

ঃ আপনার চেয়ে বয়সে আমি ছোট। অথচ ছোট হয়ে আমি "তুমি-তুমি" করবো, আর বড় হয়ে আপনি "আপনি-আপনি" করবেন, এটা তো স্বাভাবিক নয়। আপনি না হয়ে অন্য কেউ হলে এতে নাখোশ হতেন জরুর।

ঃ ও, এই কথা?

ঃ আপনি যখন "আপনি-আপনি" ছাড়লেন না, তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই "তুমি তুমি" ছাড়তে হলো। অন্যায় করেছি কি কিছু?

বিলকিস আরা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। সাদিকুল হক নির্বিকার কণ্ঠে বললো– দেখুন, অতশত ন্যায়-অন্যায় বুঝিনে। আপনি আমাকে "তুমি" বললেও বেজার নই," "আপনি আপনি" বললেই খুশি নই। যা বলবেন তাই সই। আমার কাছে এটা কোন বড় কথা নয়।

ঃ তা না হতে পারে। কিন্তু আমি আমার ভুলটা সংশোধন করলাম। তা যাক, এত সকাল সকাল লাইব্রেরিতে যাচ্ছেন যে? কোন ফাংশান টাংশান আছে নাকি?

ঃ জী না। আমাকে একটু অন্য জায়গায় যেতে হবে। সেখান হয়ে লাইব্রেরিতে যাবো।

ঃ অন্য জায়গা! কোথায়?

ঃ আপনার বান্ধবী ঐ জোবেদা আক্তার সাহেবার বাড়িতে।

দুই চোখ বড় বড় করে বিলকিস আরা বললো– জোবেদা আক্তারের বাড়িতে! কেন, ব্যাপার কি?

ঃ এমন কিছু নয়। গতকাল উনি লাইব্রেরিতে নোট করতে এসে এই হ্যাণ্ডব্যাগটা ফেলে গেছেন। এটা পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

সাদিকুল হকের হাতের হ্যাণ্ডব্যাগটার উপর এতক্ষণে নজর পড়লো বিলকিস আরার। বললো–ওমা সেকি! জোবেদার হ্যাণ্ডব্যাগ?

ঃ জী। উনি ভুল করে ফেলে গেছেন।

ঃ আপনি তাই পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন ওটা?

ঃ জী -জী।

ঃ তা আপনি নিজে কেন? কোন দপ্তরী-পিয়নকে দিলেও তো তারা ওটা পৌঁছে দিয়ে আসতে পারতো।

ঃ না তা হয় না। ব্যাগটায় কি আছে আমি তা খুলে দেখিনি। পরের ব্যাগ খুলতেও চাইনে। মূল্যবান কোন কিছু থাকতেও তো পারে। দপ্তরী-পিয়নকে দেই এটা কি করে?

ঃ তাই নিজের হাতে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন?

ঃ জী হ্যাঁ।

ঃ না দিয়ে স্বস্তি পাচ্ছেন না বুঝি?

ঃ পাই কি করে, বলুন? উনি হয়তো ব্যাগটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাচ্ছেন। সকালেই পৌঁছে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু সময় পেলাম না। এখনও না পৌঁছালে চলবে কেন? যত সত্বর সম্ভব এখনই পৌঁছাতে হবে।

বিলকিস আরা বিউটি কটাক্ষ্য করে বললো– বাব্বা! এতটাই টান? সাদিকুল হক চোখ তুলে বললো– জীনা, টান নয়। এটা ভদ্রতা।

ooo ooo ooo

আরো একদিন পরে মিঃ পারভেজ আহমদ পিটার্ হাসতে হাসতে এসে হাজির হলেন জজ সাহেবের বাড়িতে। তাঁকে দেখেই বিলকিস আরা অভিযোগ করে বললো– এ আপনার কেমন ভদ্রতা বলুন তো? কথা দিয়ে ছেলেটাকে এভাবে ভাঁড়ালেন?

মিঃ পিটার বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– কই, কাকে কথা দিলাম আর ভাঁড়ালাম কাকে?

বইঘর.কম ও ব্লোকন

ঃ কেন, আবু হাফিজকে? তাকে রচনা লিখে দেবেন বলে কথা দিয়ে গেলেন আর এরই মধ্যে তা ভুলে গেলেন?

এতক্ষণে খেয়াল হলো পিটার সাহেবের । হেসে উঠে বললো– ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তা দিয়েছিলাম বটে। কিন্তু সময়টা আর পেলাম কৈ?

ঃ সময় পেলেন না?

ঃ জী না। এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ফিরে আসতে আর মন চাইলো না। ওখানেই থেকে গেলাম। এই গতকাল এসেছি।

ঃ তাজ্জব! এই আপনার দায়িত্ব বোধ? হাফিজের কথাটা একটুও ভাবলেন না?

ঃ কেন, তার রচনা কি জমা দেয়া হয়নি?

ঃ আপনার আশায় থাকলে তো হতোই না আদৌ। আপনার আশা ছেড়ে দেয়ার জন্যই জমা দেয়া হয়েছে।

ঃ ফাইন! তা আপনিই লিখে দিলেন বুঝি?

ঃ আমার সে সময় কোথায়? ঐ সাদিক সাহেবই লিখে দিলেন অগত্যা।

মিঃ পিটার লাফিয়ে উঠে বললেন॥সাদিক সাহেব! কোন সাদিক সাহেব? ঐ যে আপনাদের এখানে থাকে আর লাইব্রেরিতে কাজ করে, সেই লোক?

ঃ হ্যাঁ, সেই লোকই।

www.boighar.com

ঃ কি সর্বনাশ! ওকে দিয়ে লেখালেন কেন? কি জ্ঞান আছে ঐ অশিক্ষিত ফালতু লোকটার? লেখা জানে না, পড়া জানে না– না। হাফিজের আশাটা বরবাদ হয়েই গেল।

ঃ তবু তো লেখা একটা জমা দিতে পেরেছে সে। আপনার আশায় থাকলে তো ওটুকুও হতো না।

ঃ না দেয়াই ভালো ছিল, না দেয়াই ভালো ছিল। ঐ একটা রাবিশ লেখা জমা দেয়ার চেয়ে না দেয়াই ভালো ছিল। এ জন্যে হাফিজকে যারপর নাই শরম পেতে হবে বলে দিলাম। উপহাসে পড়তে হবে।

রচনার ফল বেরোলো দশ-বার দিন পরেই। ফলাফল জেনে আসার পর আবু হাফিজের অবস্থা দেখে বিলকিস আরা বিউটি শংকিত হয়ে উঠলো।

বিলকিস আরা ড্রইংরুমেই বসেছিল। আবু হাফিজ এসে তাকে ড্রইয়ংরুমে দেখেই দুইহাতে মাথা ধরে বসে পড়লো সামনা সামনি। বিলকিস আরা ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো– তোর রচনার ফলাফলটা কি জানতে পারলি?

মুখে কিছু না বলে সম্মতিসূচকভাবে একটুখানি মাথা নাড়লো আবু হাফিজ। বিলকিস আরা ফের প্রশ্ন করলো–কি, খবর কি?

আবু হাফিজ মাথা তুলে ম্লানকণ্ঠে বললো– খুব খারাপ আন্টি, যারপর নাই খারাপ।

ঃ বলিস্ কি!

ঃ শরমে এখন আমার কেবলই মাটির মধ্যে মুখ লুকোতে ইচ্ছে হচ্ছে। এমন পরিস্থিতি হবে জানলে কি রচনাটা আমি ওকে দিয়ে লিখে নিতাম? ভাবলাম কি আর হলো কি!

ঃ সে কি! ব্যাপারটা এতই খারাপ?

ঃ এতই খারাপ আন্টি। ঐ একটা লাইব্রেরি সহকারী আমাকে যে এ অবস্থায় ফেলবে তা কি জানতাম? ফলাফল জানার পর আমি কোন পথে দৌড় দিয়ে পালাবো তার দিশে করতে পারলাম না।

হতাশায় ভেঙে পড়লো বিলকিস আরা। আফসোস করে বললো– মিঃ পিটার তো তাহলে ঠিকই বলেছিল। বলেছিল, লোকটা তোকে ডুবাবে। হলো তো তাই-ই। লোকটার দেখছি বাইরেই কেবল লেকচার। জ্ঞানের মাত্রা যাচ্ছে তাই।

ঃ যাচ্ছে তাই– যাচ্ছে তাই। তা না হলে কি এমনটি হয়? কর্তৃপক্ষরা কি এভাবে বলেন?

ঃ কি বললেন তাঁরা?

ঃ বললেন, গত সাত বছরের মধ্যে এত উন্নত মানের রচনা একটাও তাঁদের হাতে আসেনি।

বিলকিস আরা হোঁচট খেয়ে বললো– কি বললি!

ঃ আরো বললেন–ভারসিটির শিক্ষকেরা লিখলেও এমন যুক্তিগ্রাহ্য অনন্য রচনা তাঁদের মধ্যে কমজনই লিখতে পারতেন।

ঃ হাফিজ!

ঃ বললেন, 'এ' 'বি' দুই গ্রুপের মধ্যেই আমার রচনাটা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে।

বিলকিস আরা বিরক্তিভরে বললো– আমার সাথে রসিকতা করছিস হাফিজ? এটা কি রসিকতার বিষয়?

বলেই চললো আবু হাফিজ– জেলা সাংস্কৃতিক সংস্থার সর্বোচ্চ পুরস্কার গোল্ড মেডেল। এই গত সাত বছরের মধ্যে ঐ সোনার মেডেল দেয়ার মতো রচনা তাঁরা একটাও পাননি। এবার তাঁরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমার রচনার পুরস্কার হিসাবে ঐ সোনার মেডেল ঘোষণা করেছেন।

বিলকিস আরার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো– ইউ স্টপ্। আমাকে অপমান করার জন্যই এসব বলা হচ্ছে, তাই নয়? কারণ, ওকে দিয়ে লিখে নেয়ার কথাটা আমিই বলেছিলাম।

ঃ আন্টি!

ঃ এ সব বলার অর্থ কি?

ঃ কি অর্থ, তা কর্তৃপক্ষই জানেন। তাঁরা যা বললেন, তাই আমি বলছি।

ঃ তুই থামবি?

ঃ আচ্ছা থামলাম। সত্যিটা বলতে যখন দেবেন না, বলবো না। বিভ্রান্তভাবে চেয়ে বিলকিস আরা বললো– তার মানে?

এসব সত্যি?

ঃ একশোভাগ সত্যি।

ঃ সত্যি? তার প্রমাণ?

ঃ আমি তো নিজেই বলছি।

ঃ তোর মুখের কথা বিশ্বাস করিনে। বড় বাঁদরামী শুরু করেছিস। প্রমাণ দেখা।

ঃ এই নিন, দেখুন–

জামার পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বিলকিস আরার হাতে দিয়ে ফের বললো–পুরস্কার নিতে যাওয়ার জন্য আমার নামে এই চিঠি ইস্যু করা হয়েছিল। ইস্যু রেজিস্টারে সই করে ওটা আমি হাতে হাতে নিয়ে এলাম।

কম্পিত হস্তে চিঠি খুলে দেখে বিলকিস আরার সর্বাঙ্গই কাঁপতে লাগলো থর থর করে। ঘটনা সত্য। সকল রচনার মধ্যে আবু হাফিজের রচনা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে। সাংস্কৃতিক সংস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার সোনার মেডেল পাওয়ার যোগ্যতা সাত বছর পরে আবার আবু হাফিজ অর্জন করেছে। সাংস্কৃতিক সংস্থা একথা সানন্দে আবু হাফিজকে জানিয়েছে। পুরস্কার গ্রহণের দিন চলতি মাসের পনের তারিখ। সবশেষে পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক সংস্থার সীল-স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখে বিলকিস আরা আনন্দে চিৎকার দিয়ে বললো– হাফিজ!

আবু হাফিজ বললো– এবার বিশ্বাস হয়েছে আন্টি?

আবু হাফিজকে আবেগভরে জড়িয়ে ধরে বিলকিস আরা বললো- ওরে সোনামণি, প্রথমে তুই আমাকে এভাবে বিভ্রান্ত করলি কেন, বল?

আবু হাফিজ বললো– আপনাকে তো বিভ্রান্ত করিনি আন্টি। বিভ্রান্ত হয়ে গেছি নিজে আমি। রচনাটা লিখলেন সাদিক চাচা। পুরস্কার প্রশংসা সব কিছু তাঁরই প্রাপ্য। তিনিই এর সাকুল্যে হকদার। অথচ তাঁর কোন নামগন্ধই রইলো না কর্তৃপক্ষ আমাকে ঘিরে যে প্রশংসা জুড়ে দিলেন, তাতে শরমে আমার মাথাটা নত হয়ে এলো। বুজে এলো দুই চোখ।

ঃ হাফিজ!

ঃ তখনও মনে হয়েছে আর এখন অহরহ মনে হচ্ছে, তার প্রশংসা, তার পুরস্কার আমি যেন ছিনতাই করে নিয়ে নিলাম।

বিলকিস আরার কাঁপ তখনও থামেনি। বললো॥কি সাংঘাতিক! এ কি ব্যাপার রে হাফিজ। এত বড় পণ্ডিত লোক তিনি?

ঃ তাইতো দেখছি। এমন ধারণা আমার কিন্তু প্রথম থেকেই হয়েছিল আন্টি। এবার আমি নিশ্চিত, আসলেই উনি একটা ছাইমাখা রত্ন।

ঃ এ্যাঁ! রত্ন?

ঃ আপনিই কেবল কদরটা তাঁর বুঝলেন না।

ঃ হাফিজ!

ঃ জোবেদা আক্তার আন্টি বোধহয় ঠিকই তা বুঝতে পেরেছেন।

শংকিত নেত্রে হাফিজের দিকে চেয়ে রইলো বিলকিস আরা বিউটি।

www.boighar.com

ooo ooo ooo

গড্ডালিকা প্রবাহবৎ দিন কাটছে সাদিকুল হকের। সূর্য উঠছে, সূর্য ডুবছে, রাত আসছে, দিন হচ্ছে ব্যতিক্রমহীন, বৈচিত্র্যহীন। স্রোতেভাসা পানার মতো অবলীলাক্রমে ভেসে যাচ্ছে সাদিকুল হক। কোথায়, তা সে জানে না। কেন, তা সে বুঝে না। গরজও তার নেই এসব জানার-বোঝার।

কিন্তু নিজের মুখ কেউ নিজে দেখতে না পেলেও অন্যে তা দেখতে পায়। যে লক্ষ্য করে সে-ই তা দেখতে পায়। সাদিকুল হকের এই উদ্দেশ্যহীন গতানুগতিক জীবনের প্রতি এতদিন লক্ষ্য কারো বড় একটা না থাকলেও তার শিক্ষার শিখা ফাঁক-ফোকর গলিয়ে যতই বেরিয়ে আসছে বাইরে, ততই সে দৃষ্টি কাড়ছে অন্যের। সৎ-সুন্দর স্বভাবে আর চিত্তহারী চেহারায় পাণ্ডিত্যের পোঁছ পড়লে, বিদগ্ধজন তাতে বিচলিত হবে– এ আর বিচিত্র কি?

কাজের ঝিটা এসে পাক ঘরে পাকের জোগাড় করছে। সাদিকুল হক নিজ বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে একমনে। জানান দিয়ে ঘরে ঢুকলো বিলকিস আরা বিউটি। সে দিকে চেয়েই ধড়মড় করে উঠে বসলো সাদিকুল হক। বিস্মিত কণ্ঠে বললো– একি মেম সাহেব, আপনি হঠাৎ এখানে!

বিলকিস আরা ঈষৎ হেসে বললো-একটু প্রয়োজন পড়েছে, তাই। তা আবু হাফিজের পুরস্কার পাওয়ায় খুশি হয়েছেন নিশ্চয়ই?

ঃ বাহ! হবো না। কত আগ্রহ আর উৎসাহ ছিল এ ব্যাপারে তার। তার সে আগ্রহ চেষ্টা সফল হয়েছে, এটা কি কম আনন্দের কথা।

ঃ কিন্তু সে তো তেমন খুশি হতে পারছে না।

ঃ পারছে না! কেন?

ঃ বলছে, এ পুরস্কার-প্রশংসার কুল্লে হকদার সাদিক চাচা। তার প্রাপ্য সম্পদ আমি যেন ছিনতাই করে নিয়ে নিয়েছি।

সাদিকুল হক হেসে বললো– মনটা তার খুবই সরলতো, তাই এমন ভাবছে। তা যাক, আপনি হঠাৎ–

ঃ আমি আপনাকে দাওয়াত করতে এসেছি। কাউকে দাওয়াত দিতে হলে তার কাছে এসে দিতে হয়। ডেকে নিয়ে দাওয়াত দেয়া বেআদবী। তাই আমি এলাম।

সাদিকুল হক সবিস্ময়ে বললো–সে কি! আপনি আমাকে দাওয়াত দিতে এসেছেন?

ঃ আসতেই হবে। আগে ভাগে বলে না রাখলে কি সময় কালে পাওয়া যাবে আপনাকে? এ শিক্ষা আমার সেবার যথেষ্টই হয়েছে।

ঃ সেবার!

ঃ কেন, ঐ যে ঐ লাইব্রেরিতে। আগে বলে না রাখায় আপনার জন্যে নিয়ে যাওয়া নাশতাটা কি সহজে আপনাকে কবুল করাতে পারলাম?

সাদিকুল হক ফের হেসে বললো– ও আচ্ছা। তা এবার আবার কি কবুল করাতে চান? মানে, কিসের দাওয়াত এনেছেন?

ঃ পিকনিকের। পিকনিকে নিয়ে গিয়ে আপনাকে আচ্ছামতো খাওয়াবো–এই দাওয়াত।

ঃ পিকনিক! কোথায়?

ঃ এই শহরের অনেকখানি বাইরে।

ঃ কারা পিকনিক করছেন? আপনারা?

হ্যাঁ, আমিও এর একজন উদ্যোক্তা। তবে বড় উদ্যোক্তা মিঃ পারভেজ আহমদ পিটার।

ঃ আচ্ছা। কারা-কারা তাহলে এ পিকনিকে থাকছেন?

ঃ আমি, মিঃ পিটার, আমার বন্ধু বান্ধব, মিঃ পিটারের বন্ধু বান্ধব, কিছু গেষ্ট– মানে, তিরিশ-চল্লিশজন লোক আর কি।

ঃ আপনার বন্ধু বান্ধব মানে আপনার ঐ কলেজ ফ্রেন্ডরা আছেন নিশ্চয়ই? মানে,বিজয়, বিপ্লব বিদ্যুৎ সাহেবেরা?

ঃ হ্যাঁ, আছেনই তো, শুধু তারাই নন, আরো বেশ কয়েকজন আছেন। মোটা চাঁদা দিয়েছেন সবাই তাঁরা।

ঃ তাহলে এ পিকনিকে আমাকে ডাকছেন কেন? আমি তো কোন চাঁদা দেইনি।

ঃ আরে আপনাকে দিতে হবে কেন? দশজনের সমান চাঁদা একাই আমি দিয়েছি। আপনি আমার গেষ্ট হয়ে যাবেন।

ঃ আপনার গেষ্ট হয়ে?

ঃ জী। অনেকের সাথেই গেষ্ট থাকবে দু'একজন করে। মিঃ পিটার বললেন, তাঁর গেষ্টের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে নাকি সাতে ঠেকেছে। অবশ্য তা নিয়ে কোন চিন্তা নেই। কয়েকজন আমরা যত চাঁদা দিয়েছি, পঞ্চাশ জন বাড়তি লোক হলেও মোটেই আটকাবে না। আমার তো আর কোন গেস্ট নেই। আপনিই একমাত্র গেস্ট হবেন আমার। আগামীকালই পিকনিক। দাওয়াত দিয়ে গেলাম, আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে। আপনি রেডি থাকবেন কিন্তু।

সাদিকুল হক গম্ভীর কণ্ঠে বললো– তা কথা হলো, আমার তো যাওয়া সম্ভব নয় মেম সাহেব।

বিলকিস আরা হোঁচট খেয়ে বললো–সম্ভব নয়! কেন নয়? আগামীকাল শুক্রবার। লাইব্রেরি আপনার বন্ধ। অন্যান্যদেরও কলেজ-অফিস বন্ধ বলেই শুক্রবার বেছে নেয়া হয়েছে। আপনার অসুবিধেটা কোথায়?

ঃ অনেক অসুবিধে মেম সাহেব। ঐ অস্বস্তিকর পরিবেশে যাওয়া আমার সম্ভব নয়।

ঃ অস্বস্তিকর পরিবেশ!

ঃ আমার জন্য বড়ই অস্বস্তিকর পরিবেশ। আপনি তো জানেনই, মিঃ পিটার আর আপনার কলেজের বন্ধুরা আমাকে কি চোখে দেখেন। ন্যূনতম মর্যাদাও তাঁদের কাছে নেই আমার। পিকনিকে গেলে সকলের উপহাসের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে তাঁদের চরম অবজ্ঞা সইতে হবে আমাকে।

ঃ সাদিক সাহেব!

ঃ সইতে না পেরে বাধ্য হয়েই আমাকে দূরে গিয়ে একাকী বসে থাকতে হবে। অবস্থাটা চিন্তা করুন একবার।

ঃ নানা, একাকী বসে থাকবেন কেন? পরিস্থিতি তেমন হলে, আমিও বসে থাকবো আপনার পাশে। আপনাকে সঙ্গ দেবো, আপনার সাথে গল্প করবো। আপনাকে একা ফেলে একপাও নড়বো না।

ক্লিষ্ট হাসি হেসে সাদিকুল হক বললো–এটা কি একটা কথার মতো কথা বললেন মেম সাহেব? মিঃ পিটার তা সইবেন কেন, আর আপনার বন্ধু-বান্ধবেরাই বা তা মেনে নেবেন কেন? সবাই আপনারা একসাথে উল্লাস করবেন বলেই এই পিকনিকের আয়োজন। বলতে গেলে আপনিই তার কেন্দ্রবিন্দু। আপনি পাশ কাটিয়ে এসে আমার কাছে বসে থাকবেন, এমন অসম্ভব কথা ভাবতে পারলেন কি করে? দরকার হলে তাঁরা চ্যাংদোলা করে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবেন। আমার পাশে বসতে দেবেন না এক মিনিটও।

বিলকিস আরা বিউটি গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখমণ্ডলে কিঞ্চিৎ কালো ছায়া পড়লো। সাদিকুল হক ফের বললো– কথাটা ঠিক কিনা, বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখুন।

ক্ষণকাল নীরব থাকার পর বিলকিস আরা নিঃশ্বাস ফেলে বললো- হ্যাঁ, কথাটা আপনার উড়িয়ে দেয়ার মতো নয়। এমনটি ঘটতেই পারে।

ঃ তাহলে আর আমাকে ওর মধ্যে নেবেন কেন মেম সাহেব? আমাকে হেয় করে, আমাকে ছোট করে আপনার কি লাভ?

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিলকিস আরা বললো- আমার দাওয়াত আমি ফিরিয়ে নিলাম, ফিরিয়ে নিলাম সাদিক সাহেব। ঐ পিক্‌নিকে যেতে হবে না আপনাকে।

ঃ মেম সাহেব!

ঃ কোনভাবেই কারো কাছে আর আপনাকে ছোট হতে দেবো না আমি। কিছুতেই না-

ঃ মেম সাহেব!

বইঘর.কম ও রোকন

মেম সাহেব আর কথা না বলে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পরেরদিন সকাল থেকেই রঙ-বেরঙের লোকজন আর গাড়ি আসতে শুরু করলো জজ সাহেবের বাড়িতে। আট ন'টা পর্যন্ত লেগেই রইল ভীড়। সাদিকুল হক নিজেও বুঝতে পারলো আর দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হলো পিকনিক পার্টির লোক এরা। পিকনিক সংক্রান্ত ব্যাপারে এরা বিলকিস আরার সাথে আলাপ করতে আর বিলকিস আরাকে নিয়ে যেতে এসেছে। ন'টার পর সব ফাঁকা হয়ে গেল। আর কারো আনাগোনা রইলো না। সাদিকুল হক বুঝতে পারলো, বিলকিস আরাসহ সবাই তারা রওনা হয়েছে পিকনিক স্পটের দিকে। হয়তো বা এতক্ষণ পৌঁছে গেছে পিকনিকের জায়গায়।

বেলা বারোটার দিকে চমকে উঠলো সাদিকুল হক। দেখলো, ড্রইংরুমের সামনে ফুলবাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিলকিস আরা বিউটি। ফুলের চারার পরিচর্যা করছে। আবু হাফিজকে সামনে পেয়ে সাদিকুল হক প্রশ্ন করলো- কি ব্যাপার আবু হাফিজ? তোমার আন্টিকে ফুলবাগানে দেখছি যে! উনি পিকনিকে যাননি?

আবু হাফিজ বললো- জী না চাচা।

সাদিকুল হক বিস্মিত হয়ে বললো- সে কি! মনে হলো তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক লোকজন আর গাড়ি এলো সকালে?

ঃ জী, তাই এসেছিল। কিন্তু আন্টি পিকনিকে গেলেন না।

ঃ গেলেন না! কেন?

ঃ সেটা আন্টিই জানেন। আমি কি বলবো। www.boighar.com

ঃ আবু হাফিজ!

ঃ সবাই তাঁকে কত অনুরোধ করে পাঠালেন, কিন্তু আন্টি উপর থেকে নিচে নেমেই এলেন না। উপর থেকেই বলে পাঠালেন, তিনি ভয়ানক অসুস্থ, তিনি শয্যাশায়ী, তাঁর ওঠার সাধ্য নেই। এবারের মতো সবাই যেন মাফ করেন তাঁকে।

ঃ তারপর?

ঃ অনেক সাধাসাধি করেও যখন কাজ হলো না, হতাশ হয়ে সবাই আন্টিকে রেখেই পিকনিকে চলে গেলেন। আমারও যাওয়ার কথা ছিল। চাঁদাও দেয়া ছিল। কিন্তু আন্টি গেলেন না বলে আমিও গেলাম না।

ঃ ব্যাপার কি। উনি ভয়ানক অসুস্থ ছিলেন তো এখনই আবার ফুলবাগানে নেমে এলেন কি করে?

আবু হাফিজ হেসে বললো- আরে অসুখ কোথায় চাচা? আন্টি ঐ হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে যাবেন না বলেই অজুহাত দিয়ে সবাইকে বিদায় করে দিলেন।

ঃ অজুহাত দিয়ে? অসুস্থ নন?

ঃ জী না। উনি ইচ্ছে করেই পিকনিকে যাননি।

সাদিকুল হকের বিস্ময়ের অবধি রইলো না।

তিন.

শুরু হয়েছে মাহে রমজান। রোজা রাখা, ইফতার করা, সেহেরী খাওয়া ইত্যাদি নিয়ে সারা শহর আলোড়িত হয়ে উঠেছে। কিন্তু জজ সাহেবের বাড়িতে এসবের কোন নামগন্ধও নেই। গত এগার মাস তাঁরা যেভাবে চলেছেন, এ মাসেও সেইভাবেই চলছেন। রোজা-রমজান নিয়ে কোন মাথা ব্যথাই নেই তাঁদের। সাদিকুল হক ইফতার ও রাতের খাওয়া ঘরে খায়। শেষ রাতে কাজের মেয়ের আসা ও পাক করা সম্ভব হয় না বলে সাদিকুল হক সেহেরী খায় হোটেলে। লাইব্রেরির সময়টাও বদলে গেছে। সময় এখন এগারটা থেকে চারটে।

বেলা দশটার দিকে দারোয়ান এসে সাদিকুল হককে বললো, সাহেব, গতকাল সন্ধ্যায় কোথায় ছিলেন আপনি? মেম সাহেব আপনাকে খুবই খোঁজা-খুঁজি করলেন।

সাদিকুল হক বললো- কে, মিস্ বিউটি?

ঃ জী- জী। লাইব্রেরিতে যাওয়ার আগেই উনি আপনাকে দেখা করতে বলেছেন। খুবই জরুরি। পারলে এখনই যান।

ঃ ও আচ্ছা, যাচ্ছি।

ড্রইংরুমের দুয়ারে পা দিয়েই সাদিকুল হক দেখলো, রীতিমতো ফলার চলছে ভেতরে। নাশতার নামে ছোটখাটো একটা ভোজ। এই ভোজে অংশগ্রহণকারীরা হলেন মিঃ পিটার ও আরো জনা পাঁচেক অচেনা মেহমান। দুইজন মহিলাও এদের মধ্যে আছেন। আকরাম শেখ পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছে। তদারকি করার নামে একপাশে চুপচাপ বসে আছে বিলকিস আরা ও আবু হাফিজ।

দুয়ারে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে গেল সাদিকুল হক। 'সরি' বলে ঘুরে দাঁড়াতেই মিঃ পিটার বললেন- আরে এই যে, যাও কেন মিয়া? আবু হাফিজকে প্রাইজ পাইয়ে দিয়েছো তুমি। এসো এসো। অমনি অমনি চলে যাও যে! এসো শরিক হও।

খাবারের প্রতি ইঙ্গিত করলেন মিঃ পিটার। সাদিকুল হক বললো- মাফ করবেন। আমি রোজা রেখেছি।

মিঃ পিটার অবজ্ঞার সাথে বললো- এ্যাঁ, রোজা? মানে ঐ না খেয়ে দিন কাটানো? ও আচ্ছা আচ্ছা। তোমাদের তো আবার করতেই হয় এটা।

জবাব না দিয়ে সাদিকুল হক আর পারলো না। বললো, আমাদেরই নয় শুধু, আপনাদেরও করা উচিত। শরীর স্বাস্থ্যতো মা'শা আল্লাহ ভালোই আছে আপনাদের সবার। রোজা রাখা আপনাদের জন্যও ফরজ। অবশ্য করণীয়।

মিঃ পিটার বিস্মিত কণ্ঠে বললো- কি বললে? রোজা রাখবো আমরা? আমরা কি তোমাদের মতো হা'ভাতে যে রোজা রাখতে হবে?

ঃ কি রকম?

ঃ আমাদের কি ভাতের অভাব আছে? আমরা রোজা রাখবো কেন? রোজা রাখবে তোমরা। এই একটা মাস না খেয়ে থাকলে অনেকটা সঞ্চয় হবে তোমাদের। এই যেমন তুমি। লাইব্রেরিতে কাজ করে যে তিন পয়সা মাইনে পাও, তাতে তোমার নুন আনতে পান্তা ফুরায়। একটা মাস এভাবে না খেয়ে থাকলে তোমারও সঞ্চয় হবে কিছুটা। মানে তোমার ভিজে কাপড় শুকোবে কিছুটা।

আমাদের কি এভাবে সঞ্চয় করার দরকার আছে?

ঃ তাজ্জব! লোকে কি ঐ সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যেই রোজা করে?

ঃ তাছাড়া তো আর যুক্তি কিছু দেখিনে।

ঃ আপনাদের চেয়েও অনেক বেশি ধনাঢ্য লোকেরা রোজা রাখে এক মাস। সেটা কি ঐ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে।

ঃ শখ- শখ! নিতান্তই মেদভুঁড়ি বেড়ে গেছে বলে আর পাঁচজনের দেখাদেখি তারা শখ করে অনহারে থাকে।

ঃ ব্যস্! রোজা রাখার ব্যাপারে এই আপনাদের জ্ঞান? পরকালের কথা কি কিছুই মনে আপনাদের আসে না?

ঃ পরকালের কথা!

ঃ রোজা রাখাটা প্রত্যেকটি সুস্থ সবল মুসলমানের জন্যই ফরজ। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে এটা একটি স্তম্ভ। মুসলমানদের জন্যে অবশ্য পালনীয় বিধান। যে অন্যথা করবে পরকালে জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া তার আর কোথাও স্থান নেই।

হো হো করে হেসে উঠে মিঃ পিটার বললো- ও ধর্মের কথা বলছো? পরকাল কি মিয়া? পরকাল বলে কোন কিছু নেই।

ঃ নেই?

ঃ না। ধর্মটা আসলেই একটা ধোঁকা। একমাত্র বোকারা ছাড়া কোন জ্ঞানী লোক ঐ ধোঁকায় ভুলে না। ধর্ম! ছোঃ! প্রগতির পথে অনর্থক এক জঞ্জাল।

মুখ বাঁকা করলো মিঃ পিটার। আর কথা বলার রুচি হলো না সাদিকুল হকের। শয়তানের কাছে যে একেবারেই আত্মসমর্পণ করেছে, তার সাথে আর তর্ক করবে কি? সাদিকুল হক বেরিয়ে আসতেই বিলকিস আরা বললো- এই যে শুনুন, যান কেন? আপনাকে দরকার ছিল আমার।

সাদিকুল হক বললো- পরে আসবো মেম সাহেব। এখন মাফ করবেন।

দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল সাদিকুল হক।

একটু পরে বিলকিস আরা নিজেই এলো সাদিকুল হকের কাছে। বললো- মিঃ পিটারের কথায় মন খারাপ করবেন না। ওর জ্ঞান-বুদ্ধি ঐ রকমই। রোজা আমরা করিনে এটা আমাদের দুর্বলতা। নেহায়েত গাফিলতি। কিন্তু রোজা না রাখার পক্ষে

বইঘর.কম ও রোকন
যুক্তি হিসাবে মিঃ পিটার যেসব কথা বললেন, ওসব আমাদের পরিবারের কারো কথা নয়। কোন উন্মাদেও এমন কথা আজ পর্যন্ত কোথাও কখনো বলেছে বলে বিশ্বাস করিনে আমি।

সাদিকুল হক ম্লান কণ্ঠে বললো- তবু ভালো যে আপনি তা বোঝেন।

ঃ না বোঝার কি আছে? আমাদের ফ্যামিলিতে এসবের প্রচলন অনেক দিন থেকে নেই বলেই আমরা অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তা যাক। এ কাগজটা নিন। এই বইটা যদি আপনাদের লাইব্রেরিতে থাকে, আমার কার্ডে ইস্যু করে নিয়ে আসবেন কাইন্ডলি। খুবই দরকার।

কাগজটা হাতে নিয়ে দেখে সাদিকুল হক বললো- আছে বলেই মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, থাকলে অবশ্যই আনবো। তা আপনি কি আমাকে এই জন্যেই ডেকেছিলেন?

www.boighar.com

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, এ জন্যেই। কোথায় ছিলেন গতকাল সন্ধ্যায়? ইফতার করলেন কোথায়?

ঃ গতকাল ইফতার করেছি ডি. আই সাহেবের বাড়িতে। মানে, জোবেদা আক্তারদের ওখানে।

চোখের দৃষ্টি প্রখর হলো বিলকিস্ আরার। বললো- জোবেদা আক্তারদের বাড়িতে? হঠাৎ ওখানে ইফতার করতে গেলেন যে বড়?

ঃ উনার আব্বা মানে ডি. আই সাহেবের সাথে রাস্তায় দেখা। উনি ছাড়লেন না, তাই।

ঃ এইটেই প্রথম, না আরো দু'একবার ইফতার ওখানে ইতোমধ্যেই হয়েছে?

ঃ জী জী, আরো দু'তিন দিন ইফতার ওখানে করেছি।

বঙ্কিম নয়নে চেয়ে বিলকিস আরা বললো- দু'তিন দিন! ওখানে ইফতার করার এই তোড়জোড়ের হেতু?

ঃ ওঁরা ছাড়েন না যে। বিশেষ করে জোবেদা আক্তার সাহেবা একেবারেই নাছোড়বান্দা!

ঃ নাছোড়বান্দা হলেই যেতে হবে?

সাদিকুল হক হাসিমুখে বললো- যেতে যে ইচ্ছে করে।

অলক্ষ্যে চমকে ওঠে বিলকিস্ আরা বললো-ইচ্ছে করে?

মানে যেতে আপনার ইচ্ছা হয়?

ঃ জী- জী। বাড়িতে ইফতার মানেই বাজারের ছোলামুড়ির সাথে দু'এক পিস্ বেগুনী আর পেঁয়াজী। সবই পোড়া তেলে ভাজা। কাজের মেয়েটার বাড়িতেও রোজাদার আছে। তাদের ইফতারীর জন্যে তাকে সকাল সকাল যেতে হয়। আমার জন্যে বিশেষ কিছু করার সময় পায় না।

ওদিকে জোবেদা আক্তারদের ওখানে ইফতার মানেই রসনাপছন্দ ফলার। লোভটা সামলাই কি করে?

ঃ বটে।

ঃ তাছাড়া, একা একা ইফতার করার চেয়ে রোজাদারদের সাথে ইফতার করার আনন্দই আলাদা।

ঃ তা হোক, তবু এত বেশি বেশি আপনার যাওয়া চলবে না ওখানে।

ঃ যাওয়া চলবে না!

ঃ না। এটা খুব খারাপ দেখায়। পরের ঝামেলা বাড়াবেন কেন দৈনিক?

ঃ না না, মোটেই তাঁরা ঝামেলা মনে করেন না।

ঃ না করুন। তবু যাওয়া আপনার চলবে না। এটা আমি পছন্দ করিনে।

ঃ মেম সাহেব!

ঃ আপনার ঐ রসনাপছন্দ ইফতারীর ব্যবস্থা এখানেই করা হবে।

ঃ এখানে!

ঃ জী, আমিই করবো। আপনাকে তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

ঃ কিন্তু মেম সাহেব-

ঃ মেম সাহেবের প্রতি যদি কিঞ্চিৎ দরদও থেকে থাকে আপনার, তাহলে এই ব্যবস্থাই ফাইন্যাল। কিন্তু-কিন্তু করবেন না।

এই ফাইন্যাল ব্যবস্থাটা কয়েকটা দিন ফাইন্যাল হয়েই রইলো। এরপরেই আবার ফাটল ধরলো ফাইন্যালে। ইফতারী নিয়ে এসে আকরাম শেখ দু'একদিন আবার হতাশ হয়ে ফিরে যেতে লাগলো। সাদিকুল হকের ইফতার জোবেদাদের বাড়িতে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল না। শুনে বিগড়ে গেল বিলকিস আরা।

রমজানের অর্ধেকটা পার হয়ে গেছে। জোবেদাদের বাড়িতে আজ ইফতারের স্পেশাল ব্যবস্থা হয়েছে। মেহমানদের দাওয়াত করে জোবেদা আক্তারের আব্বা ডি.আই. সাহেব ইফতার পার্টি দিচ্ছেন। রোজাদার না হওয়ায় এ পার্টিতে দাওয়াত পাননি জজ সাহেবের বাড়ির কেউ। দাওয়াত পেয়েছে সাদিকুল হক। শুধু দাওয়াতই নয়, কাজে সাহায্য করার জন্যে জোবেদা ও তার আব্বার কাছে ধরাবাঁধা কথা দিতে হয়েছে সাদিকুল হককে। এই সাথে জোবেদা আক্তারের জন্যে লাইব্রেরি থেকে দুইখানা বই নিয়ে যাওয়ার ওয়াদা আছে তার।

দুইখানা বই হাতে আজ সকাল সকাল ঘরে ফিরলো সাদিকুল হক। আকরাম শেখকে খবরটা জানিয়ে দিয়ে জোবেদাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে সে তৈরির হতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে খবর গেল বিলকিস আরার কাছে। আকরাম শেখই পৌঁছে দিল খবরটা। সাদিকুল হক তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ছুটে এলো বিলকিস্ আরা। কোন ভূমিকায় না গিয়ে সে সাদিকুল হককে সরাসরি আক্রমণ করে বললো- কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

সদিকুল হক থতমত করে বললো-জী ইফতারীর দাওয়াত রক্ষায়।

ঃ সেই দাওয়াতটা কোথায়? জোবেদা আক্তারের বাড়িতে?

ঃ জী- জী।

ঃ হাতে আবার বই দেখছি। বই দুটো কার জন্যে?

ঃ ঐ জোবেদা আক্তার সাহেবার জন্যেই। উনি বিশেষভাবে অনুরোধ করে বলেছিলেন।

ঃ বটে! এতটাই গেঁথে গেছেন তাহলে?

ঃ মেম সাহেব!

ঃ ঘরে ফিরুন। ওখানে যাওয়া আপনার হবে না।

ঃ হবে না?

ঃ না, হবে না। ঘরে ফিরে যান। আপনার ইফতারীর ব্যবস্থা আজ নিজে আমি করবো আর নিজে আমি নিয়ে এসে খাওয়াবো।

ঃ জী না, তা হয় না মেম সাহেব।

ঃ হয় না!

ঃ জী না। অন্যদিন হলে হয়তো হতো। কিন্তু আজ তা সম্ভব নয়। ধরাবাঁধা কথা দেয়া আছে আমার। কাজে তাঁদের সাহায্য করবো- এই ওয়াদা করে এসেছি। তার উপর এই বই দুটো জোবেদা আক্তার সাহেবার আজই বিশেষ দরকার। বার বার এ কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আজ আমাকে মাফ করবেন।

বিলকিস্ আরা অসহায় কণ্ঠে বললো- সাদিকুল হক সাহেব!

ঃ কথা দিয়ে কথার অন্যথা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আর চোখ তুলে না চেয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল সাদিকুল হক।

পরেরদিন সাদিকুল হক লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে বাজারে গিয়ে- ইফতারী কিনে নিলো। ঘরে বসে ইফতার করবে বলে ঘরে ফিরে এলো। গতকালের ঐ ঘটনার পর বিলকিস আরা যে আর তার ইফতার নিয়ে ভাববে না, আর আকরাম শেখও ইফতারী বয়ে আনবে না- এ ব্যাপারে সাদিকুল হক নিশ্চিত হয়ে গেল। সাদিকুল হক ইফতার করে মেঝেতে বসে নামাজ পড়ে সেখানেই। কাজের ঝি যথাসময়ে মেঝেতে ফরাশ বিছিয়ে দস্তরখানা পেতে দিলো আর পানি সরবত রেডি করে দিয়ে ইফতারের আগেই বাড়িতে চলে গেল। ফরাশে বসে সাদিকুল হক দোআ দরুদ পড়তে লাগলো আর অপেক্ষা করতে লাগলো ইফতারের সময়ের।

ইফতারের সময় হতে তখনও কিছু দেরী। এই সময় সাদিকুল হকের তামাম ধারণা মিথ্যা করে দিয়ে ইফতারী নিয়ে হাজীর হলো খোদ বিলকিস্ আরা বিউটি। বিশাল এক ট্রেতে হরেক রকম ইফতারী সাজিয়ে নিয়ে বিলকিস আরা এসে সরাসরি ঢুকে পড়লো সাদিকুল হকের ঘরে। তাকে দেখেই " একি- একি" বলতে

বলতে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো সাদিকুল হক। ট্রেটা ফরাশের সামনে রাখতে রাখতে বিলকিস আরা বললো- থাক থাক, উঠে দাঁড়াতে হবে না। বসুন বসুন॥

বলতে বলতে বিলকিস আরা নিজেই বসে পড়লো ফরাশের একপাশে। সাদিকুল হকের ঘোর তখনও কাটেনি। ফরাশের অপরপ্রান্তে বসতে বসতে কেবলই সে বলতে লাগলো- একি একি! এসব কি!

বিলকিস আরা স্মিতহাস্যে বললো- আপনার ইফতারী।

সাদিকুল হক বললো- ইফতারী তো আপনি কেন? আকরাম শেখের হাতেই তো পাঠিয়ে দিতে পারতেন।

বিলকিস আরা ভারী কণ্ঠে বললো- তার হাতে পাঠিয়ে তো কাজ কিছু হলো না। আপনাকে তো বাঁধতে তাতে পারলাম না।

ঃ মানে?

ঃ মানে, জোবেদার হাতে পরিবেশন করা ইফতারীর টান আপনাকে ছাড়াতে পারলাম কই?

ঃ মেম সাহেব!

ঃ তাই নিজেই আমি নিয়ে এলাম, নিজেই পরিবেশন করে খাওয়াবো বলে। দেখি, জোবেদা আক্তারের হাতে এমন কি জাদু আছে॥ যা আমার হতে নেই।

ঃ কি বলছেন এসব?

ঃ এখন থেকে নিজেই আমি আপনাকে ইফতারী এনে নিজে বসে খাওয়াবো- এই কথা বলছি।

ঃ সেকি! তা হবে কেন?

ঃ হবে না?

ঃ জী না। এ কখনো হতে পারে না।

ঃ কি হতে পারে না?

ঃ আপনি নিজেই ইফতারী এনে নিজে বসে খাওয়াবেন- এটা কিছুতেই হতে পারে না।

কুঞ্চিত হলো বিলকিস আরার চোখের ভ্রূ। কটাক্ষ করে বললো- জোবেদা আক্তার নিজে ইফতারী নিয়ে এসে নিজে আপনাকে খাওয়ানোটা হতে পারে নিশ্চয়ই?

ঃ তাঁর কথা আলাদা।

বিলকিস আরা গরম হয়ে উঠলো। গরম কণ্ঠে বললো- কিসে তার কথা আলাদা? আলাদা হলো কি কারণে শুনি?

ঃ তাঁর আর আপনার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক মেম সাহেব। আপনার সাথে তার তুলনা চলে না।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ চলে না! কেন চলে না? তার চেয়ে আমি খাটো হলাম কিসে?

ঃ মেম সাহেব!

ঃ সে কি আমার চেয়ে এতই বেশি সুন্দরী? নিজের মুখ আমি নিজে দেখতে পাইনে। তবু সবাই বলে তার চেয়ে আমি নাকি অনেক বেশি সুন্দরী। এটা কি মিথ্যা?

ঃ জী- না, জী- না। সে কথাতো আমিও আপনাকে প্রথম দিনই বলেছি। আপনার মতো এত সুন্দরী মেয়ে আমি আর কখনো দেখেছি বলে মনে করতেই পারিনে। রূপের প্রশ্নে আপনার পাশে জোবেদা আক্তার সাহেবার দাঁড়াবার কোন স্থানই নেই।

ঃ তবে? সম্পদেই বা আমার চেয়ে সে বড় কিসে? তিন চারটে ভাই-বোন আছে তার। তাদের ঐ সামান্য সম্পদের একটা সামান্য অংশেরই মালিক হবে সে ভবিষ্যতে। আর আমি? আমার আব্বার তামাম ঐশ্বর্যের একাই আমি ভবিষ্যৎ মালিক। তাঁর জমিজমা রাজ্য-ঐশ্বর্য ভবিষ্যতে সবই আমার। তবু আমি জোবেদার কাছে খাটো হলেম কিসে?

ঃ এসব কি বলছেন মেম সাহেব! রূপেও আপনি রাজকন্যা, জন্মগতভাবেও আপনি রাজকন্যা। রাজার মতো ঐশ্বর্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান আপনি। অপরদিকে জোবেদা আক্তার সাহেবা একটা সাদামাটা মেয়ে। এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা তিনি। তার পেছনে না আছে রাজ্য-ঐশ্বর্য, না তিনি রাজকন্যা। তাঁর সাথে খামাখা কেন নিজেকে আপনি তুলনা করছেন বারবার?

ঃ করছি এই কারণে যে, জোবেদা আক্তারের চেয়ে আমি খাটো হলেম কিসে, তা জানার জন্যে।

ঃ কে বললো তাঁর চেয়ে আপনি খাটো?

ঃ আপনিই বলছেন। মুখে না বললেও কাজে তাই প্রমাণ করে দিচ্ছেন।

ঃ আমি? একি বলছেন?

ঃ তা যদি নয়, তাহলে আমার চেয়ে তার প্রতি এত বেশি আকর্ষণ কেন আপনার?

ঃ মেম সাহেব!

ঃ আমাকে পাশ কাটিয়ে তার দিকে ছুটছেন কেন বার বার?

সাদিকুল হক দিশেহারা হয়ে গেল। বললো- একি বলছেন মেম সাহেব! এ কি উদ্ভট কথাবার্তা আপনার? আপনার কি মতিভ্রম হয়েছে?

ঃ এতদিন হয়নি, দিনে দিনে আপনিই আমার এই মতিভ্রম ঘটাচ্ছেন। রাজ্য আর রাজকন্যার লোভে লোকে প্রাণ দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। আপনার কি সে লোভ একটুও নেই? বলুন, আছে কিনা?

সাদিকুল হক হতভম্ব হয়ে গেল। মৃদু মৃদু কাঁপ ধরলো শরীরে। চোখে-মুখে ফুটে উঠলো বিন্দু বিন্দু ঘাম। অনেক্ষণ নীরব থাকার পর সে ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে

বইঘর.কম ও রোকন

বললো- মেম সাহেব, রাজ্য ও রাজকন্যার লোভ আমার কোনকালেই ছিল না, আজও নেই। এ জন্যেই আমার এই ছন্নছাড়া জীবন। সেসবের প্রতি কোন আকর্ষণ কোনদিনই পয়দা হয়নি দীলে আমার, হবেও না কোনদিন।

ঃ সাদিক সাহেব!

ঃ হতেও তা দেবো না আমি কিছুতেই।

ঃ বটে! এই জন্যেই এভাবে এড়িয়ে চলছেন আমাকে? আমার প্রতি তাহলে কোন দরদই পয়দা হয়নি আপনার মধ্যে? যত দরদ সব ঐ জোবেদা আক্তারের প্রতি?

www.boighar.com

ঃ এভাবে বলবেন না মেম সাহেব। আমি অনুরোধ করছি।

ঃ কেন বলবো না? রূপ-ঐশ্বর্যের কথাটা বাদই দিলাম। মানুষ হিসাবে আমারও তো দীল আছে একটা। আর পাঁচজন মেয়ের মতোই মমতাকাতর দীল। সে দীলটার প্রতিও কি কোন মমত্ববোধ নেই আপনার?

ঃ তা থেকেই বা লাভ কি মেম সাহেব! যা হবার নয়, তা নিয়ে উন্মাদ হলে চলবে কেন?

ঃ আমি নিজে উন্মাদ হয়ে পথে পথে ঘুরি, এইটেই কি দেখতে চান আপনি?

ঃ দোহাই মেম সাহেব! আবেগের বশে এমন খামখেয়ালী চিন্তা-ভাবনা মনে কখনও আনবেন না। এর কোন অর্থ নেই। এসব বলা আর শুনা দুইই ক্ষতিকর।

ঃ বলতে আর আসবো না। শুনানো আমার শেষ।·এবার আপনার ভাবার পালা।

সাইরেন বাজলো ইফতারীর। আজান পড়লো মসজিদে। সচকিত হয়ে উঠলো উভয়েই। ইফতারীর সামগ্রী পরিবেশন করতে করতে বিলকিস আরা বললো- নিন মুখে দিন। কোন কিছুই যদি না পারেন, অন্তত এটুকু থেকে বঞ্চিত আমাকে করবেন না।

এক ঢোক পানি খেয়ে রোজা খোলার পর সাদিকুল হক বললো- এতে আপনার দুর্নাম হবে।

ঃ সে ভাবনা আমার, আপনার নয়।

ঃ দুর্নাম হবে আমারও।

ঃ আমি ছাঁদবো সেটা।

ঃ এতে গুনাহ্ হবে আমার। বেগানা নারীর সংস্পর্শে আসা মানে গুনাহগার হওয়া।

ঃ সে গুনাহ আপনার কমানোর চেষ্টা করবো, যথাসম্ভব দূরে দূরে থাকবো।

ঃ আপনার আব্বাই বা মেনে নেবেন কেন এটা? তিনি দেখলে-

ঃ যারপর নেই খুশি হবেন। সেটা কোন চিন্তার দিকই নয়।

ঃ মেম সাহেব!

ঃ আপনার চেয়ে তাঁকে আমি বেশি চিনি। আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। নিন, মুখে দিন এসব। আপনার নামাজের সময় বয়ে যাচ্ছে।

নতমস্তকে সাদিকুল হক বিলকিস্ আরার পরিবেশিত ইফতারী খাওয়ায় মন দিলো অগত্যা।

অতঃপর প্রতিদিন বিলকিস আরাই ইফতারী এনে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগলো এবং আকরাম শেখ তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী সাদিকুল হককে পরিবেশন করে খাওয়াতে লাগলো। খেতে খেতে একদিন সাদিকুল হক আকরাম শেখকে বললো- আসলে কথা কি জানো চাচা, বে-রোজাদারের দেয়া আর পরিবেশন করা ইফতারী নাজায়েয না হলেও কেমন যেন একটু বেমানান মনে হয়।

আকরাম শেখ বললো- অতশত বুঝিনে বাপু। তবে রোজাদারকে খাওয়াতে পারলে বে-রোজাদারের কিছুটা সওয়াব তো হয়? হয় কি না, বলুন?

ঃ হ্যাঁ, তা হয়।

ঃ তাহলে? ওটুকুই বা ছাড়বো কেন আমরা?

সাদিকুল হক হেসে বললো- ঐটুকু সওয়াব দিয়ে কি হবে শেখের পো? রোজা রাখলে তো এর চেয়ে ঢের ঢের সওয়াব হয়। রোজা রাখো না কেন তোমরা?

ঃ কেউ রাখে না, আমরা দু' একজন রাখতে চাইলে রাখবো কি করে, বলুন? আপনার মতো হোটেলে গিয়ে তো সেহেরী খেয়ে আসা সম্ভব নয় আমাদের।

ঃ তা অবশ্য ঠিক।

অনতিদূরে দণ্ডায়মান বিলকিস আরা বললো- সাব্বাস শেখের পো। আমার মনের কথাটাই বলেছো।

এইভাবে চলতে লাগলো দিনের পর দিন। সাদিকুল হকের এখন একমাত্র ভাবনা, এ বাড়ির, তথা এ শহরেরও ভাত উঠলো তার। রাজ্য ও রাজকন্যার পাল্লায় আবার সে জড়িয়ে পড়ছে ক্রমেই। এটাকে আর বাড়তে দেয়া ঠিক নয়। বিলকিস আরার এটা একটা কেবলই খেয়াল। ধনীর দুলালী সে। সম্পদশালী ধনীপুত্রের ঘরই বিলকিস আরার যোগ্য স্থান। তার ঘর নয়। বাস্তবের কঠোর আঘাতে বিলকিস আরার এ খেয়াল ছুটে যাবে দু'দিনেই। ভেঙে যাবে ঘর তাদের। অতএব, সময় ফুরিয়ে এসেছে তার। যেভাবেই হোক, এক ফাঁকে পালাতে তাকে হবেই।

অপরদিকে বিলকিস আরার এক চিন্তা, যেভাবেই হোক, জোবেদা আক্তারের মোহ সাদিকুল হককে ছাড়াতে তার হবেই। নিশ্চয়ই সে প্রেমে পড়েছে জোবেদার। জোবেদার মনোভাব তো বিলকিস্ আরা জানেই। জোবেদা আক্তার শুরু থেকেই ডুবে আছে সাদিকুল হকের মধ্যে। পরস্পরের সম্পর্কটা যে গভীর হয়ে উঠছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। নইলে, তার মতো সুন্দরী ধনী দুহিতার প্রতি সাদিকুল হকের আদৌ কোন আকর্ষণ নেই কেন? জোবেদা আক্তার কেড়ে নেবে তার পছন্দের মানুষকে এটা সে সহ্য করতে পারবে না।

বইঘর.কম ও রোকন

জোবেদা আক্তারকে প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে বিলকিস আরা যখন জ্বলে-পুড়ে মরছে, ঠিক সেই মুহূর্তে জোবেদা আক্তারের আব্বা ডি. আই. সাহেব জজ সাহেবের কাছে এলেন জোবেদা আক্তারের শাদীর দাওয়াত নিয়ে। তিনি জজ সাহেবকে জানালেন, ঈদের তিন দিন পরেই জোবেদা আক্তারের শাদীর দিন ধার্য করা হয়েছে, জজ সাহেবকে সপরিবার সেই শাদীর অনুষ্ঠানে অবশ্য অবশ্য হাজির থাকতে হবে।

শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গেল বিলকিস্ আরা। এক ফাঁকে সে জোবেদা আক্তারের আব্বা ডি.আই. সাহেবকে প্রশ্ন করলো- আচ্ছা চাচা, জোবেদার শাদীটা কি নিজেরাই আপনারা ঠিক করেছেন?

ডি. আই সাহেব সবিস্ময়ে বললেন- সে কি আম্মা, এ প্রশ্ন করছো কেন?

ঃ করছি মানে, জোবেদার মত আছে এই শাদীতে?

ঃ মত থাকবে না কেন? তার মতেই তো এই শাদীর ব্যবস্থা করা।

ঃ তার মতেই?

ঃ জী আম্মা। ছেলেটা আমাদের ঐ মহল্লারই ছেলে। ছোটবেলা থেকেই জোবেদার সাথে ছেলেটার জানাশোনা। জোবেদা আক্তার এখন সাফসাফ জানিয়ে দিয়েছে ঐ ছেলেকে ছাড়া আর কাউকেই শাদী সে করবে না। ছেলেটারও ঐ এক কথা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর দেরী করলাম না আম্মা। এ অবস্থা অধিক দিন ঝুলিয়ে রাখলে কখন কি দুর্নাম-বদনাম রটে ভেবে তাড়াতাড়ি ওদের শাদীর ব্যবস্থা করে ফেললাম।

বিলকিস আরার ভেতরে ঝড় উঠলো রীতিমতো। কোনমতে সে বললো- ও আচ্ছা।

ঃ ছেলেটাও গ্রাজুয়েট আম্মা। ডিস্টিংশান পেয়ে বি. এ পাস করেছে। এম. এ তে ভর্তি হবে এই বছর। স্বভাবও চমৎকার। ভদ্র-বিনয়ী, পরহেজগার ছেলে। নামাজ-রোজার প্রতি গভীর মনোসংযোগ।

বলতেই লাগলেন ডি. আই. সাহেব। বিলকিস্ আরার কানে আর কোন কথাই গেল না। চিন্তামুক্তির আনন্দে সে তখন আত্মহারা।

সাদিকুল হক এখন তার। একমাত্র তার একার। আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে পরের দিনই বিলকিস আরা ছুটে এলো জোবেদা আক্তারের কাছে। প্রথমে সে শাদীর ব্যাপারে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে জোবেদার মনের কথা জেনে নিলো। পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে শাদী করছে তারা, এটা জেনে নেয়ার পর বিলকিস আরা জোবেদা আক্তারকে বললো- তুইতো ভাই মনের মানুষ জোগাড় করে নিয়ে কেটে পড়ছিস। এখন আমার কথাটা একটু ভাব।

জোবেদা আক্তার হেসে বললো- ওমা, তোর কথা আর ভাববো কি লো?

একইভাবে হেসে বিলকিস্ আরা বললো- আমাকেও একটা মনের মানুষ জোগাড় করে দে।

ঃ সে কি! তোকে আবার জোগাড় করে দেবো কি? অনেক আগে থেকেই তো তুই জোগাড় করে রেখেছিস্।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জোগাড় করে রাখলাম কেমন? কই, কোথায়?

ঃ কেন? মিঃ পিটার? ওকে নাকি খুব তোর পছন্দ? ওকে জামাই করে নেয়ার জন্যে তোর আব্বাও নাকি ভীষণ আগ্রহী? এখন মওলা বলে ঝুলে পড়।

ঃ ঝুলে পড়বো! কার সাথে? ঐ একটা শেওড়া গাছের সাথে?

ঃ শেওড়া গাছ হবে কেন, ওটাই নাকি মেওয়া গাছ? মেওয়ার লোভে ঐ দিকেই তো শুনি তোদের বাপ-বেটি দুইজনেরই জব্বর ঝোঁক?

ঃ শেওড়া গাছ- শেওড়া গাছ। দিব্যচক্ষু খুলে গেছে আমার। এখন আমি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ওটা একটা নিছক শেওড়া গাছ।

ঃ তাহলে?

ঃ মেওয়া গাছ চাই আমার।

ঃ চাইলেই বা তা পাবি কোথায়? সেটাও তো সঠিকভাবে চেনা চাই।

বিল্‌কিস আরা হেসে বললো- চিনেছি লো, সঠিকভাবেই চিনেছি। তুই এখন সাহায্য কর একটু।

ঃ আমি সাহায্য করবো! সেই মেওয়া গাছটা কোথায় আর কে, তা না জেনেই সাহায্য করবো কি?

ঃ সেই মেওয়া গাছ হাতের কাছেই আছে আমার, আর তুইও তাকে চিনিস।

ঃ আমি চিনি!

ঃ বাহ্! এত যার প্রশংসা করলি এতদিন, আজ আর তাকে চিনেও চিনতে পারছিসনে?

ঃ বলিস কিরে! সে কি তবে ঐ সাদিকুল হক সাহেব?

ঃ চিনতে তাহলে পারলি?

ঃ উনিই তোর মেওয়া গাছ?

ঃ তার চেয়েও অনেক বড়।

ঃ বলিস্ কি! উনি তো একজন পথের লোক। তোদের ভাষায়, অর্ধশিক্ষিত অধমজন।

ঃ ঐ যে বললাম, দিব্যচক্ষু খুলে গেছে আমার। উনার মতো এত উত্তমজন আর আমার নজরে কেউ নেই।

ঃ তাই? তা উত্তম হলো কি করে?

ঃ সে ব্যাখ্যা তোর কাছেও আছে। উনার মতো সুদর্শন পুরুষ এই শহরে দ্বিতীয় পাওয়া ভার।

ঃ তারপর?

www.boighar.com

ঃ তারপর তাঁর চরিত্র। ফেরেশতার মতো পবিত্র তাঁর চরিত্র। মনোমুগ্ধকর আচরণ। তুইই তো একদিন বলেছিলি, মানুষের বড় পরিচয় তার ধনসম্পদ, পদ-পদবী নয়। বড় পরিচয় চরিত্র। নির্মল চরিত্রের আর সৎ, সুন্দর আচরণের এক বিরল মানুষ উনি।

ঃ কিন্তু তুই তো বিরাট এক ধনীর দুলালী। ঐ একজন কাঙালকে শাদী করে কি সুখে থাকবি তুই?

ঃ বাইরের ধনে কাঙাল উনি। মনের ধনে এতবড় ধনী আর কোথায় খুঁজে পাবো আমি, বল্।

ঃ কিন্তু তা দিয়ে তো পেটের সমস্যা মিটবে না। ঘি ভাত ছেড়ে কাঙালের ঘরে গিয়ে শাক-ভাত কি মুখে রুচবে তোর?

ঃ মনে শান্তি না থাকলে ঘি, ভাতও বিষ বরাবর লাগে সই- মনে শান্তি থাকলে শাক-ভাতও মধুর মতো মনে হয়।

ঃ ওমা! তাই নাকি? কিন্তু বড় বিদ্বানও তো নন উনি। তুই একজন এত বড় বিদুষী মহিলা হয়ে-

ঃ বিদ্যার কোন সার্টিফিকেট তাঁর নেই ঠিকই। কিন্তু যেটুকু বিদ্যা তাঁর আছে, অনেক বি.এ. এম. এ-এর মধ্যেও তো সে বিদ্যা দেখলাম না। ওদিকে আবার সার্টিফিকেটের দরকারটাই বা কি? তাকে তো চাকরি করে খেতে হবে না মোটেই। অঢেল সম্পদ আছে আমার। এসব খাবে কে?

কপট গাম্ভীর্য নিয়ে জোবেদা আক্তার বললো- হুঁউ এবার বুঝতে পারছি, অতলে তলিয়ে গেছিস তুই। তা তোর আব্বা কি মেনে নেবেন এটা।

ঃ না নেয়ার কোন কারণই তো দেখিনে। আব্বা বরাবরই তাঁর প্রতি খুবই দুর্বল। আর এখানেই সাহায্যটা চাই তোদের।

ঃ কি সাহায্য চাস্ বল্?

ঃ তোর আব্বাকে আমার আব্বার সাথে কথা বলতে বল্। বলে-কয়ে আমার আব্বাকে রাজি করাতে হবে। আমার হয়ে তোর আব্বাকে এই অনুরোধটা কর তুই।

ঃ বিউটি!

ঃ বেশি বেগ পেতে হবে না। অল্পতেই উনি রাজি হবেন বলেই আমার বিশ্বাস। আমি তাঁর মেয়ে। আমি নিজে তো আর এ নিয়ে তাঁর সাথে আলাপ করতে পারিনে। আমার নিজের ব্যাপার না হলে, আমিই এই ঘটকালীটা করতাম।

" কই, বিল্কিস আরা আম্মা নাকি এসেছে? কোথায় সেই আম্মা আমার?"

জোবেদা আক্তারের আব্বা এসে হাজির হলেন। ছেদ পড়লো তাদের আলাপে।

ooo ooo ooo

ঈদ আসতে এখনো আরো সাত সাতটা দিন বাকি। এরই মধ্যেই আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করেছে জজ সাহেবের গৃহে। ঈদের উল্লাসে মেতে উঠেছেন সবাই। নতুন নতুন জামা, জুতা সাজপোশাক আর নানা কিসিমের কসমেটিক ও পারফিউমারী কেনাকাটা নিয়ে আর সেই সাথে ঈদের দিনে ঘরদোর ও গেট সাজানোর পরিকল্পনা নিয়ে সবাই তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ব্যস্ত হয়ে তৈরি করছেন খাবারের মেন্যু ও মেহমানদের তালিকা।

ছুটির দিন পেয়ে সকাল থেকেই বিলকিস্ আরা সাদিকুল হককে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে ছাড়া বিল্কিস্ আরার কোন কাজই চলছে না। মন ভরছে ন বিল্কিস আরার। সকাল থেকে দুপুরতক্ তাদের সাথে সারা বাজার ওলট-পালট করে কিছুক্ষণ আগে ঘরে ফিরেছে সাদিকুল হক। গোসল করে এসে জোহরের

নামাজ আদায় করার প্রস্তুতি নিতেই জজ সাহেবের খাস চাকর রফিক এসে বললো- বিউটি আন্টি এখনই আপনাকে ডাকছেন হক সাহেব। জজ সাহেবও বসে আছেন আপনার অপেক্ষায়। এখনই ড্রইংরুমে আসুন।

বিব্রত হলো সাদিকুল হক। বললো - কি মুশকিল! নামাজ আদায় করবো এখন, হঠাৎ আবার গরজটা কি পড়লো।

রফিক বললো- আপনাকে নিয়ে কোথায় যেন যাবেন তাঁরা। কি কি যেন কেনাকাটা বাকি আছে আরো। আসুন, শুনে এসে নামাজ আদায় করবেন।

বিরক্তির সাথে সাদিকুল হক ড্রইংরুমে এসে দেখলো, লম্বা এক ফর্দ টেবিলের উপর রেখে মুখোমুখি বসে আছেন বাপ-বেটি। আবু হাফিজ উঁকি দিচ্ছে ফর্দের দিকে। চাকর-নফর ড্রাইভার ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। সাদিকুল হক ঘরে ঢুকতেই বিলকিস্ আরা উল্লাসভরে বলে উঠলো- এই যে, আসুন আসুন। এখনই আবার বাজারে যাবো আমরা। আপনাকেও আমাদের সাথে যেতে হবে। ক্রোকারিজের দিকে যাওয়াই হয়নি। গোলাপজল, সুরমা, আতরসহ অনেক কিছু কেনাকাটা এখনও বাকি। অথচ সময় একদম নেই।

সাদিকুল হক বললো- সময় নেই মানে?

ঃ সময় কোথায়? ঈদ আসতে মাঝে তো আর ছটা দিন মাত্র। কেনাকাটা এখন শেষ না হলে ঘরদোর সাজানোর কাজে লাগবো কখন?

ঃ ঘরদোর সাজানো?

ঃ জী জী। আসুবাবপত্র সেট করা, বেলুন- ফেষ্টুন ঝোলানো, গেট সাজানো, ব্যানার লেখা- মানে হাজারটা কাজ। অনেক দামি দামি মেহমানকে দাওয়াত করা হয়েছে। তাঁদের সামনে 'পুওর শো' হলে কি মুখ থাকবে আমাদের? যান- যান তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আসুন। ঈদকার্ড, টুপি, জায়নামাজ, এসবও কিনতে হবে। আপনার পছন্দ ছাড়া হবে না।

সাদিকুল হকের মন-মেজাজ বিগড়ে গেল। সে জানে, এ বাড়ির দিন তার শেষ হয়ে এসেছে। তাই অধিক তাজিমের মধ্যে না থেকে সে শক্ত কণ্ঠে বললো- তা এ নিয়ে এত ব্যস্ততা কেন মেম সাহেব? এত তোড়জোড় আর হুটপাট কেন? কেন আর কিসের এত যোগাড়যন্তর?

বিল্‌কিস আরা বিস্মিত কণ্ঠে বললো- বাহ্! ঈদ আসছে বছর অন্তর। ঈদ মানেই উৎসব, আনন্দ-খুশি। জাঁকজমকের সাথে ঈদ উদ্‌যাপন করবো না? আনন্দ করবো না ঈদের দিনে আমরা?

ঃ আনন্দ! আনন্দ করবেন ঈদের দিনে?

ঃ কেন, এটা কি অবাক হবার কিছু?

ঃ অবশ্যই অবাক হওয়ার কিছু? ঈদুল ফেতরের ঈদে, মানে একমাস রোজার পর এই ঈদে আপনাদের খুশি হবার কি আছে? আপনাদের খুশি হওয়ার ভিত্তিটা কি?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ সাদিক সাহেব!

ঃ নাখোশ হবেন না মেম সাহেব। ঐ যে কথায় বলে, "কেউ বা নাচে ধনে জনে, কেউ বা নাচে বোঁচা কানে।" ব্যাপারটা যে সেই রকমই।

ঃ তার মানে?

ঃ এ ঈদ, অর্থাৎ এ খুশি আপনাদের জন্যে নয়। এ খুশি আনন্দ এক মাত্র রোজাদারদের জন্যে। এক মাস রোজা রাখার পর এদিন তাদেরই খুশির দিন। আপনারা বে- রোজাদার সবাই। আপনারা এত উল্লসিত হয়ে উঠছেন কি কারণে?

ঃ তাজ্জব! তাহলে কি করবো আমরা? গালে হাত দিয়ে বসে থাকবো ঈদের দিনে?

ঃ তাই থাকাই তো উচিত। এ ঈদের দিন বে-রোজাদার সুস্থ-সবল মুসলমানদের জন্যে আফসোসের দিন, অনুশোচনার দিন। আপনাদের এদিনে আনন্দ-উৎসব করা শোভা পায় না মোটেই।

বিলকিস আরা লা-জবাব হয়ে গেল। হতবাক হলো চাকর-নফর সবাই। মোহবিষ্টের মতো- ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন জজ সাহেব। নিজেকে সংযত করে নিয়ে সাদিকুল নরম কণ্ঠে বললো- নামাজটা আদায় করেই আসছি আমি মেম সাহেব। কোন বেয়াদবী হয়ে থাকলে সবাই আপনারা মাফ করবেন আমাকে।

সাদিকুল হক বেরিয়ে গেল। তবুও কিছুক্ষণ মুখ খুললেন না কেউ। বিল্‌কিস আরা সবিস্ময়ে জজ সাহেবের মুখের দিকে তাকালে জজ সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন- শ্রুতিকটু হলেও কথাটা সে মিথ্যা বলেনি আম্মা! এ ঈদে সত্যিই আমাদের আনন্দ করা সাজে না।

বিলকিস্ আরা বললো- তাই বলে ঈদের দিনে কি চুপচাপ বসে থাকবো আমরা? আনন্দ উৎসব কিছুই করবো না?

ঃ তা কথা হলো, সেই কথাই ভাবছি। এ ঈদে উৎসব করার মুখ আমাদের কোথায়?

ক্ষণিক নীরব থেকে বিলকিস আরা বললো- ঠিক আছে, যাতে করে মুখ থাকে সেই কাজই করবো আমি। রোজা রাখবো আগামীকাল থেকেই। যেগুলো বাদ গেছে যাক, যে ক'টা হাতে আছে এখনও সে ক'টা রোজার সবগুলোই রাখবো আমি। রোজাদারের খাতায় নাম লিখিয়ে নিয়েই ঈদের দিনের খুশি আনন্দ করবো।

জজ সাহেব ফের নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন বিলকিস্ আরার মুখের দিকে।

কাকতালীয় ব্যাপার। ঐদিন বিকেলেই বিশাল এক ইসলামী জলসা শুরু হলো ঈদগাহ মাঠে। ঈদগাহ মাঠ জজ সাহেবের বাড়ির প্রায় কাছেই। বিখ্যাত এক আলেম সাহেব ওয়াজ ফরমাতে লাগলেন এই জলসায়। মাইকে মুখ লাগিয়ে উচ্চস্বরে তিনি বার বার বলতে লাগলেন- " ক'দিন পরেই ঈদ। ঈদ মানে উৎসব, ঈদ মানে খুশি। কিন্তু এ ঈদের দিনের এ খুশি কোন বে- রোজাদারের জন্য নয়। এদিন একমাত্র রোজাদারেরই খুশির দিন। সুস্থ-সবল বে-রোজাদার মুসলমানের এ

বইঘর.কম ও রোকন
দিনে খুশি হওয়ার কিছু নেই। বরং এ দিন তাদের শরম পাওয়ার দিন। লজ্জিত হওয়ার দিন।"

কথাটা জজ সাহেবের বাড়ির সকলের কানেই এসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। জজ সাহেবের কানেও পুনঃ পুনঃ আঘাত করতে লাগলো। শুনতে শুনতে বিমনা হয়ে গেলেন তিনি। চমকে উঠলেন এক সময়। বিপুল পরিবর্তন এলো মনে তাঁর। লাফিয়ে উঠলেন জজ সাহেব। বাড়ির সবাইকে ডেকে হুকুম জারি করলেন- আগামীকাল থেকে এ বাড়ির সকলেরই দিনে আহার বন্ধ। দিনে কেউ কোন কিছু মুখে দিতে পারবে না। রোজা রাখতে হবে সবাইকে। সেই সাথে পাঁচওয়াক্ত নামাজ ধরতে হবে। অন্যথা যে করবে, এ বাড়ি তাকে ছাড়তে হবে সঙ্গে সঙ্গেই।

www.boighar.com

পিতার এই হুকুমজারিতে উল্লসিত হয়ে উঠলো বিলকিস্ আরা। বিগলিত কণ্ঠে সে বললো- এইটেই আপনার কাছে আমার প্রত্যাশা ছিল আব্বাজান। আপনার তরফ থেকে এ উদ্যোগটা আসুক এইটেই কাম্য ছিল আমার।

শেষ রাতে সাদিকুল হক অবাক বিস্ময়ে দেখলো, আলো জ্বলছে জজ সাহেবের বাড়ির প্রতিটি ঘরে। হাঁড়ি-পাতিল ও বাটি বর্তনের সুস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দুপুরে বাজারে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই সে বিস্মিত কিছু হয়েছিল। এবার তার বিস্ময়ের সীমামাত্রা রইলো না।

পরের দিন একটু বেলাতেই ছুটে এলো আবু হাফিজ। ছুটে এসে সাদিকুল হককে সোল্লাসে বললো- ভিকট্রি চাচা, এ গ্লোরিয়াস্ ভিক্ট্রি! বিপুলভাবে জয়ী হয়েছেন আপনি।

সাদিকুল হক বিস্মিত হলো আবার। প্রশ্ন করলো॥ জয়ী হয়েছি মানে?

ঃ মস্তবড় জয়। সিন্ধু জয়ের মতোই মস্তবড় জয়। সবাই আমরা রোজা রেখেছি চাচা। আজ থেকে সবাই আমরা রোজাদার।

সাদিকুল হক বিহ্বল কণ্ঠে বললো- আবু হাফিজ!

ঃ শুধু রোজা নয় চাচা, নামাজও ধরেছি আমরা সবাই। নানাজানের সাথে আমিও আজ নামাজ পড়েছি ফজরের।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ। আর তোমার আন্টি?

ঃ তিনিও, তিনিও। রোজা-নামাজ তিনি সব ধরেছেন। এখন তিনি বিছানায় পড়ে আছেন নানীজানের নামাজ শিক্ষা খুলে নিয়ে।

সাদিকুল হক ফের বললো- সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র!

আরো বিস্ময় অপেক্ষায় ছিল সাদিকুল হকের। ঐদিন ইফতারের আগে সাদিকুল হকের সামনে এসে দাঁড়ালো বিলকিস্ আরা। তার দিকে চোখ তুলে চেয়েই সাদিকুল হক হতবাক হয়ে গেল। আধুনিকা বিল্কিস আরার অঙ্গে আধুনিক পোশাকের লেশ মাত্রও নেই। পরিবর্তে, খাঁটি মুসলিম মহিলার মানানসই পোশাক তার পরনে। ওড়নায় মাথা, মুখ আব্রু করা। দেখেই সাদিকুল হক সানন্দে বলে উঠলো, মা'শা আল্লাহ! এই তো এতদিনে একজন মুসলিম মহিলাকে দেখতে পাচ্ছি এ বাড়িতে। মিস্ বিউটির বিউটি এতে বেড়েছে বই বিন্দুমাত্র কমেনি।

বইঘর.কম ও রোকন

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বিলকিস আরা স্মিতহাস্যে বললো- জীনা জীনা, মিস বিউটি নয়। ঐ মিস্ বিউটি কথাটাও মিস্ করতে হবে এখন আপনাকে। এখন থেকে আমি বিলকিস আরা বেগম। শুধুই বিলকিস আরা বেগম। আমাদের সাথে ইফতারীতে শরিক হওয়ার জন্যে আমি আপনাকে দাওয়াত দিতে এসেছি। মানে, ডাকতে এসেছি আপনাকে। আর কি আপত্তি আছে কিছু?

ঃ জী না, আর একরত্তিও আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা কেবলই আমি ভাবছি।

ঃ কি কথা?

ঃ মিঃ পিটার আপনার এ পরিবর্তন বরদাস্ত করবেন কি করে?

ঃ কেন, তার বরদাস্ত করা না করায় আমার কি এসে যায়?

ঃ তার মানে? তিনি তো আপনার আব্বার উড্‌বি সান-ইন্-ল। আপনার হবু খসম।

ঃ আমার বয়ে গেছে ঐ একটা আস্ত দাঁড়কাককে শাদী করতে।

ঃ সে কি! তাঁকে শাদী করবেন না?

ঃ সেটা কি আজও বুঝতে বাকি আছে আপনার?

ঃ না মানে, তাহলে কাকে শাদী করবেন? শাদী তো করতেই হবে কাউকে?

ঃ সেটা আমি জানিনে।

ঃ কে জানেন? আপনার আব্বা?

ঃ না, তিনিও তা জানেন না।

ঃ তাহলে জানেন কে?

ঃ আপনি।

ঃ আমি! আমি জানবো কি করে?

ঃ সেটাও আমি জানিনে। নিজেকে প্রশ্ন করুন, তাহলে সব কিছুর উত্তর পাবেন।

বিলকিস্ আরা মুখ টিপে সলজ্জ হাসি হাসতে লাগলো। সাদিকুল হক অস্ফুট কণ্ঠে বলল- মেম সাহেব!

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বিলকিস আরা বললো- ফের?

ওসব মেম সাহেব টেম সাহেবও চলবে না। আমি স্রেফ বিলকিস্ আরা। বিলকিস্ আরা বেগম।

ঃ তাজ্জব!

খেয়াল হতেই বিলকিস্ আরা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো- ওহো, আর তাজ্জব হয়ে কাজ নেই, ইফতারের সময় আসন্ন। শিগ্‌গির আসুন। আব্বাজান ইফতারী নিয়ে আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন।

বিলকিস আরাকে অনুসরণ করলো সাদিকুল হক।

ooo ooo ooo

বইঘর.কম ও প্রোকন

কন্যা জোবেদা আক্তারের অনুরোধে ডি. আই. সাহেবকে আসতেই হলো বিলকিস্ আরার শাদীর ঘটকালী করার জন্যে। জজ সাহেবের বাড়িতে এসে কিছুক্ষণ তিনি ভূয়সী প্রশংসা করলেন তাঁদের এই পরিবর্তনের। এরপর জজ সাহেবকে বললেন- তাহলে দোস্ত, আল্লাহ্ চাহে তো আমার মেয়ের শাদীটা হয়েই যাচ্ছে শিগ্গিরই। বিল্কিস্ আরা আম্মার শাদীর কথাটা কি কিছু ভাবছেন?

জজ সাহেব হেসে বললেন- নতুন করে আর কি ভাববো দোস্ত? তার শাদীটাও তো মোটামুটি ঠিক হয়েই আছে। পারভেজ আহমদ পিটারই সেই হবু বর। পিটারের আব্বার সাথে মোটামুটি হয়ে আছে কথাবার্তা।

ঃ তা থাকলে কি হবে? আপনার মেয়ে কি রাজি হবে এ শাদীতে? তাছাড়া ঐ রকম একটা বে-শরা পরিবারের সাথে এখন আর আপনাদের কুটুম্বিতাই বা চলবে কি করে? আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের মধ্যে এই মহৎ পরিবর্তন এনেছেন যখন!

এতক্ষণে হুঁশে এলেন জজ সাহেব। বললেন- তাইতো, তাইতো! বড়ই গুরুতর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তো। না না, ওদের সাথে আর সম্পর্ক করা মোটেই আমার সম্ভব নয়। কখ্খনো এটা হবে না।

ঃ তাহলে?

ঃ তাহলে আর কি? নতুন করে সম্পর্ক আবার দেখতে হবে।

ঃ নতুন করে আবার দেখবেন?

ঃ বাঃ! কি বলেন দোস্ত? মেয়ের আমার শাদী দিতে হবে না?

ঃ সে তো বটেই! সেই কথাই বলছি।

ঃ এ ব্যাপারে আপনিই আমাকে সর্বাধিক সাহায্য করতে পারবেন দোস্ত। অনেক পরহেজগার পরিবারের সাথে আপনার জানাশোনা আছে। ঐসব পরিবার থেকে এক টা এলেমদার ছেলের খোঁজ করে দিন।

ডি. আই. সাহেব এবার হাসিমুখে বললেন- এলেমদার তেমন একটা না হলেও, একটা পরহেজগার সৎপাত্র তো হাতেই আছে আপনার। নতুন করে আর খোঁজাখুঁজির কি দরকার?

জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে জজ সাহেব বললেন- দোস্ত!

ডি. আই সাহেব বললেন- সৎ পাত্র বলতে যা বুঝায়, তার চেয়ে ঢের অধিক সৎপাত্র। চরিত্রবান, দর্শনধারী বিশ্বস্ত। এ রকম ছেলে তো আর একটাও চোখে আমার পড়ে না।

ঃ কার কথা বলছেন?

ঃ সাদিকুল হকের কথা। আপনার প্রাণরক্ষাকারী সাদিকুল হকের কথা।

জজ সাহেব গুম হয়ে গেলেন। প্রস্তর মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ যাবৎ কোন কথাই বললেন না। তা দেখে ডি. আই.সাহেব প্রশ্ন করলেন- কি হলো দোস্ত? নাখোশ হলেন বুঝি?

ঃ অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে জজ সাহেব বললেন- দেখুন দোস্ত, সাদিকুল হকের গুণের কথা যদি বলতে বলেন, সারাবেলা বলেও আমি শেষ করতে পারবো না। এমন

সুদর্শন, সৎ স্বভাবের ছেলে এ বাজারে একেবারেই দুর্লভ। কিন্তু ঐসবই তো শেষ কথা নয়?

ডি. আই. সাহেব সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন- শেষ কথা নয়?

ঃ জী না দোস্ত। ছেলেটা আমার যে উপকার করেছে আর তার যা জ্ঞান বুদ্ধি আর আদব-কায়দা, তাতে মন চায় আমার তামাম সম্পদের অর্ধেকটাই তাকে দিয়ে দিই। কিন্তু তাই বলে আমার শিক্ষিতা কন্যাকেও তার হাতে তুলে দেব, এ কথা কখনো আমি ভাবতেও পারিনে।

ঃ কেন পারেন না?

ঃ সেটা তো আপনার না বোঝার কথা নয় ডি. আই. সাহেব? আমার সমাজ আছে। বিশিষ্ট একটা সার্কল আছে। পাঁচজনের কাছে মুখ দেখানোর প্রশ্ন আছে। মেয়ে আমার অনার্স পড়ে কলেজে। তাকে আমি কি করে ঐ একটা অর্ধশিক্ষিত ছেলের হাতে তুলে দেই বলুন?

ঃ এইটেই কি সত্যিকারের মনের কথা আপনার? তার যদি অঢেল ধন-সম্পত্তি থাকতো তাহলেও কি আপত্তি করতেন আপনি?

ঃ অর্থাৎ।

ঃ তাকে আপনার পছন্দ না করার কারণটা কি ডিগ্রির অভাব না তার দারিদ্র্য? নিঃস্ব মানুষ বলেই কি-

www.boighar.com

তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে জজ সাহেব বললেন- দেখুন দোস্ত, আপনি তো আমাকে ভালোভাবেই জানেন। নিঃস্ব না বিত্তশালী, সেটা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। সে যদি টেনেটুনে পাস করা একটা গ্রাজুয়েটও হতো, কাঙাল-ফকির ওসব কিছুই দেখতে আমি যেতাম না। এমন একজন সৎ, সুন্দর ছেলের হাতে সেধে যেচে তুলে দিতাম বিলকিস্ আরাকে। আমার জামাই গ্রাজুয়েট, বুক ফুলিয়ে এ কথাটা সবার কাছে বলতে পারতাম আমি। কিন্তু আমার বদনসীব, এই আসল দিকটাই বিলকুল তার ফাঁকা।

ঃ এই একটা দিকের জন্যেই আপনার আপত্তি?

ঃ এই একটা দিক-একটা দিক। এইটেই সবচেয়ে বড় দিক আমার কাছে। এই দিকটাই নেই যখন, আমি অনুরোধ করবো, এ প্রসঙ্গ আর টানবেন না।

হতাশ হলেন ডি. আই সাহেব। চিন্তিত কণ্ঠে বললেন- কিন্তু বিলকিস্ আরা আম্মি যে ভালোবাসে তাকে।

চমকে উঠলেন জজ সাহেব। বললেন-ভালোবাসে?

ঃ জী, জান প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

আবার নীরব হলেন জজ সাহেব। অনেকক্ষণ পর স্বগতোক্তি করলেন- কি অদূরদর্শিতা! এটা তো আগেই আমার ভাবা উচিত ছিল।

ঃ জী, কিছু বলছেন?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ এমন একটা সৎ স্বভাবের দর্শনধারী ছেলে চোখের সামনে থাকলে, যে কোন মেয়েই তাকে ভালোবেসে ফেলতে পারে, এ হুঁশটা আমার আগেই হওয়া উচিত ছিল।

ঃ দোস্ত।

www.boighar.com

ঃ এটা একটা মস্তবড় দুঃসংবাদ দোস্ত। সাদিকুল হককে তাহলে তো আর এ বাড়িতে রাখা যায় না। শিগ্‌গির শিগ্‌গির তাকে না সরালে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে।

ডি. আই. সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন- সে কি! তাকে সরিয়ে দেবেন? তবুও তার সাথে শাদী দেবেন না মেয়ের?

জজ সাহেব শক্ত কণ্ঠে বলেন- আমি এক কথার মানুষ দোস্ত। যা বলি, তার নড়চড় হয় না।

ডি. আই. সাহেব তবুও আরো কিছুক্ষণ জজ সাহেবকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু জজ সাহেব পাহাড়ের মতো অটল হয়ে রইলেন। উল্টো আবার তিনিই ডি. আই. সাহেবকে অনুরোধ করে বললেন- দশ হাজার, বিশ হাজার, যা চায় আমি তাই দেবো দোস্ত। সাদিকুল হককে সত্বর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলুন। তাকে আমি আর কিছুতেই এ বাড়িতে অধিক দিন থাকতে দিতে পারিনে।

ঃ এ আপনি কি বলছেন দোস্ত?

ঃ যা বলছি, তাই চূড়ান্ত। যদি পারেন, দয়া করে এই উপকারটুকু আমার করুন। টাকা যা চায় তাই নিয়ে ওকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলুন।

জবাবে ডি. আই. সাহেব ম্লান কণ্ঠে বললেন- না দোস্ত, এতবড় নিষ্ঠুর কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে মাফ করবেন।

রুষ্ট হলেন জজ সাহেব। রুষ্ঠ কণ্ঠে বললেন- তা যদি নয়, তাহলে আর ঐ উদ্ভট প্রস্তাব আমার কাছে দ্বিতীয়বার আনবেন না।

গোস্বাভরে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন জজ সাহেব। দুয়ারের আড়াল থেকে সব কিছু শুনে বিলকিস আরা ছুটে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো তার বিছানায়। হতাশ হয়ে ডি. আই.সাহেব টলতে টলতে পথ ধরলেন গৃহের।

ooo ooo ooo

পিতার মুখে খবর শুনে জোবেদা আক্তার চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিলকিস্ আরার অবস্থার কথা চিন্তা করে দিশেহারা হয়ে গেল। সে আর স্থির থাকতে পারলো না। আর না হোক, এই মুহূর্তে বিলকিস আরাকে কিছুটা সান্ত্বনা দেয়া আশু প্রয়োজন। ঈদের আর একদিন মাত্র বাকি। ঈদের তিন দিন পরেই তার নিজের শাদী। এখনই না গেলে আর সময় হবে না তার। দশদিক চিন্তা করে জোবেদা আক্তার তখনই বিলকিস আরাদের বাড়ির দিকে ছুটলো।

বিছানায় টান হয়ে পড়েছিল বিলকিস আরা। জোবেদা আক্তারকে দেখেই সে হু হু করে কেঁদে উঠে বললো- সব শেষ হয়ে গেলরে জোবেদা। জীবনটা আমার বরবাদ হয়ে গেল।

বইঘর.কম ও রোকন

পাশে বসে সান্ত্বনা দিতে দিতে জোবেদা আক্তার বললো- সব আমি শুনেছি। কিন্তু এতে এত ভেঙে পড়ার কি আছে? কিছু সময় যেতে দে। দেখবি আপছে আপ্ সব ঠিক হয়ে গেছে?

ঃ জোবেদা!

ঃ তোর আব্বা এখন জিদের উপর আছেন। এখনই জিদটা তাঁর পড়বে না। যখন দেখবেন মেয়ে তাঁর দানাপানি ছেড়েছে, সে আর বাঁচে না, জিদ ছাড়তে বাধ্য হবেন তিনি তখন। এছাড়া আমার আব্বাও হাল ছাড়েননি একেবারেই। আমরা সবাই মিলে ঠিক তাঁকে সম্মত করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ।

ঃ সে সময় তোকে দিচ্ছে কে? সাদিক সাহেব যখন শুনবেন, আব্বা তাঁকে টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করতে চাচ্ছেন, তখন কি আর তিনি এক মুহূর্ত এ বাড়িতে থাকবেন? সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবেন।

ঃ আরে শুনবেন কি করে? আমার আব্বা কি আর সে কথা তাকে বলতে যাচ্ছেন? জান গেলেও বলবেন না। তোর আব্বাও মুখ ফুটে একথা তাঁকে বলতে কখনো পারবেন না। বিশেষ করে এই ঈদ মৌসুমে। এ কথা আর তৃতীয় কেউ জানে না। কাজেই, ও নিয়ে তুই ভাবিসনে।

আরো কিছুক্ষণ সান্ত্বনা দেয়ার পর বিদায় নিলো জোবেদা আক্তার। তাকে এগিয়ে দিতে বিলকিস্ আরা উপর থেকে নেমে এলো এবং এক পা দু'পা করে ফটকের প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল।

ফটকে তখন লোকজন কেউ নেই। ফটকের দ্বার খোলা। সেই খোলা দুয়ার দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কে একজন আধপাগলা লোক রাস্তার ওপারে এক কাঠের গুঁড়ির উপরে বসে আপন খেয়ালে গান গাইছে একটার পর একটা। জোবেদা আক্তার আসার সময়ও লোকটাকে ঐভাবে গান গাইতে দেখেছিল। সেই দিকে চাইতে চাইতে জোবেদা আক্তার চলে এলো ফটকে। সে ফটকে আসতেই ঘরেরভেতর থেকে তাকে দেখতে পেলো সাদিকুল হক। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত ইশারা করে জোবেদা আক্তারকে অনুচ্চ কণ্ঠে বললো- এই যে, শুনুন শুনুন-

সাদিকুল হকের ডাক শুনেই জোবেদা আক্তার দ্রুতপদে চলে এলো তার ঘরে। দূর থেকে তা দেখে যারপর নেই কৌতূহলী হয়ে উঠলো বিলকিস্ আরা। ব্যাপারটা কি জানার জন্যে সেও দ্রুতপদে এসে সাদিকুল হকের দুয়ারের আড়ালে দাঁড়ালো এবং কান পেতে রইলো।

জোবেদা আক্তার ঘরের ভেতরে এলে সাদিকুল হক খুবই খুশির সাথে বললো- বড়ই আমার খোশ নসীব যে, ঠিক এই মুহূর্তে আপনাকে আমি সামনে পেয়ে গেলাম। আপনাকে আমার কি দরকারটাই যে পড়েছে, তা বলে বোঝাতে পারবো না।

জোবেদা আক্তার বিস্মিত কণ্ঠে বললো- কি ব্যাপার বলুন তো?

পাশে রাখা সাইডব্যাগের ভেতর থেকে একটা প্যাকেট বের করে সাদিকুল হক বললো- আমার তো দুনিয়ায় কেউ নেই। একমাত্র আপনিই আমার ছোট বহিনের মতো। তাই প্যাকেটটা আপনার হেফাজতে রেখে যেতে চাই। কাউকেই বলবেন না যেন। আদৌ যদি কখনো দরকার পড়ে আমার, আমি চিঠি লিখবো।

আপনি তখন কাইন্ডলি আমার সেই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন এটা, নিন। যন্ত্রচালিতের মতো প্যাকেটটা হাতে নিয়ে জোবেদা আক্তার বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো, কি এটা?

ঃ আমার একমাত্র সম্পদ। কয়েকবার খোয়া যেতে বসেছিল। পথে ঘাটে আবার যদি খোয়া যায়, তাই আপনার কাছে রাখলাম।

ঃ পথে ঘাটে মানে?

ঃ আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি গোপনে।

জোবেদা আক্তার চমকে উঠে বললো- সে কি! আপনাকে কি কেউ এখান থেকে চলে যেতে বলেছে?

ঃ জী না- জী না, তা বলবে কেন? আমি আপন গরজে চলে যাচ্ছি।

ঃ কোথায় যাচ্ছেন?

ঃ জানিনে। পথ যেখানে নিয়ে যায় সেখানে। নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা নেই।

ঃ বলেন কি! তাহলে বিলকিস আরার কি হবে? সে যে আপনাকে গভীরভাবে ভালোবাসে, তাকি জানেন?

ঃ জানি।

ঃ জানেন? আপনি কি তাহলে ভালোবাসেন না তাকে? মানে তার প্রতি কি আপনার কোন ভালোবাসা নেই?

সাদিকুল হক ক্লিস্ট হাসি হাসলো। বললো- সে ব্যাখ্যা আর মুখে দেবো কি বহিন! আমার এই দেহটাই আমি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি কেবল। নিঃস্ব এই দেহটা। আমার সব কিছুইতো পড়ে রইলো তার কাছে। আমার হৃদয়-মন সব। আমার অমিত্বটাও বুঝি আর সাথে করে নিয়ে যেতে পারলাম না। সবই তাকে দিয়ে গেলাম।

ঃ সে কি!

ঃ এ জীবনে এ দুনিয়ায় এমন পাগলের মতো ভালো আমাকে এই একজনই বেসেছিল। একি কখনো ভোলোর?

নিঃশ্বাস ফেললো সাদিকুল হক। জোবেদা আক্তার বিহ্বল কণ্ঠে বললো- সে কি! এ কি বলছেন! এই যদি ব্যাপার, তাহলে তাকে এভাবে ফেলে যাচ্ছেন কেন?

ঃ উপায় নেই,তাই। কাঙালকে বরণ করে কোন রাজকন্যা কখনও সুখী হতে পারে না। কাব্য কাহিনী ছাড়া বাস্তবে তা হয় না। বাস্তবের নির্মম আঘাতে সব ওলট-পালট হয়ে যাবে। তাতে তার জীবনটাও নষ্ট হবে, আমার জীবনটাও নষ্ট হবে। এমন অঘটন আমি ঘটতে দিতে চাইনে। তার চেয়ে এই যে তার স্মৃতিটা বুকে করে নিয়ে যাচ্ছি, অমর-অক্ষয় হয়ে টিকে থাকবে এইটেই। এটাকে আমি নষ্ট হতে দেবো না।

ঃ তাজ্জব! তাই আপনি এটা রেখে চলে যেতে চান?

ঃ জী জী।

ঃ কি এটা?

ঃ আমার পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট।

আবার চমকে উঠলো জোবেদা আক্তার। বললো, পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট! কোন পরীক্ষা পাস করেছেন আপনি?

ঃ সবগুলো। শুরু থেকে বি. এ. অনার্স, এম. এ. সবগুলো। সবগুলোতেই ফার্স্ট ডিভিশন আর ফার্স্টক্লাস। এদিক দিয়ে ঐ কাগজগুলো খুব মূল্যবান।

বিলকিস্ আরা আর চুপ থাকতে পারলো না। সে ডুকরে উঠে বললো- ওরে জোবেদারে, আমার আব্বাকে দেখা! ঐ সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে গিয়ে আমার আব্বাকে দেখা শিগ্‌গির।

খেয়াল হতেই জোবেদা আক্তার শশব্যস্তে বলে উঠলো- হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো! তাই-ই করতে হবে। এ অবস্থায় এইটেই এখন একমাত্র করণীয়।

ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জোবেদা আক্তার। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো বিলকিস আরা। হতভম্ব অবস্থায় সাদিকুল হক দাঁড়িয়ে রইলো হতবাক হয়ে। এ অবস্থার জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ঘরে ঢুকেই বিলকিস্ আরা প্রশ্ন করলো- কোথায় যাবেন আপনি?

সম্বিতহীনের মতো সাদিকুল হক বললো- এ্যাঁ? www.boighar.com

ঃ আমাকে না জানিয়ে কোথায় যাচ্ছেন পালিয়ে?

সম্বিত ফিরে পেয়ে সদিকুল হক বললো- পথে। পথের মানুষ আমি, পথেই নেমে যাচ্ছি।

ঃ তাহলে আমিও যাবো আপনার সাথে।

ঃ কোথায়?

ঃ পথে-প্রান্তরে, গাছতলায় যেখানে আপনি যাবেন, সেখানে। পথে-প্রান্তরে যেখানে আপনি থাকবেন, আপনার সাথে সেখানেই আমি থাকবো।

ঃ সে কি! অনন্ত সম্পদের মালিক আপনি। কাঙাল নন আমার মতো। আপনি গিয়ে পথে-প্রান্তরে কোন দুঃখে থাকবেন?

ঃ আগুন দেই ঐ সম্পদে। আপনার নিকট থেকে যে সম্পদ আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, সে সম্পদের এক কণাও চাইনে আমি। ওগুলো আমার আব্বা বিলিয়ে দিন, পানিতে ফেলে দিন- যা ইচ্ছে করুনগে। আমি আপনার সাথে যাবো, আপনার সাথে থাকবো। www.boighar.com

ঃ না না, তা হয় না। এ অসম্ভব। আমি আপনাকে সাথে নিতে পারিনে।

ঃ পারতেই হবে। আমাকে ফেলে পালিয়ে যাবেন আপনি, এটি কক্ষনো হবে না। আপনাকে আমি পালিয়ে যেতে দেবো না।

বলেই সে উন্মত্তভাবে চীৎকার দিয়ে বলে উঠলো দারোয়ান, পাহারাদার বসাও। ফটকের দ্বার বন্ধ করে দাও। পালিয়ে যাবে- পালিয়ে যাবে-

শুরু হলো চাকর-নফরের দৌড়াদৌড়ি। ঐ আধ্‌পাগলা লোকটা ঠিক এই সময় গেয়ে উঠলো-

" আমি দ্বার খুলে আর রাখবো না, পালিয়ে যাবে গো"।

www.boighar.com

॥ সমাপ্ত ॥